প্রবন্ধাবলী

মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

প্রবন্ধাবলী

(তৃতীয় ভাগ)

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীশ্রী১০৮
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি
মণ্ডলেশ্বর মহারাজ প্রণীত
শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম
লালতারাবাগ, হরিদ্বার।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রকাশক—শ্রীভুবন মোহন মজুমদার বি, এস, সি,
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য দুই টাকা

"রসময় প্রিন্টিং হাউস"—১২/১, চোর বাগান লেন হইতে
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ

প্রবন্ধাবলী (তৃতীয় ভাগ)

ভূমিকা

আজকাল খুপিয়া পুলিশের তৎপরতা, নবন্যাস, উপন্যাসাদি, সামাজিক চিত্র, ঐতিহাসিক চিত্রাদি পুস্তকের ছরাছরি দৃষ্ট হয়। গৃহস্থের চরিত্র আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যাহা লিপিবদ্ধ হয় তাহাও সকলই পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত। বৈদিক আদর্শ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে একারণ কেহ কেহ শাস্ত্র সহ সঙ্গতি রাখিয়া জীবনের সাধারণ ব্যাপার বিষয়ে লিখিতে ইঙ্গিত করায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করা হইল। ইহা পাঠে কাহারও কিছু উপকার ঘটিলেই তাহা শ্রম সাফল্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে। ইতি।

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি।

প্রবন্ধাবলী তৃতীয় ভাগ

সূচীপত্র

যজ্ঞ

যজ্ ধাতু হইতে যজ্ঞ শব্দ নিষ্পন্ন। উহার অর্থ পূজন, দেবউদ্দেশ্যে বলি প্রদান। উপহার দ্রব্যকে বলি বলে। তাহা দেবতার জন্য প্রদান, অর্থাৎ স্ব স্বত্ব ত্যাগে দেবতার স্বত্ব উৎপাদন। এজন্য ত্যাগই যজ্ঞ। সাধারণতঃ দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃত তণ্ডুলাদি ত্যাগ বা আহুতি প্রদানকে যজ্ঞ বলে। যোষিৎযোনিতে পুরুষ যে বীর্য্য ত্যাগ করেন তাহা যোষিতাগ্নিতে বীর্য্যাহুতি বলিয়া উহা সৃজনাত্মক যজ্ঞ। স্থিতি বা রক্ষণার্থ মন্ত্ররূপ বাক্য পুষ্পের উপহার প্রদান বা ত্যাগকেও যজ্ঞ বলে। দেবপূজন যজ্ঞ। যত মন্ত্র সবই 'পাহিমাং, রক্ষমাং, ত্রাহিমাং, শরণং প্রপদ্যে' প্রার্থনা যুক্ত হইয়া থাকে। তাই গীতায় "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা" বাক্যের পর "পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ" কথাটী রহিয়াছে। ঋষিগণের তৃপ্ত্যর্থ অন্য চিন্তা ত্যাগে ঋষিদৃষ্ট মন্ত্র পাঠরূপ স্বাধ্যায় ঋষিযজ্ঞ। পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ তর্পণাদি অন্ন জলাঞ্জলি প্রদানরূপ ব্যাপার পিতৃযজ্ঞ। অতিথি পূজন অতিথির জন্য জল অন্নাদি প্রদান বা ত্যাগ নৃযজ্ঞ। প্রাণিগণের জন্য অন্নত্যাগকে ভূতবলি বা বৈশ্বানর যজ্ঞ বলে। নিজদেহের স্থিতিজন্য উদরস্থ বৈশ্বানর নামাগ্নিতে বিশ্বপ্রাণ উদ্দেশ্যে যে অন্নগ্রাস প্রদান বা ত্যাগ তাহাকে প্রাণাগ্নিহোত্র বা প্রাণযজ্ঞ বলে। মৃতদেহকে ক্রব্যাদনামাগ্নিতে আহুতি প্রদান দশম

সংস্কারাত্মক সংহার যজ্ঞ বলে। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধযজ্ঞে নিজ প্রিয় দেহকে বিসর্জ্জন দেয় জন্য সূর্য্যমণ্ডল ভেদের অধিকারী হয়। যজ্ঞ দ্রব্যাত্মক হইলে তাহাকে দ্রব্য যজ্ঞ বলে। পার্থিব সম্পদ ত্যাগে জ্ঞানাত্মক চিত্তবৃত্তি হইলে উহাকে জ্ঞানযজ্ঞ বলে। চিত্তের একাগ্রতা জন্য ইন্দ্রিয় ব্যবহার ত্যাগের নাম ধ্যান যজ্ঞ। গীতার একাদশ অধ্যায়ে গ্রসিষ্ণু কালরূপী কৃষ্ণ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য জঠরানলে আহুতি দিয়া সংহার যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন বর্ণিত আছে। লোকে যে যা কিছু করে তাহাই যজ্ঞ। সৃষ্টি স্থিতি বা সংহারের পথের সহায়ক আহুতি মাত্র। যাঁহারা বৈশ্বানরকে প্রথম অবলম্বন করেন তাঁদের সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন সহজলভ্য হয়। যাহাকে জঠরানল বলে তাহাই শুদ্ধ ভাষায় বৈশ্বানরদেব। যে যাহা আহার করে তাহা বৈশ্বানরদেব নয় ভাগে পরিণত করেন। যেমন একজন কেবল বেদানার রস খেয়ে থাকেন অন্য কিছু সহ্য হয় না, বমন হয়। বৈশ্বানরদেব জঠরের দাওয়াইখানায় তাহাকে নয় ভাগ করেন। একাংশ মলরূপে, একাংশ মূত্ররূপে ও রক্ত, মাংস, চর্ম্ম, হাড়, মজ্জা, স্নায়ু, বীর্য্য এই সপ্ত ধাতুতে পরিণত করেন। কেহ কেবল দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। বৈশ্বানরদেব সেই জঠরস্থ দুগ্ধকেই নয় ভাগে বিভাগ করেন। একজন খুব সবল সুস্থদেহ বহুভোজী অবস্থাও ভাল তিনি ছত্রিশ ব্যঞ্জনাদি দ্বারা দেবতার ভোগ দিয়া প্রসাদ পান। বৈশ্বানরদেব ঐ ছত্রিশ ভোগকেও নয় ভাগে বিভক্ত করেন। চেতন কর্ত্তা হয়। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত

নাই। সুতরাং বৈশ্বানরদেব চেতন কর্ত্তা সন্দেহ নাই। পেটে কলঘর, তাহা হইতে ঈষদ্‌ দূরে অন্তঃকরণে হৃদয়াকাশে তাঁর বাসগৃহ। তথায় থাকিয়া বৈশ্বানরদেব প্রতিদিন আহার্য্যদ্রব্য নয়ভাগে বিভক্ত করেন। কীট পতঙ্গ হইতে নরনাগাদি সর্ব্ব দেহেই এই বৈশ্বানরদেবের কল পাতা আছে। সর্ব্ব দেহেই তিনি আহার্য্য নয় ভাগ করেন। ইনি তেজোময় জ্যোতির্ম্ময়। ইঁহারই তেজে দেহ তাপযুক্ত হয়, যখন ইনি দেহ হইতে উৎক্রমণ করেন দেহ ঠাণ্ডা হইয়া মৃত্যুর কবলগত হয়। হৃদয়স্থ এই তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় বৈশ্বানরদেব সকল আহার্য্য প্রাণাদি বায়ুর সহকারিতায় পচন করেন। গীতায় বলে অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্‌। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণই এই বৈশ্বানরদেব। চণ্ডীতে দেবীকেই ক্ষুধারূপিণী বৈশ্বানর বলিয়াছে যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা। সর্ব্বদেহেস্থিত বৈশ্বানরদেবের দর্শনে সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন হইতেছে। গৃহস্থগণ গৃহে এই বৈশ্বানরদেবের সেবার জন্য যে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করেন তাহাতে বৈশ্বানরদেবের পূজন হয়। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। গী ১৮।৪৬। কেবল ফুল চন্দন দ্বারাই পূজন হয় না। যেমন কাহারও গৃহে শারদীয় দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারের লোকেরা ভাদ্র হইতে আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা পর্য্যন্ত এই দুর্গা পূজার উদ্যোগ আয়োজনে রত থাকে। সর্ব্বপ্রকার শ্রম স্বীকার করিয়াও স্বচ্ছন্দ চিত্তে আনন্দ অনুভব

করে। পুরোহিত ঠাকুর ফুল চন্দন দিয়া পূজা করেন। তত্রাচ পূজা বাটীস্থ ব্যক্তিগণেরই শ্রমদ্বারা কর্ম্মদ্বারাই পূজার ফল পাইয়া থাকেন। এই বৈশ্বানরদেবের সেবার জন্য অর্থের প্রয়োজন, তাহার জন্য সত্যপথে অর্থ অর্জ্জন ও তাহা বৈশ্বানরদেবের অর্চ্চনায় বিনিয়োগ বা ত্যাগ যজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইবে। বৈশ্বানরদেবের অর্চ্চনা যে যজ্ঞ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বৈশ্বানরদেবের পূজার নামান্তর যদি কেহ পেটপূজা বলেন ? হাঁ, যাহাতে "বৈশ্বানরদেবের সেবা" এই তত্ত্বটী হৃদ্‌বোধ থাকে এজন্য শাস্ত্রে নিত্য ভোজনকালে তের ভাগ অন্ন সর্ব্বপ্রাণী সাধারণের জন্য নিবেদন করিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। যাহাকে ভূতযজ্ঞ বা বৈশ্বানর বলি বলে। হস্তে জল লইয়া ১। ভূঃ পতয়ে নমঃ ২। ভুবঃ পতয়ে নমঃ ৩। স্বঃ পতয়ে নমঃ ৪। গোভ্যঃ নমঃ ৫। শ্বভ্যঃ নমঃ ৬। বায়সাদিভ্যঃ নমঃ ৭। কীটপতঙ্গাদিভ্যঃ নমঃ ৮। দেবাদিভ্যঃ নমঃ ৯। নাগায় নমঃ ১০। কূর্ম্মায় নমঃ ১১। কৃকরায় নমঃ ১২। দেবদত্তায় নমঃ ১৩। ধনঞ্জয়ায় নমঃ বলিয়া ভূতগণের হৃদয়স্থ বৈশ্বানর দেবের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করেন। পশ্চাৎ প্রাণাগ্নি হোত্র করিয়া বৈশ্বানর যজ্ঞ সমাপন করেন। পত্র পুষ্প চয়ন জন্য ভ্রমণও বৈশ্বানর দেবের অর্চ্চনার অন্তর্গত হইতেছে। এজন্য পুরাণে একটী শ্লোক আছে প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়হ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্নাথ তুদেব তব পূজনং। সুষুপ্তি-স্থিতি সুখদায়ক, সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া সবাই বলে আমি বড় সুখে নিদ্রা

গিয়াছিলাম। উহা সমাধি না হইলেও তৎস্থানীয়। গীতায় ৩।১৪, ১৫ শ্লোকে যজ্ঞ শব্দটী শব্দব্রহ্ম বেদে বিহিত কর্ম্মে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্। ভূত ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম-সংজ্ঞিতঃ। এখানে বিসর্গ যজ্ঞার্থ ত্যাগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞ সকাম হউক কি নিষ্কাম হউক, অনুষ্ঠাতা যজমানকে ত্যাগের পথে লইয়া যায়। মনে কর একজন অপুত্রক (যেমন রাজা দশরথ কি বঙ্গেশ্বর আদিশূর) পুত্র কামনায় যজ্ঞ করিতেছেন। মহারাজ দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন জন্য যেমন প্রযত্নশীল হন তেমনি রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞ বিহিতরূপে অনুষ্ঠান করার জন্য কান্যকুব্জ হইতে ঋত্বিকগণকে আনয়ন করেন। কান্যকুব্জ হইতে সেইকালে পায়দলে বঙ্গে লোক আনিতে রাস্তায় দুর্ঘটনাদি নিবারণকল্পে রক্ষীদল বেষ্টিত হইয়া চলিতে হইত। তাহাতে কত অর্থ ব্যয়। তৎপর তাহাদের অর্ঘ্যদানাদিপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজন করতঃ যজ্ঞ কার্য্যে ব্রতী করানও বেশ ব্যয়সাধ্য। যজ্ঞস্থল নির্ম্মাণ, তাহাতে বেদী আদি প্রস্তুতে ব্যয়। পশ্চাৎ যজ্ঞের আহুতি সামগ্রী সংগ্রহে ব্যয়। তৎপর যজ্ঞের দক্ষিণা দান যথাসাধ্য করিতে হইত। যজ্ঞকালে ও শেষে ব্রাহ্মণাদি ভোজন জন্য চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি অন্নব্যঞ্জন সংগ্রহ ও তাহার রন্ধনাদি। ভোজনান্তে ভোজনদক্ষিণা দিতে প্রচুর সময় ও অর্থ-ব্যয় করিতে

হইত। পুনঃ ঋত্বিকগণের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যয় অম্লান বদনে বহন করেন। ইহাতে ধনধান্যাদির ত্যাগ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। সকাম কর্ম্ম করিতে গিয়া বিজ্ঞ পণ্ডিতগণমুখে নানা তত্ত্বকথা শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছার উৎপত্তি ঘটে। যেমন ঈশা উপনিষদের উপাসক সত্যানুসন্ধানরত হইয়াছেন। তখন নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান সহ আহারশুদ্ধি আচরণ করিতে হয়। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। আহারশুদ্ধি অর্থ সাত্ত্বিক আহার বিহার করা, রাজসিক আহার বিহারে চিত্ত "অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং" এই দিকে যায়। আজকাল অনেকে বলেন ধর্ম্মের সঙ্গে আহার বিহারের কি সম্পর্ক? এবং এই ধুয়া অবলম্বনে আহারে সর্ব্ব সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বসেন। বিচার করিলে বুঝা যায় তাঁদের বাক্য ব্যর্থ কথা মাত্র। বর্ত্তমানকালের আর্য্যসমাজীগণের মধ্যে মতভেদ ঘটায় আহার্য্য ঘাস ও মাস ভেদে দুই দল হইয়াছে। ঘাস ধান্য ফল দুগ্ধাদি। মাস মৎস্য মাংসাদি। এই ঝগড়া নূতন নহে। বেদে বিধি আছে "অজৈর্যষ্টব্যং"। অজ দ্বারা যজ্ঞ করিবে। অজতি গচ্ছতি তৃণ ভক্ষণায় ইতি অজঃ ছাগ:। অতএব ছাগমাংস দ্বারা যজ্ঞ করিবে। অপরপক্ষ বলেন না অজ অর্থ ন জায়তে অস্মাৎ, অর্থাৎ যাহা হইতে আর জন্মাইবে না। যেমন চারি বৎসরের পুরাণ ধান্য বপন করিলে ফসল হয় না জন্য অজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহা দ্বারা যজ্ঞ করিবে।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের ৩৩৮ অধ্যায়ে বলে অজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি যদ্‌বৈদিকীশ্রুতিঃ। অজ সংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হথঃ। আহার্য্য গুণভেদে তিন প্রকার হয়। যেমন ঈষদুষ্ণ অন্ন আহার করা, অন্ন রান্নার বার ঘণ্টা পরে সেই অন্ন আহার করা ও অন্ন রান্নার পর জল দেওয়া অন্ন চবিবশ ঘণ্টার পর আহার করা। অন্ন এক হইলেও পর পর সত্ত্ব, রজ ও তম গুণাত্মক হয়। আফিম, গাঁজা ও মিশ্রী তিনই ঘাসজাতীয়। কিন্তু আফিম্ তমোগুণাত্মক নিদ্রা আলস্য তন্দ্রা করে। গাঁজা রজোগুণাত্মক উগ্র এবং মিশ্রী সত্ত্ব গুণযুত হইয়া থাকে। মুগ ও মাষ দাইল দেখিতে প্রায় একরূপ কিন্তু গুণে বহু বিভিন্ন। মুগ বায়ু পিত্ত কফ ত্রিদোষ নাশক। মাষ ত্রিদোষ বর্দ্ধক। এজন্য কোন রোগ হইলে কোন চিকিৎসক মাষের যুষ পথ্য বলেন না। সবাই মুগের যুষ পথ্য বলেন। এজন্য দ্রব্যগুণ স্বীকার্য্য। যে দ্রব্য সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে তাহা উপাসনার অনুকূল আর যাহা রজোগুণ বৃদ্ধি করে তাহা যোদ্ধৃগণের অনুকূল আর যাহা তমোগুণ বৃদ্ধিকর তাহা আলস্যপ্রিয়গণের মনোমত হয়। যোদ্ধৃগণ যে সব যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হন তাহা সাম্রাজ্যায় যেমন অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি। অগ্নিষ্টোমাদি নিষ্কাম কর্ম্মীদের জন্য বিহিত আছে। অশ্বমেধ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান যুদ্ধার্থ এজন্য যুদ্ধযজ্ঞ বলা হয়। যজ্ঞ হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক হইয়া থাকে। এজন্য সাধারণ যে শ্রুতিবাক্য "মাহিংসাৎ সর্ব্বাভূতানি" তাহা সংসারীর পক্ষে দুরূহ জন্য "অহিংসন্ অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" শ্রুতি দ্বারা

তাহার সংকোচ সাধন করা হইয়াছে। অনেকের ধারণা বৌদ্ধগণ অহিংসার প্রচারক। যজ্ঞে পশুহিংসার বিরোধী মাত্র। আহার কালে মাংসাদি ভক্ষণে দোষ বলেন নাই। বৌদ্ধগণ মাংসাহারী। শুনা যায় বুদ্ধদেব স্বয়ং মাংস ভক্ষণে পীড়িত হইয়া দেহত্যাগ করেন। ধানকে চাউল বা কলাইকে দাইল করায়ও প্রাণ বধ সাধিত হয়। এজন্য "জীবো জীবস্য জীবনং" বলা হইয়া থাকে। অধ্বর শব্দ যজ্ঞবাচী। ধ্বর হিংসায়াং অধ্বর অর্থ অহিংসাত্মক যজ্ঞ। এজন্য মনুতে "তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ" বাক্য রহিয়াছে। যদি চাষী চাষকার্য্য হিংসাত্মক বলিয়া চাষ না করে সমাজ অন্নাভাবে শীর্ণ হইবে। যদি ক্ষত্রিয় প্রাণবধ হিংসা জন্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে সমাজকে জাতিকে রক্ষা না করে সমাজ বিনষ্ট হইবে। এজন্য শাস্ত্রে পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ বিধান করতঃ সমাজ ত্যাগে বনে অহিংসা ব্রত বা যজ্ঞ করিবার আদেশ করিয়াছেন। জীবনের প্রথমার্দ্ধে সমাজ বা জাতির সেবা করিয়া পশ্চাৎ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে সমাজ সংসারও বহাল রহিল পরজীবনে উৎকর্ষসাধন আদি আচরণও করা হইল। পুণ্যভূমি ভারতে জীবনযাত্রার জন্য হিংসা না করিলেও চলে। তরমুজ, তাল, বেল, পেঁপে, আম, কাঁটাল ফুটী, বাঙ্গি, কলা, কমলা, বাতাপিনেবু ইত্যাদি ফল আলু, মুলা, মান, ওলাদি কন্দ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। বীজে প্রাণ থাকে অবীজাংশ অজ তাহা ভক্ষণে দোষ নাই। বীজ ত্যাগেই ঐ সকল ফল লোকে খাইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত

কোন দেশের পার্শ্ববর্ত্তী জাতিগণ অহিংসা ব্রতাচারী না হইবে সে পর্য্যন্ত সে দেশবাসী অহিংসাচারনে তিষ্ঠিতে পারে না। রোম কর্ত্তৃক লেটিন জাতির ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তি। বিশ্বে রজোগুণীর সংখ্যাধিক্য থাকিবে এজন্য যুদ্ধবিগ্রহও প্রবাহরূপে চলিতে থাকিবে। দেশে জাতীয় জীবন শান্তিময় হইলেও গৃহে গৃহে ভ্রাতৃবিরোধ অনিবার্য্য। এজন্য চণ্ডীতে বলিয়াছে যে সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত নির্ম্মল পরম পুরুষের অজ্ঞাতে সৃষ্টি ঘটে। নিদ্রাগত তাঁর কর্ণমল হইতে দৈত্যদ্বয় ও নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটে। অর্থাৎ তিনভাগের দুই ভাগ দৈত্য প্রকৃতি রজোগুণী এক ভাগ নিরীহ। দৈত্যের কার্য্যই নিরীহকে বধ করা। প্রকৃতি বেসিলি হইতে হস্তী পর্য্যন্ত সব প্রাণীকে ক্ষুধার্ত্ত করে, ক্ষুধা নিবারণ জন্য হিংসা অনিবার্য্য। পিপীলিকা মাছি মারিয়া খায়। ভেক পিপীলিকা ভোজী। সর্প ভেক ভোজী, ময়ূর সর্পভোজী, শৃগাল ময়ূর ভোজী, চিতাবাঘ শৃগাল ভোজী, সিংহ চিতা ভোজী, ব্যাধ সিংহ সংহারক, যমদূত ব্যাধ বিনাশক। সংহার স্রষ্টার নীতি সৃষ্টির কারণ। একজনের সংহার করিয়া এক ব্যক্তি উদর পূর্ত্তি করেন, তাহাতে তাহার দেহ রক্ষিত হইলে সে রক্ষিত হইল। সেই রক্ষিত দেহে সেই ভোজ্য চর্ম্ম মাংসাদি সপ্ত ধাতুতে পরিণত হইল। সপ্ত ধাতুর অন্তর্গত বীর্য্য যোষিৎ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইলে পুত্রকন্যার সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। এইরূপে একের সংহার অপরের উৎপত্তির হেতু হয়। ইহাই সংসারচক্র সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ যজ্ঞাত্মক। ইতি

সুপর্ণা

সু শোভনীয় পর্ণ পত্র যাহার। পাখীর ডানাকেও পত্র বলে এজন্য তাকে পতত্রি বলে। পত্র পতত্র বৃক্ষের পাতাকেও বলে। গীতায় ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি বাক্য রহিয়াছে। জয়দেবে পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্ বাক্য দৃষ্ট হয়। সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমীজনয়ন্ দেব একঃ (শ্বেত ৩।৩)। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারবৃক্ষরূপী ভগবান্ বর্ণিত। ঋগ্বেদের ১।১৬৪।২০ মন্ত্রে দ্বাসুপর্ণা জীব ও ঈশ্বর বুঝাইয়াছে। ঋ ১০। ১১৪। ৩-৫ মন্ত্র ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। জীব, হিরণ্যগর্ভ, পরমাত্মা সুপর্ণত্রয়। ঈশাউপনিষদে হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্য আবৃত থাকা বলে। পত্র দ্বারা পাত্র নির্ম্মাণ হয় যাহাতে তরল পদার্থও রাখা হয়। মানবদেহ যেমন দেহীর আবরণ তেমনি বৃক্ষের পত্র বৃক্ষের আবরণ। পাখীর ডানাও আবরণ বটে। আবৃত বস্তু হইতে আবরণ পৃথক হয়। আবরণ বহিরাগত। বহিরাগত উপাধি ত্যাগে যেমন লক্ষণায় দেবদত্ত নির্ণীত হয়। রাজপোষাক ও জটাদি আবরণ ত্যাগে যাহা থাকে তাহা একই। পঞ্চকোষ আবৃত পুরুষ জীবসংজ্ঞক হন। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ। আত্মা—স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয় মন সূক্ষ্মদেহ ইহা যার আবরণ সেই আবৃত পুরুষ জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। মায়া-দেহ ঈশ্বর ও পঞ্চকোষাবৃত জীব। দেহরূপ আবরণ অপসারিত হইলে যাহা

অবশেষ থাকে দেবদত্তবৎ তাহা একই। জীবাত্মা পাখীর ন্যায় দেহরূপ খাঁচা ত্যাগে উপর আকাশে বিচরণ করেন জন্য সুপর্ণ বলা যায়। অথবা সহস্র (পত্ররূপ) কর্ম্মদ্বারা আবৃত সংসাররূপ বৃক্ষে স্থিতি লাভ ঘটে বলিয়া সুপর্ণ। ঋ ১।১৬৪।২০ মন্ত্রে পাখী ও বৃক্ষ উভয়ই গৃহীত হইয়াছে।

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়েরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্যো অভিচাকশীতি ॥

ইহার অর্থ—দুই পাখী একই বৃক্ষে বাস করে। উভয়ের সমান আখ্যান যেমন প্রস্তর ও লৌহ সংযোগে উৎপন্ন অগ্নিকণিকা ও বনের দাবানলের একই খ্যান। সদাই সংযোগযুক্ত। এক পিপ্পলের (সংসারবৃক্ষের) ফলভোজী অন্য অভোক্তা কেবল সাক্ষী দ্রষ্টা মাত্র। ঋ ১০।১১৪। ৩—৫ মন্ত্রে

চতুষ্কপর্দা যুবতিঃ সুপেশা ঘৃত প্রতীকা বয়ুনানি বস্তে।
তস্যাং সুপর্ণাবৃষণা নিষেদতুর্যত্র দেবাদধিরে ভাগধেয়ং ॥ ৩

চতুষ্কপর্দা চারিটি বেণীযুক্ত যুবতি অর্থাৎ চতুষ্কোণ যজ্ঞবেদী সুপেশা সুন্দর মূর্ত্তি ঘৃত প্রতীকা স্নিগ্ধ গব্যঘৃত সদৃশ মূর্ত্তি বয়ুনানি উত্তম যজ্ঞ সামগ্রী সকল বস্তে ধারণ করেন। তস্যাং তাহাতে সুপর্ণা দুই পক্ষী জীবরূপ যজমান ও পুরোহিত বৃষণা-সেচনকারী যজমান ধন দান করেন, পুরোহিত আহুতি প্রদান করেন দেবগণ আশীষ বর্ষণ করেন নিষেদতুঃ যে যজ্ঞবেদীতে ইঁহারা উপবেশন করেন। দেবতা, হোতা ও যজমান সব

দেহধারী জীবরূপে কামকর্ম্ম বীজরূপা অজ্ঞান মায়াসম্ভূত। কর্ত্তাভোক্তা।

এক স্থপর্ণঃ সসমুদ্র মাধিবেশ সইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।
তং পাকেন মনসা পশ্যমন্তিতস্তং মাতারেলিহ স উ
রেলিহমাতরং ॥ ৪

একঃ স্থপর্ণা এক পক্ষী প্রাণবায়ু মুখ্য প্রাণ সমুদ্রং মায়ারূপ কারণ সলিলে আবিবেশ প্রবিষ্ঠ হইলেন। মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিৎ হিরণ্যগর্ভ। ইনি বিশ্বভুবন নির্ম্মাণ করিয়া দর্শন করেন। তং পাকেন মনসা পক্কবুদ্ধি আমি তাঁহাকে পশ্যং দর্শন করিয়াছি। অন্তিতস্তং নিকটস্থ ইহাকে মাতা (বাক্‌রূপিণী) লেহন করেন ইনিও বাক্‌রূপী মাতাকে লেহন করেন। অপ্রমেয় পুরুষ বাক্‌রূপিণী বেদ গম্য এবং ওঁ এই বাক্ হইতে এই সৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে।

স্থপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্তসোমস্য মিমতে
দ্বাদশ ॥ ৫

একই স্থপর্ণ পরমাত্মা বিপ্র কবিগণ বাক্যপ্রয়োগে বহু বলিয়া কল্পনা করেন। অধ্বরে যজ্ঞে অনেক প্রকারের ছন্দের উচ্চারণ করেন। এবং সূর্য্য এক হইলেও উপাংশু অন্তর্যাম আদি দ্বাদশ সোম পাত্র স্থাপন করেন দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ সূর্য্য কল্পনায়। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা (রাম তাপনী)। জীব, হিরণ্যগর্ভ ও

পরমাত্মা তিনটি নহে। একেরই নানাত্ব কল্পনা। ঋ ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্রে—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ সুপর্ণোগরুত্মান্
একংসদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিংযমাংমাতরিশ্বানমাহুঃ ॥
ঋ ৬।৪৭।১৮ রূপং রূপং প্রতিরূপোবভুবতদস্যরূপং
প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাস্যহরয়ঃ শতাদশ ॥
ঋ ৩।৩৭।৯ ইন্দ্রিয়ানি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু।

ইন্দ্র তানি ত আবৃণে। (হে ইন্দ্র পঞ্চজনের যত ইন্দ্রিয় তাহা ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের ব্যবহার কর্ত্তা। ঈশা উপনিষদে সর্ব্ব ব্যাপিত্ব বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তিনি যেন মন ও ইন্দ্রিয়াদি সহ দৌড়-খেলায় মন ইন্দ্রিয়াদিকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে স্থিত দেখা যায়। মন ইন্দ্রিয়ের অগোচরত্ব প্রকাশই শ্রুতির তাৎপর্য্য বটে। মন ইন্দ্রিয় যতই দ্রুতগতি হউক না কেন গন্তব্য স্থলে যাইয়া দেখে পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই স্থিত আছেন। তেমনি জীবাত্মার ইহলোক পরলোকে গতাগতি কল্পনায় সুপর্ণ শব্দ আত্মায় আরোপিত। আত্মা চির নিশ্চল নিষ্ক্রিয়। বিশেষ পর্ণ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গহীন পুরুষ, নিষ্কলস্যা-শরীরিণঃ বাক্যে শ্রুতি তাহা বলিয়া রাখিয়াছেন। সর্ব্বব্যাপীর গতি সম্ভবে না। গতি পরিচ্ছিন্নের ব্যবসায়। গতির জন্য গতি-শীলের বাহিরে স্থান প্রয়োজন। পুরুষ সর্ব্বব্যাপী অচল অশরীর

সুতরাং গতাগতি করেন না ইহা নিশ্চিত সত্য। যাঁহারা তাঁর গতাগতি কল্পনা করেন তাঁদেরই "ভাষা"। ভাষা বাক্য রাশি। বাগ্‌ইন্দ্রিয় ব্যবহারে ঘটিয়া থাকে। বাগ্‌ইন্দ্রিয় বা কোন ইন্দ্রিয়বিহীন যিনি, সেখানে অবাক্ অমন জন্য ভাষার স্থান নাই। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন বাচারম্ভনং বিকারো নাম ধেয়ং। ভাগবৎপুরাণে ১১।২৮।৪ কিং ভদ্রং কিমভদ্রংবাদ্বৈতস্যা-বস্তুনঃ কিয়ৎ। বচোদিতং তদনৃতং মনসাধ্যাতমেব চ॥ পুরুষের মন বাগাদি না থাকায়, পুরুষ ব্যতীত দ্বিতীয় না থাকায়, দ্বৈত অবস্তু জন্য ভাষাভাষী উভয়ই মায়িক। মায়া দেহ বা আবরণ তাহারই সৃষ্ট ভাষা ভাষী। ভাগবৎপুরাণের ১১।৭।৪৮ বলে বিসর্গাদ্যা শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্যনাত্মনঃ। গীতায় ১৩।১৩ এজন্য বলিয়াছেন "ন সৎতন্নাসদুচ্যতে"। তাঁকে সৎ বা অসৎ কোন শব্দ প্রকাশ করে না। যদি চ শ্রুতি ঋ ১০।১২০।৪ সতোবন্ধু মসতি। সদেবসোম্যেদমগ্রআসীৎ! সমূলম্। সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি স্থলে সৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা পুরুষকে বুঝাইবার চিহ্ন মাত্র যেমন স্বস্তিক 卐 চিহ্নমাত্র। অর্থাত্মক শব্দের শক্তি চারি প্রকার হয়। জাতি গুণ ক্রিয়া ও সম্বন্ধ নির্ণায়ক হয়। পুরুষের সমান জাতীয় কেহ নাই এজন্য জাতিবাচক শব্দ তাঁকে প্রকাশ করে না। নির্গুণ জন্য গুণবাচক শব্দ তাঁর প্রকাশক হয় না। নিষ্ক্রিয় জন্য ক্রিয়া সম্ভবেনা দ্বিতীয় অভাবে সম্বন্ধসূচক শব্দ তথায় ব্যর্থ। তেমনি সুপর্ণ শব্দ তাঁর জ্ঞাপক মাত্র।

স্বাধীনতা দিবস

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আজ ব্রহ্মার পরার্দ্ধে শ্বেতবরাহ কল্পে সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কলিযুগে কলের্গতাব্দা ৫০৫০, সংবত ২০০৬, শকাতীতব্দা ১৮৭১, সন ১৩৫৬ সৌর মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে ভীষ্মাষ্টমী তিথিতে সুরগুরুবারে ববকরণে শুভযোগে অশ্বিনী নক্ষত্রে ভারত প্রজাতন্ত্রশাসনাধীন হইতেছেন। বন্দে মাতরং। মাতৃভূমি স্মরণ পূর্ব্বকৃত্য কি জনগণ মন স্মরণ আদরণীয় তাহা বিবেচ্য। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। জননী আদিস্থান। প্রজা স্যাৎ সন্ততৌ জনে। যখন মাতা নাই জন তখন কোথায়? শ্রুতি বলেন মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব। যাদের মাতৃদেহ খণ্ডিত তারা সেই দেহের প্রতি অনাদর করিতে পারে। আজ ভারতদেহ খণ্ডিত সেজন্য খণ্ডিত দেহের স্মরণে আনন্দ আসেনা রোদনই আসিয়া থাকে। শোক ভুলিবার জন্য জনকোলাহলে আদর কি? প্রজাতন্ত্রের ধারাটি অনেকে বহিরাগত বলিয়া মনে করেন। পুরাণে স্বর্গরাজ ইন্দ্র তপস্যার্থে গমন করিলে ঋষিসংঘ তৎস্থলে চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষকে ইন্দ্রপদে স্থাপন করেন। পশ্চাৎ নহুষ বেহুষ হইয়া শিশ্নদেব পরায়ণ হইলে সেই ঋষিসংঘ

নহুষকে পদচ্যুত ও দণ্ডিত করিয়া ইন্দ্রকে পুনঃ আনয়ন করতঃ স্বর্গরাজ্যের সিংহাসনে স্থাপন করেন। আবার দেখি ধরাতলে ঋষিসংঘ বেনকে দেশপতি করেন। বেনের দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে তাহাকে বধ করিয়া পৃথুকে নায়ক করেন। পৃথু সুশাসন করায় প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজা (প্রকৃতি রঞ্জনাৎ) উপাধিভূষিত করেন। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব ৬৭অ ৩। পৃথুং বৈন্যং প্রজাদৃষ্ট্বা রক্তাস্মেতি যদব্রুবন্। ততো রাজেতি নামাস্য অনুরাগা দজায়ত। মহা রাজধর্ম্মে— ৫৯ অ রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তেন রাজেতি শব্দ্যতে। ১২৫। কৃতযুগে—রাজা রাজ্য ছিলনা, প্রজাগণই আত্মরক্ষার কার্য্য করিতেন। মহা শান্তিপর্ব্ব ৫৯ অ—১৪—নৈব রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো ন দণ্ডিকঃ। ধর্ম্মেনৈব প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষন্তিস্ম পরস্পরম্। রাজা প্রতিজ্ঞা করিতেন—প্রিয়াপ্রিয়ে পরিত্যজ্য সমঃ সর্ব্বেষু জন্তুষু। কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মানং চোৎসৃজ্য দূরতঃ, ইত্যাদি। দ্বারকায় যাদবগণের প্রজা সভা ছিল তাহার নাম সুধর্ম্মা, মহা আদি ২২০ অ ১০ শ্লোক। মহা আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ৮ অ সর্ব্বং প্রকৃতি সান্নিধ্যং কারয়িত্বা স্ববেশ্মনি। ১০। দদৃশে তং জনং সর্ব্বং সর্ব্বাচ প্রকৃতিস্তথা। সমবেতাংশ্চতান্ সর্ব্বান্ পৌরান্ জানপদাংস্তথা ঋতে বনং মহাভাগস্তম্মানুজ্ঞাতুমর্হথ। ২২। ময়া চ ভবতাং সম্যক্ শুশ্রূষা যা কৃতানঘাঃ। অসম্যগ্ বা মহাভাগাস্তং ক্ষন্তব্যমতন্দ্রিতৈঃ। রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকার্থ প্রজাগণের অভিমত লওয়ার উক্তি দৃষ্ট

হয়। মগধের ক্ষমতা নাশ হইলে দাক্ষিণাত্য ও কলিঙ্গাদি রাজ-গণের আক্রমণে বিধ্বস্ত প্রজাগণ খৃঃ ৭০১ অব্দে গোপাল দেবকে রাজা করেন। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়াদির আক্রমণে প্রজাগণ সন্ত্রস্ত হইলে নেপোলিয়ানকে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। পশ্চাৎ তাঁহাকে সম্রাট করিতে লুই দি সিকৃষ্টিন্থের হত্যাকারীগণ দ্বিরুক্তি করে নাই। এবং নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক রক্ষিত ফরাসী প্রজাগণ আটলাণ্টিকে সুদূর সেণ্টহেলেনায় ইংরেজ কারাগারে মৃত নেপোলিয়নের মৃত্যুর দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল পরে তথা হইতে মৃতদেহ আনাইয়া বিপুল অর্থ ব্যয়ে সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রেসিডেণ্টও রাজা হইতে কম ক্ষমতাশালী হয় না। আমেরিকার রুজভেল্ট, রাশিয়ার ষ্টেলিন্, জার্মানির হিট্লার, ইটালির ফেসিষ্ট মুসোলিনী প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। রাজত্ব বংশানুক্রমে হয়। প্রেসিডেণ্ট কতিপয় বর্ষের জন্য হন। ডিক্টেটর ও প্রেসিডেণ্ট প্রায় তুল্যাতুল্য অবস্থাদ্বয়। রোমের ইতিহাসে ইহুইগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রোমানগণ সিনসিনেটাসকে ডিক্টেটর করে। ভারতের অখণ্ডত্ব ত্যাগে শাসনভার গ্রহণ স্থলে ক্ষমতাপ্রিয়তার স্থান আছে কিনা তাহা বিচার্য্য বিষয় বটে। মার্কিনে কোটী কোটী লোকের ভোটে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়। ভারতে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার নিযোক্তা। মন্ত্রীগণ আপন বুদ্ধিবলানুসারেই সব করিতেছেন প্রজা অন্ন-বস্ত্রাভাবে, শস্ত্রপীড়নে শোকসাগরে ভাসমান। খণ্ডিত ভারতে

২

বিতাড়িত প্রজার দুর্দ্দশা ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব ঘটে। তিনি একাধারে স্মৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা। যা করেন সহিতেই হইবে। বর্ত্তমান শাসকসম্প্রদায় তাঁর ইঙ্গিতে কাজ করিতেছেন। কলিকাল। কালের কর্ত্তা পাপদেবতা কলি। নির্ধন ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব প্রভাবে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণে রত। প্রজা ক্ষুণ্ণ। ইংরেজ জার্মান যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শয্যাশায়ী তাহার নিজ দেহ বা দেশ রক্ষণই তাহার দ্বারা সম্ভবপর নহে। সেজন্য সে মার্কিনের দরজায় ঋণ ভিক্ষার্থী। সুতরাং পরদেহ যাহা সে লুটিয়া খাইত তাহার সঙ্গে সঙ্গ করার সামর্থ্য বিহীন হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই ত্যক্ত সম্পত্তি যাঁরা কুড়াইয়া নিলেন তাঁহারা এখন সেই চিরলুণ্ঠিত ভূমিভাগ আমার দেশ আমার ভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই জীর্ণ দেহ হইতে ভোগ্য সামগ্রী মিলা দুর্ঘট হইয়াছে। তাই পর দেশের অন্নের প্রতি সলোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। তাঁদের ভোগাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টান্ন যদি লাভ ঘটে তবেই তৃপ্তিসাধন ঘটিবে। উচ্ছিষ্ট কদর্য্য অন্ন ভোজন করিয়া ভারতের প্রজা ব্যারামগ্রস্ত হইতেছেন। অহো ভাগ্য।

দশ মহাবিদ্যা
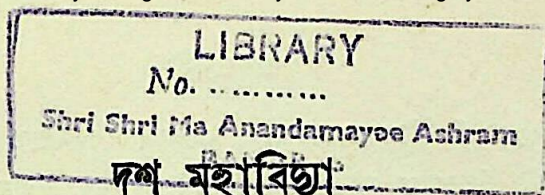
দশ মহাবিদ্যা অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়ার খেলা। উত্থান ও পতনের দৃশ্য নিচয়ের প্রদর্শক।

দশ মহা অবিদ্যা দশদিক্ আচ্ছন্ন করতঃ প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং পুরুষের যেন বন্ধন বিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। পুরাণে আখ্যান হইতেছে এইরূপ (মহাভারতের আদিপর্বে ৬৬ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে) প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চাশখানি কন্যার পিতা। ২৭টি নক্ষত্ররূপিনী চন্দ্রের পত্নী। ১০টি ধর্ম্মের পত্নী শ্রদ্ধা, মেধা প্রভৃতি। ১৩টী কশ্যপ বিবাহ করেন। দিতি-অদিতি-দনু প্রভৃতি। যাহা হইতে দৈত্য দেবতা দানব মানবাদির উৎপত্তি ঘটে। ইহাতে সতীর নাম নাই। ভাগবত পুরাণের ৪র্থ স্কন্ধে ১ অ ৪৬।৪৭ শ্লোকে—

প্রসূতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হ্যজাত্মজঃ।
তস্যাং সসর্জ্জ দুহিতৄঃ ষোড়শামললোচনাঃ॥ ৪৬
ত্রয়োদশাদাদ্ধর্ম্মায় তথৈকামগ্নয়ে বিভুঃ।
পিতৃভ্যএকাং যুক্তেভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে॥ ৪৭

ইহাতে ধর্ম্মের পত্নী দশ স্থলে ত্রয়োদশ বলে এবং এক ভবের পত্নী থাকা বলে। বিশ্বসৃড্ যজ্ঞে সমবেত দেবতা ঋষিগণের সভায় প্রজাপতি দক্ষ প্রবেশকালে সকলেই অভ্যুত্থান দ্বারা দক্ষকে সম্মানিত করেন। শিব আসনে আসীন ছিলেন এজন্য দক্ষ

দ্বেষবশে শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। নিমন্ত্রিত না হইয়াও ভবানী পিতৃগৃহে যজ্ঞদর্শনকামী হইলে শিব নিষেধ করেন। তখন দেবী আমি কি যে সে রমণী এমন পিতা এমন পতি যার। সেক্স্‌পিয়ার বলে, Being so fathered and so husbanded. তিনি নানা গুণময়ী মহামায়া স্বয়ং। মায়াবলম্বনে আকাশের দশ দিকে দশ মূর্ত্তি ধারণে অবস্থিতা হন। তাহাই কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলাত্মিকা। শিব এইরূপ মায়াশক্তির উত্থান পতনাত্মক ক্রীড়া দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেবীর গমনে আর বাধা দেন নাই। সৎ শিবের পত্নী সতী। পতিতে অব্যভিচারিণী ভক্তিযুক্তাকে সতী বলা যায়। তিনি পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করেন। ফলে যজ্ঞ লণ্ড ভণ্ড হয়। গীতায় ৩।১৫ বলে 'তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।' সেই অদ্বৈত ব্রহ্ম শিবকে ত্যাগ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান অসম্ভব ব্যাপার। ইহাই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের ব্যাপারে প্রতিপাদিত। মায়া দুরত্যয়া হইলেও কাম কর্ম্ম বীজ রূপার লয় আছে এবং দেখা গেল কারণ লয়ে কার্য্য লয় হয়। নিত্য সত্য জ্ঞান ও ক্ষয় শীল কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না, প্রজাপতি দক্ষ, তৎকন্যা মহামায়া, যজ্ঞরূপ কর্ম্ম অবিদ্যাজনিত। অবিদ্যা লয়ে সব লয় পায়। মহামায়াই অবিদ্যা।

শিবত্ব প্রপঞ্চোপশমে, আর দেবত্ব প্রপঞ্চের স্থিতিকালে মায়া মোহে। শিবের নিন্দাস্তুতি সম্ভবে না। কে কার স্তুতি নিন্দা করিবে? শিবের স্বরূপ প্রকাশিত হয় মায়ার আবরণ

বিক্ষেপলয়ে। যিনি নির্গুণ তার প্রশংসার বা নিন্দার বিষয়াভাব। কর্ম্মেরই প্রশংসা বা নিন্দা। অকর্ম্মের নিন্দা স্তুতি হয় না। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। কর্ম্মকর্ত্তার স্তুতি নিন্দা সম্ভবপর। এই যে দশ মূর্ত্তি তাহা প্রকৃতির বিশ্লেষণ মাত্র। প্রকৃতির গতি নির্দ্দেশক। সম্ভব উদ্ভব ও লয়ের চিত্রফলক। প্রকৃতিকে কারণ শরীর, কারণ সলিল, হিরণ্ময় আবরণ, আনন্দময় কোশ বলে। তম কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্বরূপ। পুরুষ সহস্র সূর্য্য সমপ্রভ দীপ্তিমান, এ হেন তম প্রকাশের একত্রাবস্থান অসম্ভব হইলেও দ্বৈত বুদ্ধি তমাবরণাবৃত পুরুষ চিন্তনে রত। সেই তমাবরণদ্বারা বিভেদ করিয়া সেই অব্যক্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের ব্যক্ত মুর্ত্তি দেখিয়া থাকেন। ঈশা-উপনিষদে আবরক হিরণ্ময় পাত্রখানিকে তেজোময় ও সপ্তরশ্মিময় বলিয়াছেন। যাহা বিজ্ঞান সূর্য্যের বহিরাবরণ Photosphere ও chromosphere বলেন। আনন্দ স্বরূপের আনন্দ সুষুপ্তিকালে তমের পাতলা আবরণের মধ্য দিয়াই বিকাশ পায়, এজন্য সবাই গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলে আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানি না। এজন্য উক্ত কোশকে আনন্দময় কোশ বলে। বহ্বৃচ উপনিষদে "দেবী হ্যে-কাগ্র আসীৎ। সৈবজগদণ্ডমস্থজত। কাম কলেতি বিজ্ঞায়তে।" ব্রহ্মানন্দ কলেতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। যেমন গীতায় ১৩।৬ শ্লোকে "ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাত-শ্চেতনা ধৃতিঃ" বাক্যে ইচ্ছা (কাম) চেতনা (স্ফুরিত

বুদ্ধি বৃত্তি) সংঘাত (দেহ) এসকল বিকার ক্ষেত্রের সম্পদ বলিয়াছেন। এখানে চেতনা চিদাংশ নহে। চিৎ ছায়াপাতে স্ফুরিত বুদ্ধি বৃত্তিকে বলিয়াছে। তেমনি কামকলা ব্রহ্মানন্দ কলা আনন্দময় কোশকে বুঝাইয়াছে। অনন্ত আনন্দের অংশ কি কলা হয় না জন্য তাঁকে নিস্কল বলে তত্রাচ— যোড়শকল পুরুষ কল্পিত হয়। জগদণ্ড সৃজনকারিনী নগ্না কালী সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকারিনী। কর্ম্মের মূর্ত্তি দেবী। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না তাই চিরশুভ্র তাঁর পদতলে দলিত। সাধ্য নিষ্ক্রিয় পুরুষ লক্ষের বহির্ভুত। স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ ঋ ১০।১২৯।৫। লোকে সক্রিয়তাই পছন্দ করে। নিষ্ক্রিয় শবের স্থান শ্মশানে। তাঁর হেথায় কোন আদর নাই। অনাদরে তাঁর স্থিতি। কর্ম্মদক্ষগণ তাঁর অনাদরই করিয়া থাকেন ও করিবেন। এজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৪।২ মন্ত্রে তৎ বিষয়ে "অনাদরঃ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পুরুষ বিজ্ঞেয় ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি বিদিতা। ঋ ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে 'স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ' বাক্যে বলিয়াছেন। Self supporting principle beneath and energy aloft. যেমন মাল্যের সূত্র দৃষ্ট হয় না তেমন বৃক্ষের ফল পত্র কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য কারণে ভূতলশায়ী হয়। ফুল ফলের পতন কার্য্যটী সবারই নেত্র গোচর হয়। কালী কর্ম্মরতা প্রকৃতির প্রতীক। সর্ব্বব্যাপী নির্দ্দোষ ও সম পুরুষে তার স্থান নাই, অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে যো।

তারামূর্ত্তিতে মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে লেলায়মান বহ্নি তাহা জ্ঞানাগ্নি, উহা কর্ম্মবীজ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল প্রণাশক, অথবা ত্রিতাপে স্থিত জনগণের উগ্রতাপনাশিনী। শান্ত-শ্রুতিবাক্য দ্বারা শান্তি-দায়িনী। তাপ হইতে তরণ-কারিনী জন্য তারা। বেদের শান্ত বাক্ প্রদায়িনী জন্য নীল সরস্বতী বলিয়া অভিহিত। বৌদ্ধগণের প্রাজ্ঞপরিমিতা দেবী। কেহ কেহ লীল সরস্বতী বলেন। লীলয়া বাক্ প্রদাভেতি তেন লীল সরস্বতী। তারকত্বাৎ সদা তারা সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী। কালী গাঢ় তমোময়ী। তারা স্বল্প তমা জন্য নীল বলা যায়। ইনি নগ্না নহেন। হস্তদ্বয়ে অস্ত্রধারিনী হইলেও অন্য হস্তদ্বারা শঙ্খপদ্মধারিনী। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু হইতে অস্ত্রসাহায্যে রক্ষাকারিনী। শঙ্খ শব্দ ও পদ্ম সৌন্দর্য্যাধার। ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানা। সামাজিক হিসাবে সভ্যতা বিস্তারকারিনী। অর্থাৎ লোকে অগ্নির ব্যবহার অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ, বিদ্যাশিক্ষা, সামুদ্রজ শঙ্খাদির সংগ্রহণ, পদ্ম ফুল ফল উৎপাদন এইসব উন্নতিকে লক্ষ্য করে।

ষোড়শী—অপূর্ব্ব-সুন্দরী, ত্রিপুরে এমন সুন্দরী আর নাই। বহ্বৃচ উপনিষদে বলে মহা ত্রিপুরসুন্দরী। যেমন চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্রে ১৩ শ্লোকে অতুলং তত্র তৎতেজঃ সর্ব্ব-দেবশরীরজম্। একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥ কিম্বা উত্তমচরিত্রে ৮৯ ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্। অদ্বিতীয়া ইনি।

দেবগণের শিরোপরি স্থিত আসনে শয়ান। শিব নাভিপদ্মে

আসীন দেবী। বহু দেবযাজী হইতে এক দেবযাজী হইলে অষ্টৈশ্বর্য্য মিলে অথবা যেমন প্রশ্নোপনিষদে ষোড়শকল পুরুষদর্শনান্তর নামরূপলয়ে অমৃতের ষোলকলা লাভ ঘটে তাহাতে যে আনন্দ তাহার তুলনা নাই। তাহাই লভ্য তাহাই সাধ্য। বা দেবগণ তেজসম্ভবা হইলেও দেবগণের অসাধ্য কর্ম্ম মহিষাসুর ও নিশুম্ভশুম্ভাসুর বধসাধন করেন জন্য দেবগণ স্তুত্য। বহ্বৃচোপনিষদে মাতঙ্গী, বগলা, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, বালাম্বিকা, শ্রীবিদ্যা, ত্রিপুরসুন্দরী, বারাহী, চণ্ডা, চামুণ্ডা, সাবিত্রী, সরস্বতী আদি নামেও অভিহিতা হইয়াছেন। চণ্ডীতেও দেবশক্তিগণের ঐ সকল নাম দৃষ্ট হয়। অথবা দেবগণ যে ঐশ্বর্য্যের ধ্যান করেন তাহা মর্ত্ত্যের তুলনায় অতুলনীয় তাহাই প্রদর্শিত। কোনমতে উন্নমিত সমাজচিত্র প্রদর্শিত।

ভুবনেশ্বরী—কমলোপরি স্থিতা। সৃষ্টি স্থিতি নাশকারিনী, সমাজ পূর্ণ-শক্তিশালী। অথবা মায়া ও তৎকার্য্য নাশে স্বরূপে স্থিতি প্রয়াসী।

ভৈরবী—স্রজ ও পুস্তক হস্তা, মালা জপার্থও পুস্তক স্বাধ্যায়ার্থ প্রয়োজন। ঈহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান সবাই একাগ্রতার জন্য মালায় জপ করে স্তব স্তুতি পাঠ করে। মালার সূত্র সুত্রাত্মার নির্দ্দেশক। "তৎবিদিতাদথ অবিদিতাদধি"। মালার দানা বহিরাগত উপাধি স্থানীয়, বিদিতা প্রকৃতি স্থানীয়, সাক্ষীর দানা অবিদিতা অবিদ্যামানোঽপি অবভাসতে যো প্রকৃতি স্থানীয় এবং তদতিরিক্ত সৎবস্তুর নির্দ্দেশক। অসৎপ্রকৃতির

বন্ধনযুক্ত পুরুষ। পুস্তক বেদান্ত বেদ্য পুরুষের প্রকাশক শ্রুতি। সমাজ বিদ্যাঐশ্বর্য্যেপূর্ণা। বিদ্যাজ্ঞান লাভে যিনি কৃতকৃত্য তিনি সবারই পূজ্য হন। মাল্য দ্বারা পূজিত হন। পূর্ব্বে সাধ্য দেখাইয়া এখন সাধন দেখাইতেছেন।

ছিন্নমস্তা—পদ্মশয্যায় অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম ভোগ্য ভোগার্থ পুষ্পশয্যায় শায়িত যুবক যুবতীর আলিঙ্গনের সুখকে পদদলিত করিয়া সর্ব্ববাসনা বিহীন নিস্পৃহ দেবী দণ্ডায়মানা, অহঙ্কারের মুণ্ডপাত করতঃ নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হওয়ায় সিপি অপস্থতে হৃদয়স্থ রসস্বরূপের রস বহু ধারায় প্রবাহিত, সেই শান্তি রস পানে দেবী আত্মানন্দে নন্দিতা। সেই শান্তির ধারা শিষ্য ভক্তেরও লভ্য ইহাই দেখান হইয়াছে। সামাজিক হিসাবে সমাজ অত্যন্ত ভোগনিরত আত্মকলহে রত হওয়ায় আত্মহত্যার পথে অর্থাৎ পতন দশায় উপনীত।

ধুমাবতী—ভাঙ্গারথে কাকের বাসা তদাশ্রয়ে ক্ষুধিতা বিধবা সর্ব্বঐশ্বর্য্যচ্যুতাস্থিতা। পরাধীন সমাজ চিত্র। ভাঙ্গা কুলা সার হইয়াছে। আখ্যানে দেখিতে পাই ধূমাবতী দেবী ক্ষুধার্ত্তা হইয়া শিবের নিকট অন্ন চাহেন। দিতে বিলম্ব দেখিয়া শিবকেই গ্রাস করিয়া ফেলেন তাই বিধবা। শিব গ্রাস কালে বহু ধূম বিনির্গত হয় সেজন্য নাম ধূমাবতী। মায়া তম তার আবরণই ধূমরূপে প্রদর্শিত। মায়াবৃত হইয়া দেহধারী হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণার পীড়ন ঘটে। যিনি নির্ম্মল নিরহঙ্কার নিস্পৃহ হন তিনি

ভোগ ত্যাগে ভাঙ্গারথপার্শে নির্জ্জনে ধ্যান চিন্তা পরায়ণ হন। নির্গুণের পথিক সর্ব্ব ত্যাগীর ভিক্ষা বৃত্তিতে ক্ষুন্নিবৃত্তি।

বগলা—নারদ পঞ্চরাত্রে দৃষ্ট হয় ব বারুনী দেবী, গ গমন প্রাপন (সিদ্ধিলাভ), ল ইলা পৃথিবী লয়স্থান, তাহাতে আ সমন্তাৎ ব্যাপ্ত চিৎ সর্ব্ব-আশ্রয়, অব্যক্তা-কারণ-সলিলে কর্ম্মফলে দেহলাভ, দেহত্রয় লয়ে সর্ব্ব ব্যাপীত্ব ঘটে। ইহার-ই দ্যোতক। বগলা দেবী অসুরের জিহ্বা ধারণে গদা পীড়নরতা। অজিহ্বত্বাদি আচরণে যতিধর্ম্মপালন হয়। "অজিহ্বষণ্ডকো-পঙ্গুরন্ধোবধির এবচ। মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষু ষড়্ভিরেতৈঃ নসংশয়ঃ।" জিহ্বা রসাস্বাদন ও বাক্য বাচনের স্থান। ভাগবৎ পুরাণে বলে কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যা বস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসাধ্যাতমেবচ॥ শ্রুতি বলেন বাচারম্ভনং বিকারোনামধেয়ং। অসুর অর্থ অসু প্রাণ যার আছে। আসুরী সম্পদ প্রাণী সাধারণের সম্পদ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ। দৈবীসম্পদ সকল অবলম্বনে আসুরি সম্পদ দমন করিয়া জ্ঞানপথের পথিক হইতে হয়। সামাজিক হিসাবে বৈধব্য বা শ্রীহীন অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে সমাজের শ্রীগ্রহণ কারীর পীড়ন আবশ্যক। জিহ্বাধারণ অর্থ শত্রুকে কিছু বলিবার অধিকার অবসরাদি দিবেনা তবে সমাজ পুনঃ স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে।

মাতঙ্গী—বহ্বৃচে রাজ মাতঙ্গী বলিয়া উক্ত। যতিধর্ম্ম রাজবিদ্যা রাজগুহ্য। যে যতি অজিহ্বাদি অভ্যাস করেন তিনি

স্বরাট্ হন কামচারী হন। (ছা ৭৷২৫) আত্মানন্দঃ স স্বরাট্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যে অন্যথা-হতো বিদুঃ অন্যরাজন স্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি, তেষাং সর্ব্বেষু লোকষু অকাম চারো ভবতি। মাতঙ্গী সিংহাসনস্থা রাজদণ্ড অসি বরাভয় হস্তা। জ্ঞানাসিদ্বারা মায়া ও তার কার্য্য নাশ করিতেছেন। বগলা অবস্থার পর মাতঙ্গী অবস্থায় সমাজ উন্নতি লাভ করিয়া রাজ-দণ্ড ধারণে স্বাধীন হইয়া থাকে তাহাই প্রদর্শিত।

কমলা—এই মূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য প্রদর্শনের চিত্র। অথবা যিনি স্বরাট্ হন তাঁহাতে অজস্র অমৃতধারা বর্ষিত হয়। তিনি অমৃতময় হন ইহাই প্রদর্শিত।

কোন শাক্ত শাস্ত্রমতে বিষ্ণুর মৎস্যাদি দশ অবতার এই দশ মহাবিদ্যা। মীন তারা, কূর্ম্ম বগলা, ধূমাবতী বরাহ, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভূবনেশ্বরী বামন, মাতঙ্গী রাম, ত্রিপুরসুন্দরী জামদগ্ন্য, ভৈরবী বলভদ্র, মহালক্ষ্মী বুদ্ধ, দুর্গা কল্কি, ভগবতী কালী কৃষ্ণ।
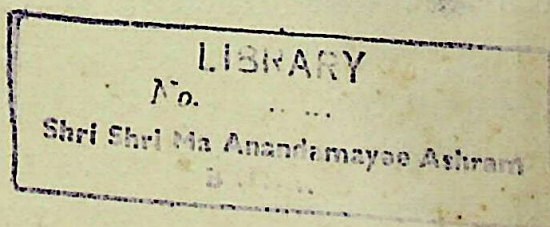
দৈব ও পুরুষকার

দেব+ষ্ণ প্রত্যয়ে দৈব হয় অর্থ দেবকৃত। বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, জলস্তম্ভাদিসহ ঘূর্ণীবাত্যা ইত্যাদি অধিদৈব বলিয়া অভিহিত হয়। অধ্যাত্ম ও অধিভূত বিষয়ক ব্যাপারের কারণ জানা যায়। দৈব যেখানে কারণ সেখানে আশু দৃষ্ট হয়না। দেবতার কার্য্য দৈব। মানব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেসব কাজ করে তাহার যে অংশ মাতরিশ্বাদেব কোন দেহে ভোগার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাও দেবকৃত জন্য দৈব। দেবতার ভাবনা করিলে দেবতা আমাদের মঙ্গল চিন্তায় রত হন। কোন কোন স্থলে দেবতার ভাবনা করিলেও অমঙ্গলের নিবৃত্তি হয় না দুর্ঘটনা ঘটিয়াই থাকে। তাহা কর্ম্মফল বা দৈব প্রবল বলিয়াই ঘটিয়া থাকে। নিজকৃত কর্ম্মেরই ফল নিয়মিত করেন দেবতা। আর পুরুষ নিজ প্রযত্ন দ্বারা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা পুরুষকার বলিয়া অভিহিত হয়। প্রচেষ্টাকৃত কর্ম্ম জন্য যে ফল লভ্য তাহা স্বকৃত কর্ম্মফলই বটে। কেহ কেহ দেহ ও দেহী বিভাগ করিয়া দেহের উৎপত্তি, রক্ষণ ও বিনাশ প্রারব্ধ কর্ম্মফলে হয় বলেন। অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল ভোগার্থ নিয়োজিত হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ। যাহা মজুত আছে তাহা সঞ্চিত এবং যাহা বর্ত্তমানে করা যাইতেছে তাহাকে ক্রিয়মান বলেন। দেহীর কর্ম্মফলে ভালমন্দ ঘটেনা তবে দেহীকে পুরুষকে

জানিবার জন্য যে কার্য্য করা যায় তাহাই পুরুষকার। দেহের জন্য যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহা প্রারব্ধ বশে কৃত হয়। তাহা বস্তুতঃ পুরুষকার নহে। এইটী লক্ষ্য রাখিয়া ভগবান গীতায় বলিয়াছেন 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ ৩।২৭। পুরুষ অকর্ত্তা' এবং 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্ম বন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।' গী ৩।৯। যজ্ঞ অর্থ বিষ্ণু পরমাত্মা পরমপুরুষ তাঁকে জানবার জন্য অসঙ্গ হইয়া কর্ম্ম করা। ইহাই পুরুষার্থ নিঃশ্রেয়স। পুরুষকার। অন্য সব কর্ম্ম দেহাত্মক হইয়া থাকে অন্য কর্ম্ম খণ্ডিতের যজ্ঞ। জ্ঞানযজ্ঞ অখণ্ডার্থ তাহাই পুরুষকার। গুরুগৃহে বাস করতঃ গুরু শুশ্রূষারত হইয়া শ্রবণ মননাদি কর্ম্ম হইলেও বন্ধনের হেতু হয় না অন্য কর্ম্ম সকলি বন্ধনের হেতু হয়। এই পৃথিবীতে রাজ্য, ধন, জন, আয়ু, বিত্ত, যশঃ লাভার্থ যে কর্ম্ম তাহা দেহার্থ হইয়া থাকে। যেমন চণ্ডীতে রাজা সুরথ ও সমাধি নামা বৈশ্য উভয়েই একই সুমেধা নামক ঋষি হইতে উপদিষ্ট হইয়া দেবযজন করেন। দেবতার সাক্ষাৎকার হইল। সুরথ হৃত-রাজ্য ও পরজন্মে মনুপদপ্রার্থী হইয়াছেন। সমাধি জ্ঞান চাহিয়াছে। জ্ঞান অর্থ স্বস্বরূপের জ্ঞান। পদার্থ বিজ্ঞান নহে। পদার্থ বিজ্ঞান অজ্ঞান হইতে আগত। অজ্ঞান প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞানবিজ্ঞান, ক্ষুদ্র বা বিরাট হউক দেহই প্রকৃতি। তাহার জন্য কর্ম্ম ব্যর্থ। দেহ ত্যাগে দেহী চিন্তনরূপ কর্ম্ম অকর্ম্ম সংজ্ঞাপ্রাপ্ত তাহাই পুরুষকার। যেহেতু তাহা পুরুষ

প্রাপ্তির উপায়ভূত। যাহা পুরুষ নহে তাহার জন্য প্রচেষ্টা পুরুষকার বলা প্রলাপ উক্তিমাত্র। গীতায় এজন্য অহিংসা পরম ধর্ম্ম তাহা অবলম্বন প্রয়াসী অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি। প্রকৃতির নিয়োগে যে কর্ম্ম তাহা দৈব কারণ দেবতা প্রকৃতিস্থাপিত। অবিদ্যা হনন কর্ম্ম, আত্মবান হইতে যে চেষ্টা, তাহা পুরুষার্থ।

পিতা

পা + তৃন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন পিতা শব্দার্থ পাতি রক্ষতি পালয়তি। এই যে পালন যেমন লোকে ছাগ শিশুর পালন করে, পুকুরে মৎস্যের পালন করে অর্থাৎ মারিবার তরে। তেমনি জগৎপিতার পালন। কারণ কার্য্য ব্রহ্ম যিনি জগৎপিতা তাঁর একাধারে সৃষ্টি স্থিতি ও নাশ কার্য্যত্রয়। স্বরূপচ্যুতি ঘটন না হইলে পিতা হওয়া যায় না। যেমন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ব্রতচ্যুত না হইলে পিতা হইতে পারেন না। যখন পুরুষের স্বরূপচ্যুতি ঘটে তখন তিনি পিতা হন। যেমন বৃহদারণ্যকে লিখে। একাকী ন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ সহৈতাবানাস যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীশ্চাচভবতাম্। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত। নির্ব্বিকার সর্ব্ব ব্যাপীর ফুলিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্তি তৎপর অখণ্ডের খণ্ডত্ব প্রাপ্তি তবে তিনি জগৎপিতা। আত্মস্বরূপের হননে পিতৃত্বলাভ ঘটে। শাস্ত্রে আত্মহননের নিন্দা দৃষ্ট হয়। আত্মবানের প্রশংসাও দৃষ্ট হয়। পিতা আহার্য্যাদিসহ নিজ দেহে যে সব আগন্তুক জীব আত্মার সমাগম হয় সে অতিথিগণের সেবা না করিয়া তিনি অম্লান বদনে সানন্দে তাহাদিগকে যোষিৎ অগ্নিতে আহুতি দেন, ত্যাগ করেন। তথায় সে জঠরানলে ক্বথিত মথিত হইয়া বিকৃতি লাভ করিলে মাতা তাহাকে সংসার অনলে আহুতি

দেন। মাতা আর তাহাকে মাতৃদেহের অংশরূপে রাখিতে প্রস্তুত নহেন। তখন সেই ত্যক্ত জীব সংসারে ক্ষুধাতৃষ্ণাদিদ্বারা পীড়িত হইতে থাকে। খণ্ডিত করেন যিনি তিনি পিতা যেমন গান্ধিজী অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডিতাংশকে পাকিস্থান জ্বলনদহন জন্য ত্যাগ করিয়াছেন তাই তিনি খণ্ড ভারতের পিতা। পাকিস্থান—অনলে জাতীয় রুধির আহুতি দান অহিংসা কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ। ঈশা উপনিষদে ঈশ্বরের আবরণ তেজোময় রশ্মিময় বলিয়াছেন। তেজ বা অনল হইতে সলিল উৎপন্ন। পুরুষ আপনার খণ্ডিতইব অংশকে মায়াধৃত জঠরানলে বা তৎজাত কারণ সলিলে আহুতি দেন তাহাতে হিরণ্যবর্ণ আবরণাবৃত হইয়া তাঁর হিরণ্যগর্ভত্ব লাভ ঘটে। তখন তিনি কার্য্য ব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি লয় যজ্ঞের কর্ত্তা জগৎপিতা। অহং বীজপ্রদঃপিতা। বীজপ্রদ অর্থ বীর্য্যত্যাগ করা। অখণ্ড বীর্য্যকে খণ্ডিত করিয়া ত্যাগ করা অর্থাৎ যোষিতানলে আহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞকারীত্বই পিতৃত্ব। প্রকৃতিতে বীর্য্যাধান করিলে অর্থাৎ খণ্ডাহুতি প্রদানের পর প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। পিতৃমাতৃত্যক্ত যাহা তাহার নাম বিসৃষ্টি। এইরূপে খণ্ডবৎ হইয়া খণ্ডিতকরণ কার্য্যকর্ত্তাকে পিতা বলে। স্বরূপচ্যুতিতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব। বিকৃতের কার্য্য সৃষ্টি। কামার্ত্ত বৈকারিক পিতা। যজ্ঞে আহুতি ত্যক্ত হইয়া তাহা নাশ পায় তাহাতে যজ্ঞকর্ত্তার ধ্যান নাই তাঁর ধ্যান নানাত্বে, ক্রিয়োৎপন্ন কর্ম্মফলে স্বর্গসুখ ভোগে। তেমনি ত্যক্ত বীর্য্যোৎপন্ন

পুত্রের দর্শন, স্পর্শন, তাহার উক্তি বালভাষণ শ্রবণজনিত সুখ-ভোগ প্রাপ্তি পিতার লভ্য। সেই লাভের আশায় পুত্রের রক্ষণ প্রয়োজন। তজ্জন্য কোন কঠোর শ্রমেও ভ্রুক্ষেপ নাই। সৃজনে পালনে সুখ বোধ সবারই হয় লয়ে তেমন নয়। যেমন বীর্য্য হননে, তিল ব্রীহি যবাদিব যজ্ঞাগ্নিতে বিনাশে গঙ্গায় পুত্র ত্যাগে খেদ নাই কিন্তু পুত্রের বীরগতি উত্তম গতি লাভ সংবাদে বিচারশীলের খেদ না হইলেও সাধারণ খেদযুক্ত হয় এজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রার্থনা দৃষ্ট হয় "মাহিংসী পুরুষং জগৎ"। নিরতিশয় জীর্ণ শীর্ণ দেহত্যাগেও অনিচ্ছা ও ভয় দৃষ্ট হয়। ভাগবৎ পুরাণে ১১।৭।৪৮ শ্লোকে বলে বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবাদেহস্য নাত্মনঃ। আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার নিস্কল চিরই একরূপেস্থিত জন্য সৎ অচ্যুত অক্ষিত অজ তাহা হইতে কিছু জন্মায় না। সৃষ্টি বা জন্ম সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলেন ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। অর্থাৎ মায়ার কার্য্য সৃষ্টি স্থিতি নাশ। দেব যক্ষ নর পশুপাখী কৃমি সবই মায়ার সৃষ্টি। যিনি জগৎ পিতা তাঁহার অপর নামেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায় সেই নাম হইতেছে হিরণ্যগর্ভ। মায়ার গর্ভে প্রবিষ্ট হিরণ্যবর্ণ পুরুষ। গীতায় ১১।১৫ শ্লোকে বর্ণিত।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথাভূতবিশেষ সংঘান।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥

সেই দেব হিরণ্যগর্ভের দেহে অর্থাৎ মায়ার আবরণে সর্বদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, প্রাণিগণ, সর্পাদি-

পাতালবাসী সবই স্থিত। প্রকৃতির বিকৃতিতে এ বিসৃষ্টি বিশ্ব জগৎ। পৃথিবীতে অচেতন কর্ত্তা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; সর্ব্বত্র চেতন কর্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন রেলের ইঞ্জিন, মটরগাড়ী, প্লেন, ক্লক সব যেন আপনা আপনি চলে কিন্তু বিনা চেতন চালক কোনটাই চলে না। অচেতন প্রকৃতি বা মায়া জগৎ রচয়িতা বলা চলেনা। অচেতন প্রকৃতির চেতন চালয়িতা চাই। তাই চেতন কর্ত্তা কেহ সৃষ্টি কর্ত্তা হইবেন এমন অনুমিত হয়। পুরুষ সেই চেতন কর্ত্তা তাই বলা হয়। যেমন মহাভারতে মৃন্ময় দ্রোণমূর্ত্তি একলব্যের শিক্ষাদাতা দৃষ্ট হয় অন্ততঃ তেমনি সাক্ষী চেতন কর্ত্তা হইতে আপত্তি কি? তিনিই জগৎপিতা।

অর্থ

ঋগতৌ+অন্ প্রত্যয়ে অর্থ হয়। আবার অর্থ+অচ প্রত্যয়ে অর্থ হয়। ঋগত্যর্থ থাকায় অর্থ চঞ্চল অর্থাৎ লক্ষ্মী চঞ্চলা। একস্থানে অনুক্ষণ থাকেন না। যাহা প্রাপনীয় প্রয়োজনীয় তাহা অর্থ। যাহা যাচ্ঞা করে প্রার্থনা করে তাহাও অর্থ। মানবজীবনে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অতীব প্রয়োজনীয় এজন্য তাহা অর্থ। গীতায় বলে পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ। ইষ্টান্ ভোগান্ হিবো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। ইষ্ট প্রাপ্তি জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করতঃ দেবতার ভাবনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান করেন। যজ্ঞাদি কর্ম্ম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের লক্ষণ পূর্ব্ব মীমাংসাকার করিয়াছে—চোদনালক্ষণোঽর্থ ধর্ম্মঃ। শ্রুতি বা গুরুর প্রেরণায় যে অর্থ বা প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান করা যায় তাহাই ধর্ম্ম, সুকৃত। পুণ্য কর্ম্ম। দেবোদ্দেশে কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কাম্য বস্তু লাভ ঘটে। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবঋত্বিজং হোতারং রত্ন ধাতবং। ইহা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্র। যজমানকে প্রদানার্থ রত্ন ধারণ করেন। যতো যতো যদুৎকৃষ্টং তদ্ রত্নং ইতি কথ্যতে। রত্ন কেবল মণি মুক্তাদি নহে। চণ্ডীতে উত্তম চরিত্রে দেবীকে স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে

বয়ম্। তথায় গজরত্ন, অশ্বরত্ন শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ধনরত্ন অর্থ তাহা লাভ হয় দেবার্চ্চনারূপ ধর্ম্ম-জন্য। অর্থ থাকিলে কামনা অনুসারে পূর্ত্তকার্য্য করিতে পারে। ইষ্টপূর্ত্ত কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি হইলে মোক্ষ লাভ হয়। এজন্য কঠোপনিষদে যে শ্রেয় ত্যাগে প্রেয় গ্রহণে রত তাহার সম্বন্ধে ১।২।১ মন্ত্রে হীয়তে অর্থাদ্‌যপ্রেয়ো বৃণীতে বাক্য বলা হইয়াছে। শ্রেয় বা প্রেয়কে বরণ করা অনুষ্ঠাতার ইচ্ছাধীন। এইটী পুনঃ উক্ত উপনিষদের ২।২।২২ মন্ত্রে বলিয়াছেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তষ্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ যে সেই পরম পুরুষকেই বরণ করে অর্থাৎ শ্রেয় পথের পথিক হয় সেই তাঁকে পায়। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা কাহাকেও পছন্দ করেন না। গীতায়ও ৭।১৪ মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে। বাক্য রহিয়াছে। বৃ আ ১।৪৮ বলে তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ। ঋ ১০।৭১।৪ মন্ত্রে উতত্ব পশ্যন্নদদর্শ বাচং উতত্বঃ শৃন্নন শৃনোতি এনান্। উতো তস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েবপত্যং উশতী সুবাসাঃ। কোন কন্যাকে জায়াত্বে বরণ করিলে সে নারী যেমন বস্ত্র উন্মোচনে স্বস্বরূপ পতিকে দেখায় তেমনি যে তাঁকেই বরণ করে তাঁরই রূপ দেখে তাঁরই কথা শুনে সে তার স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয়। কঠ উপনিষদের হীয়তে অর্থাৎ অর্থ পুরুষার্থাৎ পারমার্থাৎ। ঈশা উপনিষদে ৮ মন্ত্রে যাথাতথ্যতোহর্থান ব্যদধাৎ বাক্যে অর্থান্ অর্থ কর্ত্তব্য পদার্থান্। পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যার যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ঘটিবে

তাহা যথাযথভাবে নির্দ্দেশ করেন। যেমন গীতায় অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া জ্ঞাতিকুটুম্বাদি বধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবান তাঁহাকে সপ্তদশ অধ্যায় গীতা শুনাইয়া ১৮।৫৯ শ্লোকে বলিতেছেন—যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতিমন্যসে। মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা কর্ত্তুং নেচ্ছসি-যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ এখানে ভগবান বলিতেছেন তোমার প্রকৃতি (পূর্ব্বকর্ম্মফল) যে নির্দ্দিষ্ট পথে তোমাকে লইয়া যাইবে তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। তোমার প্রকৃতি তোমাকে দিয়া যুদ্ধ করাইয়া তবে ছাড়িবে। গীতায় ১৮।৩৪ যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন। প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী। মোক্ষ বাদ দিয়া যে কেবল ধর্ম্ম পরলোকে সুখে স্বর্গ ভোগার্থ, ইহলোকে ইচ্ছানুরূপ কামনা পূরণ জন্য পূর্ত্তাদি যশস্কর কর্ম্ম রত হয়। বা অর্থ অর্থাৎ রত্ন লাভার্থ দিগ্‌বিজয়াদি রত হয়। সে রাজসিক কর্ম্মকারী। সাত্ত্বিক ব্যক্তি মোক্ষে চিত্ত নিয়োগ করে। তাহাই মানব জীবনের কৃতকৃত্যতা। গী ৭।১৬ অর্থার্থী পদ আছে অর্থ ধনকামী গী ১২।১০ মদর্থং পদ আছে। অর্থ মৎ অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভার্থ। বৃ আ ১।১।১ মহারাজ জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিমর্থমচারীঃ। আপনি কি জন্য আগমন করিয়াছেন। কপিল মুনির সূত্রে আছে সংঘাতঃ পরার্থাঃ। যাহা পাঁচ মেশালি তাহা অন্য কাহারও

প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অবস্থিতি করে। তাঁহার প্রধানা সংঘাত আত্মার প্রয়োজনার্থ তাহার স্থিতি। স্বার্থান্ধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। স্বএর আপনার অভিলষিত অর্থ পাইবার জন্য এত ব্যাকুল যে তাহাতে যে অপরের সমূহ হানি ঘটিতে পারে ইহা তাহার চক্ষে পড়ে না। স্ব যদি আত্মা হয় তাহাতেই যার অর্থ বা প্রয়োজন বোধ সে জাগতিক পদার্থ সকল অন্ধবৎ নাই মনে করে। পদার্থ—মহর্ষি কণাদ ষট্‌পদার্থ বলেন। তদ্‌ যথা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়। কেহ অভাবও পদার্থ বলেন। পদ ও অর্থ পদার্থ গ্রহণে বর্ণসমূহ গ্রথিত যাহা তাহা পদ ও তাহার অর্থ। যেমন কালিদাস রঘুবংশে বাগর্থবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। অথবা অর্থযুক্ত পদ পদার্থ। পদ পরিমাণ অর্থ ও পদার্থ হইতে পারে। তঙ্কার চতুর্থাংশকে পদ বলে। পদ অনুসারে মর্য্যাদানুসারে অর্থ প্রাপ্তি হয়। পদার্থবিদ্যা পদ বস্তু, দ্রব্য তাহার বিষয়ে যে বিচার তদ্‌বিষয়ক গ্রন্থ। অর্থশাস্ত্র—রাজনীতি ও কৃষি বাণিজ্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ। যাহাতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রার্থ—শাস্ত্র কোন বিধি বলিয়াছেন তাহা কি বুঝায় তাহা জানার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ শাস্ত্রস্থিত শব্দ বিশেষের তাৎপর্য্য নির্ণয়। যেমন শ্রুতি বলিতেছেন—অজৈর্যষ্টব্যম্‌। অজের দ্বারা যজ্ঞ করিবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ১।১।১৫ বলে যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদাতদেব বীর্য্য বত্তরং ভবতি। অজের চিন্তন

সহ যজ্ঞ করিবে। অজের চিন্তনই বিদ্যা। এখন অজ কি? কেহ বলেন অজ পরম পুরুষ, তাঁহার অনুশাসন দ্বারা যজ্ঞ করিবে। ঋ ১।১৬৪।৫০ ও ১০।৯০।১৬ মন্ত্রে বলে "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।" ১০।৯০।৬ মন্ত্রে আছে যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞ মতন্বত। ১০।৯০।১৫ মন্ত্রে আছে দেবা যদ্ যজ্ঞ তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্। অর্থ দেবগণ যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণু দ্বারা অনুশিষ্ট হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন তাহাই প্রথম ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান। যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে চোদনা চাই। গুরু বা বেদ বাক্যই প্রেরক হয়। এজন্য গুরু পরম্পরা বাচন কালে নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎ পুত্র পরাশরঞ্চ। ব্যাসং শুকং গৌরপদং মহান্তং। ইত্যাদি স্মরণ করে। যজ্ঞেন অর্থ যজ্ঞ পুরুষেণ প্রেরিতঃসন্ দেবতারা যজ্ঞ করেন। নারায়ণ বিষ্ণু প্রথম প্রেরয়িতা। অথবা যজ্ঞ পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ করেন। ঋ ১০।৯০।৬ মন্ত্রে দেবাঃ পুরুষেণ উপদিষ্টসন্ হবিষা যজ্ঞং অতন্বত। যজু ১।২ ও শত পথে ১।৭।১।৯ মন্ত্রে পাই 'যজ্ঞোবৈ' বসুঃ। যজ্ঞেন অর্থ ধনেন। প্রজাপতির্বৈ যজ্ঞঃ তৈ ১।৩।১০।১০, গো উ ২।১৮, কৌ ১০।১, তৈ ৩।৩।৭।৩ ও শ ১।৭।৪।৪ ইত্যাদি। তাহাতে যজ্ঞেন অর্থ প্রজাপতি সহ দেবগণ যজ্ঞ করেন। বারুণ যজ্ঞে প্রজাপতি হোতা ছিলেন সেই যজ্ঞে প্রজাপতির রেতঃপাত হইলে তাহা হইতে ভৃগু অঙ্গিরা অত্রির উদ্ভব হয়। শ ১।১।৪।৩ সৈষা ত্রয়ী বিদ্যা যজ্ঞঃ। তাহাতে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ

করেন। ঋ ১০।৯০।১৫ অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ অর্থ দেবগণ সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে পশু অর্থাৎ জীবরূপে যজমানরূপে কর্ম্মের সহিত বন্ধন করেন। বৃ আ ১।৪।১০ পশুরেবং স দেবানাং। গী "তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"। জীবাঃ পশবঃ, জীব এব কেবলঃ পশু। শ ৬।৩।২।৬, শ ৬।৪।১।২ পশুরেব যদগ্নিঃ। বাক্যানুসারে যজ্ঞবেদীতে অগ্নি চতুষ্টয় স্থাপনই পশু বন্ধন।

দক্ষযজ্ঞ নাশ কালে বীরভদ্র যজ্ঞরূপ পশুকে বিদ্ধ করেন। পশুকে যজ্ঞ বলে। শ ১১।৬।৩।৯ কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি। শ ৩।১।৪।৯ শ ৩।২।৩।১১ পশবোযজ্ঞঃ। বাক্য রহিয়াছে। যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞরূপী পশুর বন্ধনই উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য। কেহ বলেন অজৈঃ অর্থ ছাগ পশুর মাংসদ্বারা যজ্ঞ করিবে। "ছাগমালভেত"। অন্যে বলেন অজস্র সৃষ্টি যাঁর সেই ব্রহ্মাই অজ। ঋগ্বেদে ২।১।২ অগ্নিই ব্রহ্মা অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তৎদ্বারা যজ্ঞ করিবে। অন্যে বলেন যজ্ঞ অধ্বর। ধ্বরহিংসায়াং এজন্য অধ্বর অহিংসাত্মক হইবে। সুতরাং ছাগ বধ করিতে অনুশাসন নহে। অজৈঃ অর্থে যে ব্রীহিযবাদির জনন শক্তি নষ্ট হইয়াছে তেমন যবব্রীহি আদি দ্বারা যজ্ঞ করিবে। মহা, শান্তি, ৩৩৮অ—অজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বা বৈদিকী শ্রুতিঃ। অজ সংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হথঃ। এমন দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদীগণের বহু শ্রুতি বাক্যের অর্থ নির্ণয় জন্য শাস্ত্রার্থ করিতে হয়। যেমন "অথাতোব্রহ্ম-

জিজ্ঞাসা” বেদান্তের প্রথম সূত্র। অথ অর্থ অনন্তর স্বীকার্য্য হইলেও কোন্ কার্য্য পরিসমাপ্তের পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী হয়। কেহ বলেন সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারী, অন্যে বলেন পূর্ব্ব মীমাংসা অধ্যয়নান্তর অধিকারী হয়, কেহ বলেন চিত্তশুদ্ধি লাভ ঘটিলে জ্ঞান পথের পথিক ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হয়। বর্ত্তমান কালেও নব্য আর্য্য সমাজীগণের মধ্যে অজ শব্দার্থ লইয়া ঘাসপার্টি ও মাসপার্টি দুই দল হইয়াছে। ব্যবহারিক সত্ত্বায় স্থিতিকালে যাহা অর্থ বলিয়া আদৃত হয় পারমার্থিক সত্ত্বায় তাহা অনর্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। যেমন সঙ্গত্ব ও অসঙ্গত্ব আচরণ। গীতায় অর্জ্জুনের মতে সঙ্গ সুখ সার সংসার বেশ সুখদায়ক। অপর পক্ষ বলেন অসঙ্গ শস্ত্রেন দৃঢ়েন স্থিত্বা। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্‌গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভুয়ঃ। এই জন্য অর্থের মহিমা অপার। অর্থ ব্যতীত কোন কাজ হয়না। অথচ এই অর্থের জন্য চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, টিপ অনেক কিছু দুষ্ক্রিয়া চলিতেছে। পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ হননেও অকুণ্ঠিত চিত্ত হয়। ইহার অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ। অর্থ অনর্থকরী ইহা লোকে বলে। যথার্থান্ ব্যদধাৎ (ঈশা ৮) স্বার্থ, পরার্থী, বাগার্থ বিবসম্পৃক্তৌ, অর্থশাস্ত্র, হীয়তে অর্থাৎ কঠ ১।২।১ এই সকল অর্থ শব্দ নানার্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

ইংরেজীতে বলে Money money money brighter than sunshine sweeter than honey. টাকারে টাকা

তোর গায়ে যেন মধুমাখা॥ অর্থ বিত্তের মোহ অতি অদ্ভুত। বর্ত্তমানে যাঁরা কংগ্রেস-দলভুক্ত ইহাঁরা ক্ষমতাপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন মাসে ৫০০৲ টাকা আয় হইলেই যথেষ্ট। হস্তে ক্ষমতালাভে এক্ষণে দশ হাজার মাসিক আয়কেও যথেষ্ট বলিতেছেন না। এ বিষয়ে একটী আখ্যান আছে—উহার নাম নিরানব্বইর ধাক্কা। এক গ্রামে একজন ধনী বাস করিতেন তাঁহার যথেস্ট টাকা মজুত ছিল। কৃপণস্বভাব ছিলেন। হিসাবের সহিত খরচ করিতেন। তাহার প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি পণ্ডিত ছিলেন, এবং নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে কিছু কিছু অর্থ যাহা পাইতেন তাহা দৈনন্দিন খরচে ব্যয় করিতেন। কিছু মজুত করার অভ্যাস ছিলনা। নিত্য আহার্য্য সামগ্রী ভাল ভাল আনিতেন। ধনীর পত্নী ব্রাহ্মণের ভাল ব্যবহার সামগ্রীর প্রাচুর্য্যতা বিষয়ে আপন পতিকে সময় সময় বলিতেন ; তাহাতে সেই ধনী বলিল কিছু ধন জমা হইলে তখন আরও জমাইবার জন্য প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয় ইহাই মায়া মোহ। পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর হস্তে ৯৯৲ টাকা দিলেন। বলিলেন তুমি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণের শয়ন ঘরের শয্যার বালিশের নিম্নে রাখিয়া আসিবে। দেখিবে ক্রমে ব্রাহ্মণের স্বভাব বদলাইয়া যাইবে। মজুতের জন্য ব্যস্ত হইবে। তখন দৈনন্দিন ব্যয়ের হ্রাস হইবে। ধনীপত্নী ঐরূপে টাকা রাখিয়া আসিলে ব্রাহ্মণ ঐ টাকা গণিয়া দেখিল ৯৯৲ টাকা আছে।

সে পরদিন যাহা পাইল তাহা হইতে এক টাকা রাখিয়া শত পূর্ণ করিল। সেজন্য আহার্য্যাদির কিছু সংকোচ হইল। পরে আরও মজুত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হওয়ায় আহার্য্যাদির সংকোচ হইয়া গেল।

অর্থবিৎ অর্থতত্ত্ববেত্তা জ্ঞানী। জ্ঞানই অর্থ তাহার লাভই প্রকৃত অর্থ লাভ। গীতায় যেখানে ভগবদ্ বাক্য শেষ হইয়াছে তথায় ভগবান্ বলিতেছেন কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়। গীতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে জ্ঞানযজ্ঞ করা হয় বলিয়াছেন। বেদ স্বাধ্যায় করিয়া তত্ত্বজ্ঞ হয় জন্য বিদ জ্ঞান—ধাতু হইতে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার সকল ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রকৃতি অচেতন অসৎ পুরুষ চেতন সৎ। অসৎ প্রকৃতির বিশ্লেষণাত্মক যে কিছু কৃত হয় তাহা অজ্ঞান। পুরুষকে জানার নামই জ্ঞান। জ্ঞান অজ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না। অজ্ঞান ত্যজ্য জ্ঞানলাভ প্রয়োজনীয় এজন্য উহা অর্থ শব্দ বাচ্য।
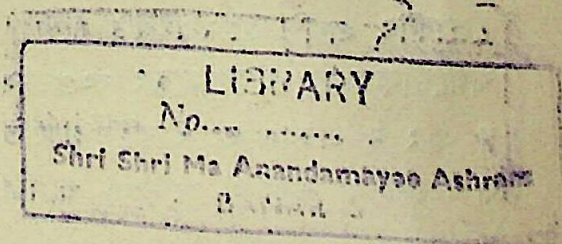
ভুবন

অথোজগতী লোকো বিষ্টপং ভুবনং জগৎ।

ভু+অন প্রত্যয়ে ভুবন হয়। পুরাণাদিতে চতুর্দ্দশ ভুবন বলে। ভুসহ উপরে সাত লোক নিম্নে সাত লোক। উপরে স্বর্গ নিম্নে পাতাল। পাতাল দৈত্যাবাস, স্বর্গ দেবাবাস। ভু লোক মর্ত্ত্য জীবাবাস। উপনিষদে ভুঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিভুবন বলে। পাতাল নরক বলে। ভুঃ মর্ত্ত্যলোক ভুবঃ অন্তরিক্ষ লোক এবং স্বঃ দ্যৌলোক দেবলোক। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীর ৮ অনুবাকে আনন্দের প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। তথায় মনুষ্যলোকের আনন্দ মনুষ্য গন্ধর্ব্বানন্দ লোকের শতাংশ। দেব গন্ধর্ব্ব লোকের আনন্দ উহা হইতে শতগুণ। **পিতৃগণের** চিরলোকানন্দ, আজানজানা দেবানন্দ, কর্মদেবানন্দ, **দেবানন্দ, ইন্দ্রানন্দ,** বৃহস্পতেরানন্দ, **প্রজাপতে**রানন্দ, **ব্রহ্মানন্দ**। বৃ, আ ৪।৩ মনুষ্য, পিতৃণাং জিতলোক, গন্ধর্ব্বলোক, কর্ম্মদেবলোক, আজান**দেব, প্রজাপতি, ব্রহ্মলোক**। কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে ১।২ যে **বৈকেচাস্মা-ল্লোকাৎ** প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেবতে সর্ব্বে গচ্ছন্তি। এতদ্‌ বৈ **স্বর্গলোকস্যদ্বারংযশ্চন্দ্রমাস্তং** যৎপ্রত্যাহ তং অতি সৃজতে য এনং ন প্রত্যাহ তং ইহবৃষ্টির্ভূত্বাবর্ষতি। স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দ্দুলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা

পরশ্বা পুরুষো বা অন্যো বা এতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথা কর্ম্ম যথা বিদ্যং। এই পিতৃযানের গতি বর্ণিত হইল। অতঃপর দেবযান যাত্রীর বিষয় বলিতেছেন। স এতং দেবযানং পন্থানং আপদ্য অগ্নিলোকং আগচ্ছতি স বায়ু লোকং স বরুণ লোকং স আদিত্যলোকম্ স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ৪।১৫ খণ্ডে—যদি চ নার্চিষমেব অভি সংভবন্তি অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণ পক্ষমাপূর্য্যমাণ পক্ষাদ্ যান্‌ষড়ুদঙঙেতি মাসাং স্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদ্ আদিত্যম্ আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্মগময়তি। এষদেবপথো ব্রহ্মপথ।

বৃ আ ৬।২ ব্রা—অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষং আপূর্য্যমাণ পক্ষাদ্‌যান ষন্‌মাসান্ উদঙঙাদিত্য এতিমাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদ্ আদিত্যং আদিত্যাদ্ বৈদ্যুতং। তান বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানসএত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি।

ছা ৫।১০ খণ্ডে—অথ যইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিতি উপাসতে তে ধূমমভিসংভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষং অপর পক্ষাদ্ যান ষড্‌দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্ এতে সংবৎসরমভি প্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদ্ আকাশং আকাশাচ্চন্দ্রমসং এষ সোমোরাজাতদ্দেবানাং অন্নং তং দেবা-ভক্ষয়ন্তি।

বৃ, আ ৩।৬ গার্গীবাচক্নবী সংবাদে

ইদং—বায়ুলোক, অন্তরিক্ষ, গন্ধর্ব্ব, আদিত্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক, দেবলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক, ব্রহ্মলোক।

দেবযান পথ	পিতৃযান পথ	
অহঃ দেবস্থান,	রাত্রি-দেবস্থান	বৃ আ ৩৬ মন্ত্রে দেবলোক
পক্ষ আপূর্য্যমাণ	পক্ষ অপর	আদিত্য লোকের ও চন্দ্রলোকের
মাস—উত্তরায়ণ,	মাস দক্ষিণায়ণ	পরবর্ত্তী করিয়াছে।
সংবৎসর	পিতৃলোক	কৌষিতকীর—অগ্নিলোক বৃ আ
অগ্নিলোক	আকাশ	৩৬ ইহলোক। বায়ুলোক ঠিক
বায়ুলোক	চন্দ্রমস্ লোক	আছে। (কৌ) বরুণ লোক
বরুণ লোক	—০—	(বৃ) অন্তরিক্ষ লোক নক্ষত্র-
দেব লোক	বৃ আ ৩৬	লোক বিদ্যুৎলোক এক লোক
——	ইদং পৃথিবী	গ্রহণ করিলে সামঞ্জস্য ঘটে।
আদিত্য লোক	বায়ু লোক	পিতৃলোকের চন্দ্রলোক ও
চন্দ্র লোক (সোম)	অন্তরিক্ষ লোক	আদিত্য লোকের পরবর্ত্তী চন্দ্র
	গন্ধর্ব্ব লোক	লোক পৃথক। এই চন্দ্র লোক
	আদিত্য লোক	সোম লোক হইবে।
বৈদ্যুত লোক	চন্দ্র লোক (সোম)	
ইন্দ্র লোক	নক্ষত্র লোক	ঋ ৯।৯৬
প্রজাপতি লোক	দেব লোক	শ ৩।৩।৪।২১
ব্রহ্মলোক	ইন্দ্র লোক	যো বৈ বিষ্ণুঃ সোমঃ যঃ
—০—	প্রজাপতি লোক	ঐ ২।৩ সোমঃ সর্ব্বাদেবতাঃ
	ব্রহ্মলোক	ঋগ্বেদে—বিষ্ণু উপেন্দ্র, ইন্দ্রসখা
	——	এজন্য সোমলোক বিষ্ণুলোক
		বলা হয়।

এই সব মন্ত্র হইতে প্রাচীন কালে ভুবন সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল তাহা জানা যায়।

ঋগ্বেদে সোমলতার রস, চন্দ্রমা ও সোম যাহা সর্ব্বদেবগণের বীজ স্থান। এই তিন প্রকার সোম।

সপ্তলোক বলিতে ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য লোককে বুঝায় ইহার মধ্যে ভু পৃথিবী, ভুবঃ অন্তরিক্ষ বুঝায় অন্য ৫টী স্বর্গান্তর্গত। এইসবই বিরাট বৈশ্বানর দেবের দেবদেহের অন্তর্গত। যেমন গীতায় বলে পশ্যামিদেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথাভুত বিশেষ সংঘান। ব্রহ্মাণমীশং কমলা-সনস্থং ঋষীংশ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ বিরাট দেহ সম্বন্ধে ভাগ পুরাণে বলে—মায়াস্থৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকার ময়ো বিরাট। নির্ম্মিতোদৃশ্যতে যত্র সচিৎ কে ভুবনত্রয়ম্॥ ত্রিভুবন বলিতে চতুর্দ্দশ ভুবনই বুঝায় দেহত্রয় বলিলে পঞ্চ কোশ বুঝায়। আবার সংঘাত বলিতে এক হইয়া যায় এমনি ভুবন বলিতে চতুর্দ্দশ ভুবনকেই বুঝায় এজন্য অভিধানে ভুবনং জগৎ বলিয়াছে। জগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয় জন্য জগৎ শব্দ বাচ্য। গীতায় বিশ্বজগৎকে অশ্বত্থ কল্পনা করতঃ অসঙ্গ শাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতে বলিয়াছেন তৎপর—যেন সর্ব্ব মিদং ততম্ সেই পরম পুরুষের চিন্তন করিতে বলে। "ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যম্ যস্মিন্ গতান নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ"।

নক্ষত্রাদি লোক ও ভুবনান্তর্গত। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র অনন্ত হইলেও বিশ্বভুবনের অংশ মাত্র।

সুত্রাত্মা

বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে প্রশ্ন বেত্থনুত্বং তমন্তর্যামিনং যইমং চ লোকং পরংচ লোকং সর্ব্বাণি চ ভুতানি যোহন্তরো-যময়ন্তীতি ? তদুত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন বেদ বা অহং গৌতমতৎ সূত্রং তং চ অন্তর্যামিণমিতি। বায়ু বৈ গৌতমতৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভুতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি। যিনি সব বস্তুতেই আছেন অথচ সেই বস্তু হইতে ভিন্ন, সেই বস্তু তাহাকে জানে না কিন্তু সেই বস্তুই তাহার শরীর যিনি সেই বস্তুর অন্তরে থাকিয়াই তাহাকে নিয়মিত করেন এই সেই তব আত্মা অন্তর্যামী অমৃত। তিনিই দৃষ্ট না হইলেও দ্রষ্টা, শ্রুত না হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও শ্রোতা, মনের অগোচর হইলেও মন্তা। বুদ্ধির অগোচর হইলেও বিজ্ঞাতা ইহাঁ হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই ইনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পৃথিবী, অপ, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দিব্, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র-তারকা, আকাশ, তম, তেজ, সর্ব্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বচা, বিজ্ঞান, রেতঃ এই সকল বস্তুর উল্লেখ করতঃ তাহাদের মধ্যে ইনি থাকেন এই সকল হইতে তিনি ভিন্ন, এই সকল

বস্তু তাঁহাকে জানেনা কিন্তু এই সকল বস্তু তাঁর শরীরে, ইনি ইহাদের অন্তরে থাকিয়া ইহাদিগকে নিয়মিত করেন এই সেই তোমার আত্মা অন্তর্যামী অমৃত বলিয়া সুত্রাত্মাকে বুঝাইয়াছেন। গীতায় ভগবান ৭।৭ সংক্ষেপে বলিয়াছেন—সূত্রে মণিগণা ইব।

এই দৃষ্টান্তের অর্থ—একটি মালা আছে। ফুলের হোক, ফলের হোক, কাষ্ঠের হোক, মণিমুক্তার হোক, ধাতুদ্রব্যের হোক, সবারই মধ্য দিয়া সূত্রস্থিত। সূত্র না থাকিলে ফুল, ফল বা কোন দানা সংবদ্ধ থাকেনা। সুত্র দেখা যায় না অথচ সূত্র ইহাদের মধ্যে থাকিয়া ইহাদের অবাধ গতি নিয়মিত করে। মনে কর কমল, বকুল, চামেলি, যুই, বেলী, গোলাপ, গেন্দা ফুলের সূতায় গাঁথা মালা আছে। আবার কমলবীচি, রুদ্রাক্ষ, এলাচি, কর্পূর, প্রবাল, তুলসী, বিল্ব, সোনা, রূপা, মণি, মুক্তার দানায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মালা সকল আছে। সূতায় গাঁথা। এই সকল মালার গ্রন্থি খুলিয়া যদি সব মালায় সূতায় সুতায় গ্রন্থি দিয়া একগাছি মালা কর। সূতা একগাছি অথচ তাহাতে কত প্রকারের দ্রব্যসকল একত্র সন্নিবিষ্ট হইল। এমনি সর্ব্ব প্রাণী দেহে একই আমি নামক পরম আত্মা বিরাজিত। সেই অহং নামা সূত্রে "সূত্রে মণিগণা ইব" বিশ্ব জীবজগৎ প্রথিত রহিয়াছে। ইহাকেই এক জীব বাদ বলে। সব আমি এক তারে গাঁথা। দানা বা ফুলের বিভিন্নতা থাকিলেও অন্তরে একই সূত্রস্থিত। দেহের তারতম্য থাকিলেও সর্ব্বপ্রাণীস্থ আমি নামা জীবাত্মা একই। ঈশা উপনিষদে যস্মিন্-

সর্ব্বাণিভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বং অনুপশ্যতঃ বলা হইয়াছে। তিনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অগোচর হইলেও সর্ব্বদেহে থাকিয়া দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধারূপে দেহে দেহে বিরাজমান। দেহসংঘাতের সর্ব্ব চেষ্টা নিয়মিত করেন। আত্মা নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার নিষ্কল নিরিন্দ্রিয় অমনস্ক, তাঁর কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর নহে। সর্ব্বব্যাপী তাঁর সাক্ষাতে মায়া ডোর দিয়া সব বদ্ধ করে। এমন ধারণা অনেকের মনে জাগে। পুরুষ অদ্বিতীয়, মায়া নাই, তার ডোর নাই, তৎকৃত বন্ধন নাই। ইনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। ইহা বুঝাইবার জন্য এই অন্তর্যামী অবস্থা বিবৃত। দেহ থাকিলে তাহার অন্তর থাকিত তাহাতে কেহ বাস করিত। দ্বৈতাভাব জন্য দেহাভাব স্বীকার্য্য।

লিঙ্গ

লিগি গত্তৌ ঘঙ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। লিঙ্গং চিহ্নে-হনুমানেচ সাংখ্যোক্তপ্রকৃতাবপি। শিবমূর্ত্তিবিশেষেচ মেহনেহপি-নপুংসকম্। ইতি মেদিনী। লিঙ্গ লিন্‌গ+অল্ প্রতয়ে নিষ্পন্ন। অর্থ চিহ্ন বা বিশেষণ যাহা দ্বারা বস্তু-বিশেষ জানা যায়। যেমন মহিষ ও গো মধ্যে বিশেষ কি? গলকম্বল গোতে বিশেষ উহা মহিষে থাকেনা। উহা দ্বারা মহিষ হইতে গোকে পৃথকরূপে জানা যায়। পুং-স্ত্রী-নপুংসক লিঙ্গ চিহ্নবিশেষ দ্বারা ইতরবিশেষ করা হয়। লিঙ্গ বা প্রতীক অল্পজ্ঞের জন্য কল্পিত যাদের চিত্তে অব্যক্ত স্থান পায় না। গীতায় ৭।২৪ বলে অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরংভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্। ভাগবৎ পুরাণে ১০।৮২।৪৫ শ্লোকে দেখা যায় গোপীগণ কৃষ্ণের ব্যক্ত মূর্ত্তির অনুধ্যান করিতেন। পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণস্নান উপলক্ষে যাদবগণ ও গোপগণের সাক্ষাৎ হয় তথায় কৃষ্ণ স্বয়ং গোপীগণকে অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মলীন হন। ভাগ ১২।১১ অধ্যায়ে কৌস্তুভ, শঙ্খ, চক্র গদাপদ্মধারণ মকর কুণ্ডল বনমালা কি প্রকারে কল্পিত হইয়াছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। দেবতা মধ্যে বিষ্ণুও শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ, শিবও শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ, দ্বিনেত্র শঙ্খ-চক্রগরুড়বাহন বিষ্ণুলিঙ্গ ও ত্রিনেত্র পরশুমৃগ-বৃষবাহন

শিবলিঙ্গ এই পার্থক্যকর চিহ্ন লিঙ্গশব্দার্থ। বিষ্ণুলিঙ্গ অব্যক্ত ও ব্যক্ত এই দুপ্রকার হয়। ভাগবৎ পুরাণে ১১।১১।৩৪ মল্লিঙ্গ মদ্ভক্তজন দর্শন স্পর্শনার্চ্চনং এখানে লিঙ্গ অর্থ মূর্ত্তি। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গার্থেও শিবলিঙ্গ শিবমূর্ত্তি বলিয়াছে। মেহন বলে নাই। অপরিচ্ছিন্ন অব্যক্ত হয়, পরিচ্ছিন্ন ব্যক্ত ও গতিশীল হয় ব্যক্তের মূর্ত্তি বা চিহ্ন সম্ভব হয়। প্রতীক ও লিঙ্গ। শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক বা লিঙ্গ। এই বিষ্ণু প্রতীকে এক কৃষ্ণবর্ণ গোল-চক্রছিদ্র-বিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ড বিষ্ণু লিঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়। যে কোন বর্ণবিশিষ্ট ঈষৎ দীর্ঘ প্রস্তর খণ্ড শিব লিঙ্গ। শিব লিঙ্গে চক্রছিদ্রবৎ কোন বিশেষত্ব নাই কারণ শিব নির্ব্বিশেষ। বিষ্ণু শব্দে বিশ্ ধাতু প্রবেশনাৎ হইতে উঁহার প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট অবস্থাদ্বয় সূচিতকরে। বিষ্ণু প্রবিষ্ট অন্তর্যামী রূপে ও অপ্রবিষ্ট সর্ব্বব্যাপী রূপে, তিনি অখণ্ড মণ্ডলাকারং এজন্য তৎপ্রতীক গোলাকার, শালগ্রাম শিলায় চক্রছিদ্র দ্বারা তাঁহার অনুপ্রবেশ প্রকাশিত হয়। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। অন্তর্যামীরূপে হৃদি গুহায় অন্তরে থাকিয়া মনাদি যময়তি নিয়মিত করেন। আর শিবচিন্তনে যদাহতম স্তন্ন দিবা ন রাত্রি ন সন্নচাসৎ শিব এব কেবলঃ। প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং। একেরই অবস্থাদ্বয়ে শিব-বিষ্ণু-নাম-ভেদ মাত্র। এজন্যই গীতায় একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন। ভগবান্ প্রপঞ্চ গ্রাস করিতে উদ্যত। এই দৃশ্য দৃষ্টে অর্জ্জুন ভীত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন কোভবানুগ্র-

রূপো ? এতুত্তরে ভগবান বলিয়াছেন আমি সর্ব্বগ্রাসী কাল। অদ্বিতীয় পুরুষ যেন সর্ব্ব গ্রাস করিয়া প্রপঞ্চের উপশম করতঃ স্থিত মহাকাশ, শিবনামে অভিহিত। তমঃ-সমাগমে প্রপঞ্চ, তমঃ-অপগমে প্রপঞ্চহীন শিব অবস্থা। তমঃই দেহ। দেহ থাকিলেই তাহার অন্তর বাহির হয়। তখন অন্তর্যামী ও সর্ব্বব্যাপী দুইটী ভাব বিষ্ণু নামে কল্পনায় স্থান পায়। নানাগুণময়ী তমঃ-বিশিষ্টে বিভিন্ন লিঙ্গ ঘটে। অপরিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিষ্ণুতে শ্রুতি বলেন সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমংপদং। অতমঃ অবস্থায় অলিঙ্গ ব্যাপক অবস্থা। এই বৃষভ বাহনে চতুষ্পদ্, গরুড় বাহনে দ্বিপদ গৃহীত অর্থাৎ দ্বিপদ চতুষ্পদ সর্ব্বত্রই তাঁর স্থিতি। এ জন্য বিষ্ণুরথ অর্থ গরুড়-বাহন। শিব সর্ব্বব্যাপী অশরীর অদ্বিতীয় পুরুষ। তাঁর প্রতীক বা লিঙ্গের কোন চিহ্ন নাই। ত্র্যম্বকে, গোকরণে, পুরীতে শিব লিঙ্গ গর্ত্ত বা গর্ত্তযুত প্রস্তরখণ্ড। কেদারে বিসদৃশ প্রস্তরখণ্ড। হরদ্বারে বিল্বকেশ্বর, কাশীর কেদার ও বিশেষত্ববিহীন প্রস্তরখণ্ড মাত্র। অমরনাথে বরফের টুকরা, কুম্ভকোনামে রেতযুত। পুরুষ "যেনসর্ব্বমিদংততম্", তাঁর প্রতীক আকাশই হয়। এজন্য পুরাণে "আকাশঃ লিঙ্গ মিত্যাহু" বাক্য রহিয়াছে। শিবমহিম্নে ত্রিভুবন ব্যাপীর মস্তকের জটা স্বর্গঙ্গা বা ছায়াপথকে বলিয়াছে। বিয়দ্ব্যাপী তারা-গণ-গুণিত-ফেণোদ্গম-রুচিঃ। প্রবাহোবারাং যৎ পৃষত-লঘু-দৃষ্টঃ শিরসি তে। পুরাণে—আকাশংলিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী ওস্য পীঠিকা-

আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাৎ লিঙ্গমুচ্যতে। পৃথিবী ভস্ম পীঠিকা। পৃথিবী পাদস্থান। সেই পদে ক্ষিতিতত্ত্বে তাঁর পূজন করিতে উপদেশ। মিশরাদি দেশবাসীর ন্যায় শিশ্নরূপ লিঙ্গ পূজন (phallax worship) বেদবিরোধী বটে। ঋগ্বেদের ৭।২১।৫ ও ১০।৯৯।৩ মন্ত্রে শিশ্নদেবগণের নিন্দাবাক্য রহিয়াছে। বেদে নিন্দিত বিষয় বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীর গ্রহণযোগ্য নহে। ঋ ৭।২১।৫ মন্ত্রটী—সশর্ধদর্য্যো বিষুণস্য জন্তো র্মা শিশ্নদেবা অপিগুর্ঋতং নঃ। ঋ ১০।৯৯।৩ মন্ত্রটি—অনর্বাযচ্ছতদুরস্যবেদোঘ্নঞ্ছিশ্নদেবা অভিবর্পসাভুৎ॥ অর্থ শিশ্নদেবগণ যেন আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন না ঘটায়। দুরাত্মা শিশ্নদেবদিগকে প্রভু নিজ তেজে অভিভব করেন। সেই লিঙ্গরূপ প্রতীকে সর্ব্বদেবগণ বাস করেন যেমন গীতায় ১১।১৫ শ্লোকে বর্ণিত পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভুতবিশেষসংঘান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ তমাগমে এই যে ব্যক্তমধ্য অবস্থা তাহা লয় প্রাপ্ত হয়। প্রলয়ে কেবল তিনি একাই থাকেন, যাহা শ্রুতি প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। 卍 স্বস্তিক চিহ্ন ব্রহ্মলিঙ্গ বা প্রতীক। তাহাতে শুভকার্য্যে বসুধারা দিবার পর আভ্যুদয়িক দেব-পিতৃপূজনাদি করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে মনে করে আমাদের দেবতা আমাদেরই মতন তবে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। মানব-মানবীর মিলনে লিঙ্গ-যোনি-সংযোগের ফলে মানবী গর্ভ ধারণ করে ও দশমাস পর সন্তান প্রসব করে। তেমনি

দেব-দেবী-মিলনে দেবী গর্ভধারণ করেন, যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত্তে-প্রকৃতিখণ্ডে ২ অ অথ সা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণাদ্ গর্ভং দধার চ সুষাবডিম্বং স্বর্ণাভং ইত্যাদি। তেমনি গীতায় মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং। প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। প্রকৃতি-গর্ভে অণ্ড দীর্ঘকাল থাকার উক্তি পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। অশরীর অলিঙ্গ নিষ্কল পুরুষ কাষ্ঠবৎ অচেতন প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন। অচেতন প্রকৃতি সচেতন-অচেতন জগৎ প্রসব করেন। অর্থাৎ যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি ঘটে। এমন অঘটনঘটনব্যাপারে দ্বৈতবুদ্ধির বিকাশ প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হয়।

দেবতা

দেবতা-দেব শব্দে স্বার্থে তল্ ও অন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। দেব অর্থ দীপ্তিমান্। তৈজস দেহ। যেমন বাইবেলে এঞ্জেলাদি। বৃ আ ৩৯ ব্রাহ্মণে বিদগ্ধ শাকল্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কতি দেবা। উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন নিবিদগ্রন্থে ৩৩০৬ দেবতা বলে। পুনঃ জিজ্ঞাসায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ৩৩ দেবতা। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি। পুনঃ কতি দেবা জিজ্ঞাসার উত্তরে ছয় দেবতা বলিয়াছেন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতাত্রয় অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য। পুনঃ প্রশ্নে তিন দেবতা বলেন তিন লোকই তিন দেবতা তাহাতেই সব দেবগণ। যেমন গীতা ১১।১৫ শ্লোকে বলিয়াছে—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাং স্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥

সেই দেব দেহে পাতালস্থ নাগগণ, ভূস্থ প্রাণীগণ, ভুবস্থ ঋষী গন্ধর্ব্বগণ স্বস্থঃ দেবগণ বাস করে। ত্রিভুবনব্যাপী বিরাটদেহ। পুনঃ প্রশ্নে দুই দেবতা অন্ন ও প্রাণ। পুনঃ প্রশ্নে অধ্যর্ধ দেবতা একদেবতা উপচীয়মান হইয়া অধ্যর্ধাবস্থ। যেমন স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। পুনঃ প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তৎ ইতি আচক্ষতে। অমরা নির্জ্জরাদেবা

ত্রিদশাবিবুধাঃ সুরাঃ। দেবতা অমর হন, মানবাদিবৎ মর দেহ নন। জরাহীন সদাই তৃতীয় বা যৌবন দশায়স্থিত। বিশেষ জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকে, অমরত্ব আপেক্ষিক কল্পান্তে দেব-দেহ লয় পায়। পুনঃ সৃষ্টিতে সৃষ্টি ঘটে। মর্ত্ত্যগণের দেহ এক কল্পে কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে।

সেই একদেবতা মায়া উপাধি বশে বহু হন। ঋ ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রে বলে ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে বলে তমসমাগমে তৎ হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্য ব্রহ্মরূপ ধারণ করেন। হিরণ্যগর্ভ অর্থ হিরণ্য বর্ণ চাকচিক্যশালী থলিয়া যাহাতে পুরুষাংশ শায়িত থাকেন। বা হিরণ্য বর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যে মায়িক দেহ ধারণ করেন। মায়া বা তম আবরণই দেহ। পশ্চাৎ হিরণ্যগর্ভ দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি দেবযোনি, মানবযোনি, পশু, পক্ষী, কৃমি যোনি সকলের সৃষ্টি করেন। দেবতার এইরূপ দেহধারণ ও দেহত্যাগ স্মরণে গীতায় ভগবান ইহাকে ব্যক্তমধ্য অবস্থা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যে অবস্থা তমঃ থাকা কালীন থাকে। অর্থাৎ যাহা উৎপত্তিমান তাহাই বিনাশশীল হয়। ঋগ্বেদে এই দীপ্তিমান দেবতার নাম ইধ্ম ইন্দ্র বলিয়াছেন। এবং ইন্দ্রের মায়ার খেলা বা লীলা বর্ণনে বেদ চতুর্ম্মুখ। তম মায়া যে চিরকাল থাকে না তাহা যেমন গীতায় মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে বাক্যে উক্ত হইয়াছে তেমনি ঋগ্বেদে ১০।২৭।১১ মন্ত্রে যস্যা নক্ষা দুহিতা জাত্বাস কস্তাঁ বিদ্বাঁ অভিমন্যাতে অন্ধাম্। অন্ধ

কন্যা (মায়া) প্রলয়ে তাঁহাতেই (ইন্দ্রে) লয় হয়। ইন্দ্রই বিষ্ণু ঋ ৯।৬৩।৩ সুত ইন্দ্রায় বিষ্ণবে সোমঃকলশে অক্ষরৎ। ইন্দ্র প্রচেতস অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঋ ১।৫।৭ শং তে সন্তু প্রচেতসে। ঋ ১।১০০।১২ সহস্র চেতাঃ। ঋ ১।১০২।৬ গোজিতা বাহু অমিত ক্রতুঃ (জ্ঞান)। ঋ ৪।৫৪।৫ সবিতা দেবতাকে বলা হইতেছে ইন্দ্র জ্যেষ্ঠান্। অর্থাৎ পূজ্য ইন্দ্রই সূর্য্য। ঋ ১।৬।১ যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনাদিবি। ইন্দ্র স্বীয় তেজে ব্রধ্ন (সূর্য্য) অরুষ (অগ্নি) চরন্তং (বায়ু) দিবিস্থ দীপ্তিমান নক্ষত্রগণকে সর্ব্বতঃ উদ্ভাসিত করতঃ স্থিতিশীল করেন।

ইন্দ্র মহতোমহীয়ান্ ঋ ৩।৪৬।১। ইন্দ্রঃ শ্রুতস্যমহতোমহানি। ইন্দ্রস্বরাজ ঋ ৩।৪৬।২ মহাঁ অসি মহিষ। একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা। তুমি শত্রু নাশক ও সাধুর পালক। ইন্দ্র বিনা জগৎ নাই— ঋ ২।১৬।২ যস্মাদিন্দ্রাদ্ বৃহতঃ কিংচনে মৃতে বিশ্বান্ যস্মিন্‌ৎ সম্ভৃতাধিবীর্য্যা। পঞ্চজনের (দেব-যক্ষ-নর-গন্ধর্ব্ব-তীর্য্যক্) ইন্দ্রিয় ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয়। ঋ ৩।৩৭।৯ ইন্দ্রিয়ানি শত ক্রতো যাতে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্রতাণি ত আবৃনে। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণীর সর্ব্ব ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার কর্ত্তা এক ইন্দ্র। তিনিই দ্রষ্টা শ্রোতামন্তা ও বোদ্ধা সর্ব্বদেহের দেহী রূপে। ঋ ১।৭।৭ তুঞ্জে তুঞ্জেয় উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ। সর্ব্বদেবস্তুতি ইন্দ্রেরই স্তুতি। যেমন অরসকল নেমিতে আবদ্ধ থাকে তেমনি ইন্দ্রে বিশ্বভুবন (সূত্রে মণিগণাইব) স্থিত। ঋ ১।৩২।১৫ ইন্দ্র প্রতি মানব দেহে (অন্তর্যামী রূপে) অবস্থিত আছেন।

ঋ ১০।৪৩।৬। বিশং বিশং মঘবা পর্য্যশায়ত জানানাং ধেনা অবচাকশদ্বৃষা। ইন্দ্র বিশ্বভুবনের পারেও আছেন, দ্যাবা পৃথিবী তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা। "পুর্ণ মদঃ পুর্ণ মিদং" বাক্যে শ্রুতি পরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন অবস্থাদ্বয় দেখাইয়াছেন। ইন্দ্র-পূর্ণমদঃ ঋ ১০।২৭।৪ যদজ্ঞাতেষু বৃজনেষ্বাসং বিশ্বেসতো মঘবানো ম আসন্। ইন্দ্রজ্যোতির জ্যোতি ঋ ১।৫৭।৩ যস্যধামশ্রবাস নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি হরিতো নায়সে। ইন্দ্রিয়ং অর্থ ইন্দ্রিসম্পর্কীয়। ঋ ১০।৫৪।৬ যো অদধাজ্জ্যোতিষি জ্যোতিরন্তর্য্যো অসৃজন্ মধুনা সংমধুনি। ইন্দ্রঅভয় জ্যোতি ঋ ২।২৭।১৪ উর্বশ্যামভয়ং জ্যোতিরিন্দ্র। গীতায় ১১।১২ দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ। ইন্দ্রই পিতা ইন্দ্রই মাতা ঋ ৮।৯৮।১১ ত্বং হিনঃ পিতা বসোত্বং মাতা শতক্রতো বভুবিথা।

ইন্দ্র স্রষ্টা— ঋ ৩।৩১।১৫ ইন্দ্রোনৃভিরজনদ্দীদ্যানঃ সাকংসূর্য্যমুষসংগাতুমগ্নিম্। ঋ ৩।৩২।৮ দাধারযঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমাং জজান সূর্য্যমুষসং সুদংসাঃ॥ ইন্দ্রমায়া দ্বারা নানারূপ ধারণ করেন। ঋ ৩।৫৩।৮ রূপং রূপং মঘবা বো ভবীতি মায়াঃ কৃন্বানস্তন্বং পরিস্বাম্। ঋ ৬।৪৭।১৮ রূপং রূপং প্রতি রূপোবভূবতদস্যরূপং প্রতি চক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরু রূপ ঈয়তে। ঋ ১০।৫৪।২ যদচরস্তন্বা বাবৃধানো বলানীন্দ্র পুরুবা নো জনেষু। মায়ৎসা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্ণাদ্যশত্রুং ননুপুরাবিবিৎসে। ইন্দ্র অবিনশ্বর বিশ্বব্যাপী— ঋ ৫।৩৩।৬

পপৃক্ষেন্যমিন্দ্র ত্বেহোজো নৃম্নানি চ নৃতমানো অমর্ত্তঃ। জ্ঞানবান বলেন আমরা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি ঋ ৫।৩০।২ অপৃচ্ছমন্যায়ঁ উত তে ম আহুরিন্দ্রং নরো বুবুধানা অশেষা। ইন্দ্রের চারি অসূর্য্য দেহ থাকা বলে ঋ ১০।৫৪।৩ যেমন পুরাণে বাসুদেব, সঙ্কর্ষন, প্রত্যুম্নও অনিরুদ্ধ চারি দেহ বলে। ইন্দ্র সর্ব্ব দেহে বাস করেন জন্য তাঁকে বসব ও বাসব বলে। ঋ ৩।৩২।৮, ৩।৩৮।৪ (পূর্ব্বে উদ্ধৃত) ঋ ৮।৯৯।৮ মন্ত্রে ইষ্কর্ত্তারমনিস্কৃতং সহস্কৃতং শত মূর্ত্তিং শতনতুম্ মমানমিন্দ্রমবসেহবামহে বসবানং বসু জুরম্। ঋ ৫।৩৩।৬ সনএনোং বসবানো রয়িং দাঃ। পুরাণে কৃষ্ণ ইন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মার গোরাখাল হরণে ও রাস লীলায় মায়া যোগে বিনা উপাদানে গো, রাখাল, গোপী ও কৃষ্ণ সৃজন করেন। ইন্দ্র সূর্য্যাগ্নি হইতে চক্র গ্রহণ করেন ঋ ১।১৭৫।৪ যেমন কৃষ্ণ খাণ্ডব দাহন জন্য অগ্নি হইতে চক্র গ্রহণ। চক্রদ্বারা শিশুপাল বধের ন্যায় ইন্দ্র অসুর বধ করেন ঋ ৪।২৮।২। ঋ ৮।৯৬।৯ অনায়ুধাসো অসুরা অদবাশ্চক্রেণ তঁ অপবষা দে জীষিতা কৃষ্ণের ন্যায় ইন্দ্রও উষার শকট ভঙ্গ করেন ঋ ৪।৩০।১০ অপোষা অনসঃ সহৎসন্ পিষ্টাদহ বিভ্যুষি ঋ ১০।৭৩।৬ উষসো যথানিঃ। পুরাণের পুতনা বধের ন্যায় ইন্দ্র বধোদ্যতা স্ত্রীকে বধ করেন। ঋ ৪।৩০।৮ স্ত্রিয়ং যদ্দুইণাযুধং বধীর্দুহিতরং দিবঃ। পুরাণে অঘাসুর বধের ন্যায় ইন্দ্র গ্রাসকারিনী কুষবাকে বধ করিয়া বাহির হইয়া আসেন। ঋ ৪।১৮।৮ ত্বা কুষবা ভাগার ইন্দ্রঃ যহসোদতিজষ্ঠৎ। পুরাণে হ্রদে কালীয়দমনবৎ জলাবৃত

প্রদেশে ইন্দ্র অহিকে দমন করেন। ঋ ৮।৩৬।১ সেহাপ্নঃপৃতনা উরুব্যয়ংসমক্ষুজিন্মরুত্বাং ইন্দ্রসৎপতো। ঋ ২।১১।৭।

ইন্দ্রোমহাংসিন্ধুমাশায়ানং মায়াবিনং বৃত্রংস্ফুরান্নঃ। পুরাণে গোবর্দ্ধন ধারণবৎ ইন্দ্র পর্ব্বতসঞ্চালনকারী ঋ ৬।১৮।৫ হন্নচ্যুত চ্যুদ্দস্মেষপ্ত মৃনোঃপুরো বিতুরো অশ্ব বিশ্বাঃ। ঋ ৯।৬৮।৯, ৯।৬৬।১৩ মন্ত্রে ইন্দ্রের দধি দুগ্ধপ্রিয়তা বর্ণিত। ঋ ৮।৬৯।৬ ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহে বজ্রিনে মধু। ইন্দ্র গোপতিঃ ঋ ৪।৩০।২২, ১০।১১১।৩। ইন্দ্রের অপহৃত গো উদ্ধার ঋ ৩।৪৪।৫, ৮।৬৩।৩ মন্ত্রে বর্ণিত। ইন্দ্র-বিষ্ণুসহায়ে বৃত্র বধ করেন যেমন বলরাম সহায়ে খর ধেনুকাদিবধ পুরাণে দৃষ্ট হয়। ঋ ৬।২০।২২ ইন্দ্রপাঞ্চজন্যধারী ঋ ১।১০০।২২ চত্রীষোন শবসা পাঞ্চজন্যো মরুত্বান্নোভবত্বিন্দ্রউতী। ইন্দ্র গরুত্মান্ ঋ ১।১৬৪।৪৬ ইন্দ্রংমিত্রং বরুণং অগ্নিমাহুরথো দিব্য সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। ইন্দ্র পদ্মনাভ ঋ ১০।৮২।৬ অজস্য নাভা-বধ্যেকমপিতং যস্মিন্ বিশ্বানিভুবনানিতস্থুঃ। ইন্দ্র হরি— ঋ ৩।৪৪।৩ যয়োরন্তর্হরিশ্চরৎ। ঋ ১০।৯৬।৪ ত্বুদদহিং হরিশিপ্রোয আয়সঃ। ইন্দ্রই গোবিন্দ ঋ ১০।১০৩।৬ গোত্রভিদং গোবিন্দবজ্র বাহুং। ঋ ১।৮২।৪ রবমধি তিষ্ঠাতি গোবিন্দম্। শারদীয় পূর্ণিমার উৎসব সম্পর্কে ঋ ২।১৯।৩, ২।১১।১১ মন্ত্র হইতে জানা যায়—ঐ সময় বৃত্র বধ জন্য দেবগণ উৎসব করেন। বেদের ইন্দ্রই কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর। একেরই মায়ার খেলায় নানারূপে লীলা বিগ্রহ ধারণ। তৈঃ শ্রুতি কার্য্য

ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ কর্ত্তা বলেন। পুরাণে তাহা রূপান্তরিত হইয়া সৃজন শক্তি ব্রহ্মা, পালন শক্তি বিষ্ণু ও সংহার শক্তি শিব বলিয়া গৃহীত। এক স্থলে তিন রূপের পৃথক দর্শন রজগুণে ঘটে। গীতায় ১৮।২১ পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধিরাজসং। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋ ১।১৬৪।৪৬ ও ঋ ১০।১১৪।৫ সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি, বলেন। গীতা ১৮।২০ শ্লোকে বলে সত্ত্বগুণ প্রাবল্যে সর্ব্বত্র একের দর্শনই চিত্তে ভাসে। সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধিসাত্ত্বিকম্॥ গী ১৩।১৭ অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিবচস্থিতম্। ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ গী ৭।২১ যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্। অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্‌ভবত্যল্পমেধসাম্। দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ৭।২৫ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্॥ একদেববাদ একজীববাদ শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত হইলেও বহুদেব ও বহুজীববাদীর সংখ্যাধিক্য, কারণ রজ-প্রধানে সৃষ্টি-জন্য পৃথক্ দর্শী রজো গুণীর সংখ্যা সদাই গরিষ্ঠ থাকে।

দক্ষ

দক্ষ অর্থ কর্ম্মঠ কর্ম্মে কুশল। দক্ষ প্রজাপতি প্রজা স্থষ্টি ও তাহাদের অভ্যুদয়চিন্তক। প্রজাগণ যজ্ঞ করিয়া ইষ্ট কামনার পূর্ত্তি দেবতার সাহায্যে করিয়া লইবে। দেবগণ যজ্ঞভাগগ্রহণে নন্দিত হইবেন। এইরূপ পরস্পরের ভাবনা দ্বারা দেব ও মানব অভ্যুদয় লাভ করিবেন। নিষ্ক্রিয় শিবের যজ্ঞভাগ নাই, প্রয়োজনও নাই। তিনি যজ্ঞেশ্বর সর্ব্ব যজ্ঞের প্রতিষ্ঠিতা সৎ পুরুষ। সতী (মায়া) শিবের যজ্ঞ ভাগ কেন হইবে না বলিয়া কলহ বাধাইলেন, ব্রহ্মজ্ঞ দক্ষ যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন নাই। ফলে মায়া নিরস্ত, কিনা দেহরক্ষা করেন। দক্ষ যজ্ঞাদি করতঃ শুদ্ধচিত্ত ছিলেন "নেদং যদিদমুপাসতে" শ্রুতি তিনি জানিতেন। জ্ঞান রাজ্যে অগ্রসর হওয়ায় কর্ম্ম লণ্ডভণ্ড হইল জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মই ভস্মসাৎ করে। অজ পুরুষ দক্ষের উত্তমাঙ্গ স্বরূপ হইল অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি ন্যায়ে অজ-মুণ্ড লাভ করিয়া মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন অমৃত হইলেন। কঠ ১।৩ বল্লী নেহনানাস্তি কিংচন। কঠ ১।৩।১৫ অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ংতথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ। ছা ৬।১১।৩ জীবাপেতং বাবকিলেদং ম্রিয়তে ইতি। ছা ৬।১৫।১ তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি। সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্

কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সন্মূলম্। তত্ত্বমসি। স্বপীতি। ছা ষষ্ঠে যং ব্রহ্ম।৪।১০।

সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে।১।১১।৫ ছা

সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেব এভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ছা ১।৯।১। দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় অজ যেন তোমার স্মৃতিতে সদা জাগে। ইহাই উপনিষদের তাৎপর্য্য।
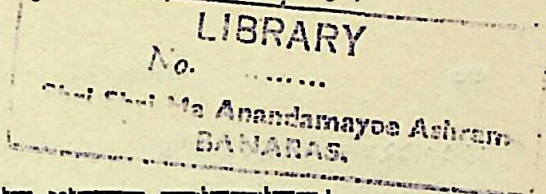
কতিপয় শব্দের আলোচনা

শব্দ আকাশের গুণ। স্থূল শব্দ ইন্দ্রিয়জাত। বর্ণসমষ্টি দ্বারা শব্দ হয়। শব্দ ধ্বনিক ও বর্ণিক হয়। যেমন কোন পক্ষী শব্দ করে তার কোন অর্থ নাই। কিন্তু কেহ শুনে বৌ কথা কও, কেহ শুনে খাবনালো, কেহ শুনে পচা ছাতু, অন্য কেহ শুনে বেচে থাক, অন্য কেহ শুনে কাপ্‌লিয়া পাকু। কাপ্‌লিয়া ফল পাকিয়াছে। ইহা সংস্কারজ। বর্ণিক শব্দ স্বর ব্যঞ্জন বর্ণাদির সংযোগে উৎপন্ন হয়। যেমন সৎ, অস্ ধাতু+শতৃ প্রত্যয় যোগে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শব্দরাশি বাক্য। বাক্য মাত্রই অর্থযুক্ত হয়। সৎ অর্থ যাহার সত্ত্বা চির অবাধিত। তদ্ বিপরীত অসৎ। যেমন গীতায় (২।১৬) নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। অসতের ভাবের সত্ত্বার বিদ্যমানতা নাই। আর সতের সত্ত্বার বিদ্যমানতার অভাব নাই। অর্থাৎ অসৎ অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। সৎ নিত্য সত্য। কপিলের মতে শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র এই সকল অসৎ। গীতার মতে সৎ আত্মা আর সব অনাত্মা, অসৎ, তাহাতে প্রধানা প্রকৃতিও অসৎ সংজ্ঞান্তর্গত হয়। এজন্য (বৃ আ), প্রার্থনা বাক্য দৃষ্ট হয়—অসতো মা সদ্‌গময়। তমসোমাজ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময় এস্থলে তমই অসৎ ও মৃত্যু। যাহা অসৎ তাহার ত্যাগে (তেন ত্যক্তেন) সৎএর আনন্দ চাহি (ভুঞ্জীথা)।

ঋ ১০।১২৯।৪ সতোবন্ধুমসতি। অসতের দ্বারা সতের বন্ধন। অসৎ অভাব তাহার দ্বারা আবার বন্ধন কি? তম ও প্রকাশের একত্রাবস্থান সম্ভবে না। তম অন্ধকার, জ্যোতি প্রকাশস্বরূপ। অন্ধকারে সিনেমা হলে খেলা দেখা যায় আলোকে তাহা থাকেনা উহা অসৎ। মৃত্যু (মৃতদেহাবস্থাকারী); অমৃত অমর করে। মৃত মর্ত্ত্য মরণ বা বিনাশশীল; অমৃত অবিনাশী। অসৎ, তম ও মৃত্যু একজাতীয়; বিনাশশীল। সৎ, জ্যোতি ও অমৃত অবিনাশশীল। সতের জ্যোতি কোটীসূর্য্য সমপ্রভ। তৎসমক্ষে এই সূর্য্য ও তম অসূর্য্য। ছান্দোগ্যে (৬।২।১) বলে সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। হে সোম্য সৎ এব ইদং অগ্র আসীৎ একং এব অদ্বিতীয়ম্। ইদং শব্দে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ বুঝায়। তাহার অগ্রে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অখণ্ড দ্বিতীয়রহিত পুরুষ ছিলেন যাঁহার নাম সৎ। ঋ ১০।১২৯।২ সূক্তে বলে আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন-পরকিঞ্চনাস। উক্ত সূক্তের প্রথম মন্ত্রে প্রলয়ে পাঞ্চভৌতিক জগৎ ছিলনা বলিয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে মৃত্যু, অমৃত ও কাল ছিলনা বলিয়াছে। মৃত্যু তমের নামান্তর হওয়ায় তম ছিলনা, তম না থাকায় তমাবরণে আবৃত অমৃত অর্থাৎ (আপেক্ষিক) অমর ব্যক্তমধ্য দেবতা হিরণ্যগর্ভও ছিলেন না, পরিচ্ছিন্নকারী দেশকাল না থাকায় সেই অন (সৎ পুরুষ) স্বস্বরূপে এককই ছিলেন অন্য অপর কিছু ছিলনা বলা হইয়াছে। অন অর্থ কি? প্রলয়ে কিছুই ছিলনা তবে কি শূন্য ছিল? এইটী বারণার্থ

অন শব্দের প্রয়োগ। (ন) সর্ব্ব-নিষেধক শূন্য, তৎ নিষেধক অন্য ন (ন+ন্=অন)। অস্তি ছিল্। এই অন হইতে প্র, অপ, বি, সম ও তৎ উপসর্গ যোগে পঞ্চ প্রাণ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে অন শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়না তৎস্থলে প্রাণ শব্দের প্রয়োগ হয়। প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম তৎ কে বুঝায় ইহা বৃহদারণ্যক ৩।৯।৯ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। প্রাণন বায়ু সহ চলে। পাঞ্চভৌতিক কিছু না থাকায় বায়ু ছিলনা, এজন্য অবাত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কঠ উপনিষদে বলে ২।৪।১১ নেহনানাস্তি কিংচন। কঠ ১।২।১৪ অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তদ্ পশ্যসিতদ্বদ। কঠ ১।৩।১৫ অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধ বচ্চ যৎ, তাহাই সৎ। ছান্দোগ্যে বলে কথমসতঃ সজ্জায়তেতি। অসৎ হইতে সৎ হয় না। যাতে যা বীজরূপে নাই তাহা হইতে তাহা কর্ম্মরূপে উৎপন্ন হইতে পারে না। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকারে শূন্যবাদ সত্য হয়। তেমনি সৎ হইতে অসৎ বা সৎ হয় না। সৎ নির্ব্বিকার অব্যয় অখণ্ড তাহা হইতে খণ্ড বা ব্যয় হইতে পারে না। সতের নিত্যই একরূপতা, পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন বা হ্রাস বা চ্যুতি অক্ষিত অচ্যুতে সম্ভবেনা। অথচ সন্মূলম্ ছা ৬।৮।৪ মন্ত্রে বলিয়াছে। ঐ ৬।২।২ তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহসৃজত। অকর্ত্তা সৎ কেমনে প্রজাসৃজন করেন বা কারণ হন। মুণ্ডক শ্রুতিতে ২।২ অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ বলে।

মন না থাকিলে ঈক্ষণ সম্ভবেনা, অবাক্ জন্য অমোঘ বাক্য দ্বারা বিনা উপাদানে সৃজন সম্ভবপর নয়। সৃজনের মূল তৎ হইতে পারেনা। বাক্‌মন প্রাণ সম্বন্ধে ছা ৬।১৫ মন্ত্রে বলে তস্য যাবন্ন বাঙ্ মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি। ইহাতে পর দেবতা হইতে বাক্‌মন প্রাণ স্বতন্ত্র। পুরুষের নিজস্ব সম্পদ না হওয়ায় উহারা বহিরাগত উপাধি। গীতায় উহারা ক্ষেত্রের সম্পদ ১৩।৫। অর্থাৎ পুরুষ মায়া বা প্রকৃতি হইতে মনবাক্ প্রাণ ঋণ গ্রহণ করিয়া ঈক্ষণাদি করিয়াছেন। ঋণ জালে জড়িত হইয়া সৎ বন্ধন দশাপন্ন। অন্নপূর্ণা হইতে অন্ন গ্রহণ অর্থ মনবাক্‌প্রাণগ্রহণ। বৃ আ ১।৫।৩ সপ্তান্ন প্রকরণে ত্রীনি আত্মনে অকুরুত মনোবাচং প্রাণং তানি আত্মনে কুরুত। সুতরাং মায়া বা তম সমাগমে সৃজন। সৃষ্টি মায়িক, পুরুষ সাক্ষী। গী ১১।১৫ পশ্যামিদেবাঁ স্তব দেব দেহে। দেহ অর্থ তমাবরণ। আবরণে সৃষ্টি অঙ্কিত। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে আশ্রয় করতঃ তম বা মায়া থাকে না। তম প্রকাশের একত্রাবস্থান সম্ভবপর নহে। এজন্য ভাগবৎ পুরাণে বলে উহা অবিদ্যামানোঽপি অবভাসতে। বিশেষ নির্দ্দোষ সমব্রহ্মে বিষম মায়া থাকিলে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় নির্দ্দোষ বা সমরস হন না। নানাত্ব স্বীকৃত হইয়া পড়ে। ছা ৬।১৫ বলে মনবাক্‌প্রাণ তেজে লয় হয়। তেজ সম্বন্ধে ছা ৬।২।৩ বলে তেজ সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং পাঞ্চভৌতিক, মায়িক। তেজ বা উষ্ণতা অগ্নির ধর্ম্ম, শৈত্য জলের ধর্ম্ম সুতরাং

শীত ও উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব মায়ার সম্পদ। গী ২।১৪ মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। সুখদুঃখবৎ শীত ও উষ্ণ সংঘাত ভোগ করে। পুরুষ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা নির্লেপ। সুতরাং শীত মায়িক। এবং উষ্ণত্বের বিপরীত-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অর্থাৎ উষ্ণতার অভাব। উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপ সংপ্রয়োগাৎ শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতের্জলস্য। শ্রুতি বলেন সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ। অপের মূর্চ্ছনা দিয়া দেহোৎপত্তি ঐতরেয় উপনিষদ বলে। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য অমূর্চ্ছয়ৎ। ছা ৬।২।৩ তেজ হইতে অপের উৎপত্তি বলে। ছা ৬।১৫ তেজ পরে লয় হইলে দেহ মৃত হয় তাপহীন হয়। তাপহীনতাও তাপাভাব একই কথা। মায়ার আগম অপায় যেমন তাপোৎপত্তি ও তাপাভাবও তেমনি ব্যাপার। তাপ বা তেজের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। বিনাশ, অভাব একই কথা। তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মানন্দ বল্লীর ৬ অনুবাকে অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততোবিদুরিতি। ব্রহ্মঅসৎ অর্থাৎ নাস্তি যে বলে সে অসৎ মন্দ। যে অস্তি বলে সেই সৎ। তাহার ৭ অনুবাকে অসদ্বাইদমগ্র আসীৎ। ততোবৈ সদজায়ত বলিয়াছেন। ইহাতে ছা ৬।২।১ কথমসতঃ সজ্জায়তেতি বাক্যের বিরোধ হয়। সৎ মূর্ত্ত অসৎ অমূর্ত্ত গ্রহণে সামঞ্জস্য ঘটে। অন অস্তি ছিল। অস্তিভাতিও প্রিয় সৎচিৎ আনন্দ বুঝায়। ছা ৮।১২।১ অশরীরং বাব সন্তংন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। ছা ৭।২৩ যো বৈভূমাতৎসুখং। সুখ

ক্ষেত্রের সম্পত্তি। যার প্রিয় অপ্রিয় নাই তিনি প্রিয়। যাহা ভাতি তাহা যদি প্রিয় হয় তবে সিনেমাহলের দৃশ্যও প্রিয় হয়, যেহেতু ভাতি। বাক্যমাত্রই বিকার, সুতরাং দ্বৈতের ভাষায় (অদ্বৈত যার ভাষা নাই) তাঁহাকে বুঝানর জন্য নামরূপসত্য পুরুষতদপেক্ষা সত্য বলিয়া বলিতে হয়। অপ্রমেয় পুরুষকে ঠারে ঠোরেই বুঝিয়া নিতে হয়। পুরুষ শব্দ নরাকার পুরুষ-বিধ মূর্ত্তি, পুরুষ পুরীশয়নাৎ অন্তর্যামী, পুরুষ শব্দ অদপূর্ণকেও বলে। গীতায় ১৫।১৬ শ্লোকে ক্ষর পুরুষ শব্দে অপরা প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়াছে। ব্রহ্মশব্দ পরমাত্মা, কার্য্যব্রহ্ম মহদ্‌ব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম বেদকেও বলে। এইসব কারণে সময় সময় স্থানে-স্থানে বিরোধী বাক্য আছে বলিয়া মনে হয়। পুরুষ অদ্বিতীয় অঘটনঘটনপটিয়সী নানা গুণময়ী মায়াযোগে বহুরূপে দৃষ্ট হন। যেমন একখানি দর্পণের কাচ, তার কতকাংশ সমান কতকাংশ উচ্চগোলাইযুক্ত কতকাংশ নিম্ন গোলাইযুত কতকাংশ তির্য্যক্ কাটা, দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে, যদি সেই দেওয়ালের সামনে কেহ দণ্ডায়মান হয় তবে সেই দর্পণে একই সময়ে ঐ ব্যক্তির বহু প্রকার মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ব্যক্তি এক হইলেও দর্পণের তরঙ্গায়িত অবস্থার জন্য নানাত্ব ঘটে। নানাত্ব বহিরাগত উপাধিযোগে। যে সময় উপাধি থাকেনা নানাত্বও থাকেনা কাজেই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

নিদ্রা

নিদ্রা—নি+দ্রা+ঙ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। নিঃশেষে ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার রহিত হয় যখন তাহার নাম নিদ্রা। যাহার জন্য ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার লোপ পায় তাহার নামও নিদ্রা। নিদ্রাকে সুষুপ্তি বলে। "যত্র ন কামং কাময়তে স্বপ্নংনপশ্যতি" তাকে সুষুপ্তি বলে। শ্রুতিতে নিদ্রাকে সম্প্রসাদ বলে। সম্পূর্ণ প্রসাদ বা প্রসন্নতা তৎকালে মিলে। যাঁর দাঁতের বিশেষ যন্ত্রণা হয় নিদ্রাকালে তাহা থাকে না নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলে আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। ইহার অর্থ তৎকালে আমি ও বড় সুখ ছিল, দেহ গেহ ধনজন পুত্রপরিজন ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি মন ত্রিভুবন কেহ তখন উপস্থিত ছিল না। আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক তাপত্রয়ও ছিলনা। এজন্য বড় সুখ। এটি যদি বড় সুখ তবে ছোট সুখ কোন্‌টি? জাগ্রতে দেহ গেহ ধনজন পুত্রপরিজন ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি মন ত্রিভুবন লইয়া যে সুখ তাহা ছোট সুখ। জাগিতেই দাঁতের বেদনাদিজনিত তাপ উপস্থিত [অর্থাৎ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ] অবস্থা ঘটে। নিদ্রাকে শ্রুতি "স্বপিতি" নামক অবস্থা বলিয়াছেন। স্বপিতি অর্থে স্বং অপি ইতো ভবতি। স্বস্বরূপ প্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আনন্দ ফুটিয়া উঠে। এজন্য শ্রুত্যন্তরে বলে সর্ব্বাঃপ্রজা অহরহ গচ্ছন্ত্য এবং ব্রহ্ম-

লোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। (ছা ৮।৩।২)॥ গাঢ় নিদ্রাকালে তমাবরণ যাহাকে আনন্দময় কোশ বলে তাহা থাকে। মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার স্থগিত হয়। অনৃত মায়াই সেই তমাবরণ আনন্দময় কোশ। প্রজা ব্রহ্মানন্দভোগ করে জানে না যে তমাবৃত আছে। এজন্য তদবস্থায়স্থিত আত্মাকে প্রাজ্ঞ বলে। চণ্ডীতে মহামায়াই নিদ্রারূপিণী, বিষ্ণু তাহা দ্বারা অভিভূত হইয়া নিদ্রিত। বিষ্ণু গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত থাকা কালেই তাঁর দেহস্থ মায়িক কর্ণ মল হইতে দৈত্যদ্বয় ও নাভিস্থ কারণসলিলস্থ "ক" মল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটে। পুরুষের অজ্ঞাতে মায়াকৃত সৃষ্টি। যেমন গীতায় বলে ১৩।৩০ প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ পুরুষ অকর্ত্তা যেহেতু তাঁর অজ্ঞাতে সৃষ্টি। ইহা যে জানে, দেখে সেই প্রকৃত দেখে, অন্যে বিভ্রান্ত চিত্তে দেখে যে নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার অব্যয় পুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা। এই চিত্তবিভ্রম অবিদ্যা অজ্ঞানজনিত। অবিদ্যাই নিদ্রারূপিণী। জাগ্রতাবস্থায় যিনি অবিদ্যাক্রান্ত তিনিও নিদ্রিত। এই অর্থে গীতায় ২।৬৯ যা নিশা সর্ব্ব ভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভুতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। নিশাতে নিদ্রা হয় "তমোঽভিভুতং সুখরূপমেতি।" নিশার অপর নাম রাত্রি। রাত্রিতে স্বপ্নে কত কিছু সৃষ্টি হয়। এজন্য ঋগ্বেদে ১০।১৯০।১ মন্ত্রে সৃষ্টি বলিতে গিয়া বলিয়াছেন ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।

ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। ১। শ্রুত্যন্তরে ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম বাক্য দৃষ্ট হয় সুতরাং পরং ব্রহ্মই এখানে ঋতং সত্যং দ্বারা বুঝাইতেছে। ঋতং অর্থ সর্ব্বগতং সত্য ছিলেন কেবল একা। দীপ্ত উগ্রতপস্যায় অধ্যর্ধ অর্থাৎ উপচিত হইলেন। ততঃ রাত্রি উপস্থিত হইলেন। রাত্রি নিদ্রা মহামায়া। তৎপর আকাশ। বেদে আকাশকে সমুদ্র বলে। বৃ আ ১।৪।৩ স বৈ নৈবরেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎসহৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাং। ঋ ১০।১২৯।৩ বলে তম আসীৎ তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়-তৈকং। এখানেও পুরুষ একা ছিলেন, তম সমাগম হইয়াছিল তমঃরূপ কারণসলিল দ্বারা এই সব আবৃত করিলে তুচ্ছ্যা মায়া দ্বারা আভু যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি যেন আবৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেন, হিরণ্যগর্ভ প্রথমজের উৎপত্তি ঘটিল।

মুণ্ডক—তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণঃ। ব্রহ্ম, তপস্যায় যেন বর্দ্ধিত কলেবর হইলেন, তাহা হইতে অন্ন (মায়ার) উপস্থিতি ঘটিল অন্ন হইতে প্রাণ হিরণ্যগর্ভ। যেমন সিনেমা হলে অন্ধকার সমাগমে খেলা দেখা যায়। এও তেমনি রাত্রি বা তমের অন্ধকার সমাগমে সৃষ্টির খেলা প্রতীয়মান হয়। রাত্রি নিদ্রার সময় জন্য রাত্রি ও নিদ্রা একার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন আয়ুর্বৈঘৃতং। নিদ্রা বা মায়ার জন্যই

জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়। স্বপ্নের সুখদুঃখ অলীক বলিয়া গণ্য হয়। চণ্ডীতে বিষ্ণু নিদ্রাবস্থাবিস্ট হইলে সৃষ্টি হয় সুতরাং জাগ্রত ও মায়া নিদ্রাযুক্তঅবস্থা। এই নিদ্রাত্যাগে অর্থাৎ জাগ্রতে যে প্রপঞ্চ (যাহাকে ব্যবহারিক সত্ত্বা বলে) তাহা ত্যাগে স্বস্বরূপে স্থিতি অনিদ্রা অবস্থা। ইহাই গীতায় "সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ" বাক্যের তাৎপর্য্য। ঈশা উপনিষদে এজন্য বলিয়াছে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃকস্যস্বিদ্ধনম্। ধন কোথায় যে গৃধ করিবে। এইটী সাধন সাপেক্ষ। সাধন প্রারম্ভে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা করিয়া নিতে হয়। সাধন অর্থ সা পরমাত্মা ধন অন্য সব অধন, অধন ত্যাগের প্রচেষ্টা সাধন। কঠ উপনিষদে এই মায়া নিদ্রা ত্যাগে স্বরূপে যাইবার জন্য বলিয়াছেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ইষ্ট কি ?

ইষ্‌+ক্ত ইষ্ট। যাহা প্রাপ্তির জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয় তাহাই অভিলষিত জন্য ইষ্ট। সবাই দুঃখ রহিতে সুখ শান্তি চায়। দেহখানি চির অটুট থাকে অর্থাৎ মর্ত্ত্যভাব বাঞ্ছনীয় নহে অমরত্বই ইষ্ট। ভাল মন্দ কখন কি ঘটে তাহা জানিতে চায়। অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা ইষ্ট। স্বতন্ত্রতা চায়। কারও অধীনতা ইষ্ট নহে। স্বাতন্ত্র্য ইষ্ট। স্বপ্রাধান্য চায়। আমার মতে সব চলুক। প্রভুত্বও মানবের ইষ্ট। ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৮।৭ খণ্ডে বর্ণিত য আত্মা অপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু র্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। যেমন দৈত্যরাজ বিরোচন, প্রজাপতি হইতে উপদেশ শুনিয়া ও দেহই আত্মা বুঝিয়া প্রচার করিয়াছেন তেমনি বুদ্ধিযুত সাধারণ জীব সকল। অর্থাৎ জীব যাহা চায় তাহা কেবল ঈশ্বরেই দৃষ্ট হয় সুতরাং জীব ঈশ্বর চায় না ঈশ্বর হতে চায়। ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা। মানবও তাই পাইতে চায়। অনীশ জীব ঈশ-পদাকাঙ্ক্ষী। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে তাহার অধীন হইতে হয়। মানব অন্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ লোকে বলে, কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে তাহার অবস্থা বড়ই হীন। ছাগশিশু জন্মিয়াই

আপনা আপনি মাতৃস্তন্যপানে সমর্থ, গাত্রে লোম থাকায় রৌদ্র-বৃষ্টি, সহনশীল, আপনি আহার্য্য ঘাস বাছিয়া খাইতে সমর্থ। মানব শিশুর সে স্বতন্ত্রতা নাই, চর্ম্ম পাতলা লোমহীন জন্য রৌদ্র বৃষ্টির প্রভাব হইতে বাঁচিবার জন্য অন্যের সহায়তা চাই। সে জন্মিবার পর ছয় মাস গত না হইলে হামাগুড়ি দিয়া মাতৃস্তন্য গ্রহণে সমর্থ হয় না। তাহার পদে পদে পরমুখাপেক্ষিতা। আপনি আপনার অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করিতে, জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতে সে চিরকালই অপারগ। যে পদে পদে পরমুখাপেক্ষী তার স্বাতন্ত্র্য, প্রভুতা ইচ্ছা অজ্ঞান নিবন্ধন। যতদিন অবিদ্যাবশে ততদিন সর্ব্বজ্ঞ হওয়া অমরত্ব সুখিত্বাদিলাভ অসম্ভব ব্যাপার। মানবকে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জ্ঞানীর সাহায্য গ্রহণ অতীব আবশ্যক। অর্থাৎ গুরু বিনা জ্ঞান নাই। বালক পিতা মাতা হইতে দ্রব্যজ্ঞান লাভ করে। যদি কোন বালককে বোবা দ্বারা পোষণ করান যায় সেই বালক কথা বলিবার বয়স হইলেও কিছু বলিতে শিখিবে না। শিক্ষক হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু দ্বারা ইহলোকে সব আক্রান্ত। জন্মিবামাত্রই ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইয়া বালক রোদনপরায়ণ হয়। যাবজ্জীবন এই ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করিতে হয়। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া মানব ভিক্ষা করে, গোলামী করে, চুরি করে, ঘুষ খায়, ডাকাতি করে আপনাকে হীনতর অবস্থায় উপনীত করে। তৃষ্ণা জল পিপাসা, অর্থপিপাসা, আলিঙ্গনাদি

পিপাসাকেও বলে। অন্ন না খাইয়া মাসাধিককাল থাকা যায় কিন্তু জলপান না করিয়া সপ্তাহ কালও বাঁচা যায় না। অর্থাদি পিপাসা লোককে পিশাচ তুল্য করে। ইংরেজ কবি সেক্ষপিয়ার মেক্‌বেথে তাহা বিশেষভাবে ফুটাইয়াছেন। আধি-আধি-দৈবিক তাপকে বলে, যেমন জল প্লাবন, ভূমিকম্প, ঘূর্ণীব্যাত্যা, মহামারী ইত্যাদি। ব্যাধি রোগ ভোগ। কতরকমের রোগ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জরা বার্দ্ধক্য, অতি দীর্ঘ জীবন অতীব দুঃখদায়ক। দীর্ঘ জীবনে কত আপদ দুঃখ শোক তাপ তাপিত করে। বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া শিথিল হয়, স্মৃতিলোপ হয়, শরীর অচল হয়। মৃত্যু স্থূল দেহের নাশ। মৃত্যু কেহ চায় না অথচ মৃত্যু কাহাকেও ছাড়ে না। মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকাদি ভোগ হয়, ইহা ইহুদী, জেরেষ্ট্রিয়ান, ঈশা, মুশা সকলেরই স্বীকৃত। অথচ লোকে মনে করে স্থূল দেহ গেল তবে সব গেল। স্থূল দেহনাশে আর কিছু থাকে এই বিশ্বাস পুরা থাকিলে শোকের কারণ থাকে না। সঙ্গ-সুখ-সার সংসার। দেহনাশে সঙ্গসুখ ভোগের আশা থাকে না জন্যই তাপিত হয়। যদি স্বর্গ সুখ মহান্ হয় তবে যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবানের স্মরণ মনন করিতে করিতে দেহ রক্ষা করে, জীবিতেও পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ থাকে সে এই দুঃখময় সংসার ত্যাগে স্বর্গে শান্তি সুখের স্থানে যাইতেছে এজন্য শোকার্ত্ত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই সমীচীন। কোন মতবাদীর ধারণা যে জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস, মুক্তিতেও ঈশ্বরের অধীন থাকে।

আপনা আপনি মাতৃস্তন্যপানে সমর্থ, গাত্রে লোম থাকায় রৌদ্র-বৃষ্টি, সহনশীল, আপনি আহার্য্য ঘাস বাছিয়া খাইতে সমর্থ। মানব শিশুর সে স্বতন্ত্রতা নাই, চর্ম্ম পাতলা লোমহীন জন্য রৌদ্র বৃষ্টির প্রভাব হইতে বাঁচিবার জন্য অন্যের সহায়তা চাই। সে জন্মিবার পর ছয় মাস গত না হইলে হামাগুড়ি দিয়া মাতৃস্তন্য গ্রহণে সমর্থ হয় না। তাহার পদে পদে পরমুখাপেক্ষিতা। আপনি আপনার অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করিতে, জীবন-যাত্রানির্ব্বাহ করিতে সে চিরকালই অপারগ। যে পদে পদে পরমুখাপেক্ষী তার স্বাতন্ত্র্য, প্রভূতা ইচ্ছা অজ্ঞান নিবন্ধন। যতদিন অবিদ্যাবশে ততদিন সর্ব্বজ্ঞ হওয়া অমরত্ব সুখিত্বা-দিলাভ অসম্ভব ব্যাপার। মানবকে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জ্ঞানীর সাহায্য গ্রহণ অতীব আবশ্যক। অর্থাৎ গুরু বিনা জ্ঞান নাই। বালক পিতা মাতা হইতে দ্রব্যজ্ঞান লাভ করে। যদি কোন বালককে বোবা দ্বারা পোষণ করান যায় সেই বালক কথা বলিবার বয়স হইলেও কিছু বলিতে শিখিবে না। শিক্ষক হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু দ্বারা ইহলোকে সব আক্রান্ত। জন্মিবা-মাত্রই ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইয়া বালক রোদনপরায়ণ হয়। যাবজ্জীবন এই ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করিতে হয়। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া মানব ভিক্ষা করে, গোলামী করে, চুরি করে, ঘুষ খায়, ডাকাতি করে আপনাকে হীনতর অবস্থায় উপনীত করে। তৃষ্ণা জল পিপাসা, অর্থপিপাসা, আলিঙ্গনাদি

পিপাসাকেও বলে। অন্ন না খাইয়া মাসাধিককাল থাকা যায় কিন্তু জলপান না করিয়া সপ্তাহ কালও বাঁচা যায় না। অর্থাদি পিপাসা লোককে পিশাচ তুল্য করে। ইংরেজ কবি সেক্ষপিয়ার মেক্‌বেথে তাহা বিশেষভাবে ফুটাইয়াছেন। আধি-আধি-দৈবিক তাপকে বলে, যেমন জল প্লাবন, ভূমিকম্প, ঘুর্ণীব্যাত্যা, মহামারী ইত্যাদি। ব্যাধি রোগ ভোগ। কতরকমের রোগ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জরা বার্দ্ধক্য, অতি দীর্ঘ জীবন অতীব দুঃখদায়ক। দীর্ঘ জীবনে কত আপদ দুঃখ শোক তাপ তাপিত করে। বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া শিথিল হয়, স্মৃতিলোপ হয়, শরীর অচল হয়। মৃত্যু স্থূল দেহের নাশ। মৃত্যু কেহ চায় না অথচ মৃত্যু কাহাকেও ছাড়ে না। মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকাদি ভোগ হয়, ইহা ইহুদী, জেরেষ্ট্রিয়ান, ঈশা, মুশা সকলেরই স্বীকৃত। অথচ লোকে মনে করে স্থূল দেহ গেল তবে সব গেল। স্থূল দেহনাশে আর কিছু থাকে এই বিশ্বাস পুরা থাকিলে শোকের কারণ থাকে না। সঙ্গ-সুখ-সার সংসার। দেহনাশে সঙ্গসুখ ভোগের আশা থাকে না জন্যই তাপিত হয়। যদি স্বর্গ সুখ মহান্ হয় তবে যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবানের স্মরণ মনন করিতে করিতে দেহ রক্ষা করে, জীবিতেও পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ থাকে সে এই দুঃখময় সংসার ত্যাগে স্বর্গে শান্তি সুখের স্থানে যাইতেছে এজন্য শোকার্ত্ত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই সমীচীন। কোন মতবাদীর ধারণা যে জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস, মুক্তিতেও ঈশ্বরের অধীন থাকে।

জীব অনীশ অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান। ইহা ঈষৎ চিন্তা করিলেই হৃদ্‌বোধ হয়। একজন আইনজ্ঞ লক্ষটাকা উপর্জ্জনশীল, তিনি চিকিৎসা বিদ্যা, শিল্প শাস্ত্রাদি জানেন না। কেহ পূর্ত্ত-কার্য্য-দক্ষ, আইন জানেন না। একজন চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রবীন কিন্তু আইন পুর্ত্তকার্য্যে দক্ষ নহেন। এইরূপ সর্ব্বত্র অনীশভাব। বাইবেলাদি শাস্ত্রে এক ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান জগতের প্রভূ অজর অমর শান্তিময় আনন্দ স্বরূপ। সে শান্তি মানব ও উপভোগ করিতে পারে যদি সে ঈশ্বরের উপাসনারত হয়। উপাসনা করিলে উপাসক উপাস্য দেব যে স্থানে থাকেন সেই স্বর্গে যাইয়া স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারে ইহাকে সামীপ্য ও সালোক্য লাভ বলে। ইহা সর্ব্বসম্মত কথা। অস্মদ্দেশের শাস্ত্রে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বলে। তাহা সারূপ্য ও সাযুজ্য। সারূপ্য অর্থ উপাস্যদেবের সমান রূপ লাভ করা এবং সাযুজ্য উপাস্য দেহে স্থিতি লাভ করা। ইহাতে সে উপাস্য সহ একলোকে একই রূপ ধারণে একই ভোগের ভোক্তা হয়। দেবতা হয় না। মানবের দেবতা হইবার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ। এই আকাঙ্ক্ষা তার চিত্তে জাগে কেন? কেহ কেহ বলেন মানব নবতত্ত্ব পরিবেষ্টিত হইলেও স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা। নবতত্ত্বকে মা অর্থাৎ নিষেধিত করিয়া বেষ্টনী বিযুক্ত হইয়া দেবতা হয়। গীতায় ৬।২৩ শ্লোকে বলে "তং-বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগ বিয়োগং যোগ সংজ্ঞিতম্"। নবতত্ত্বই দুখের হেতু। মায়া সহ অষ্ট তত্ত্ব সংযোগেই দুঃখ। তাহার বিয়োগে

জীব শিব হয়। ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। গী ৭।৪। ভাগবৎ পুরাণে বলে ১২।১১।৫ মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকার ময়ো বিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্। ত্রিভূবনব্যাপী দেবদেহ বিকার মায়া ও পূর্ব্বোদ্ধৃত অষ্টতত্ব নির্ম্মিত। মানব দেহও নবতত্ত্বনির্ম্মিত। সেই নবতত্ত্বে ধ্যান না দিয়া বেষ্টনী মধ্যগত পুরুষ সাধন করিলে জ্ঞানাগ্নিতে বেষ্টনী নবতত্ত্ব জ্বলিয়া যায়। পুরুষ দেবত্ব লাভ করে। মানবের অল্পজ্ঞত্ব অল্পশক্তিমত্ব মায়ার বেষ্টনী জন্য, তাহা সাধনবলে বিদূরিত করিলে স্ব স্বরূপে স্থিতি। মানব দেহ নবতত্ত্ব-সংযোগে উৎপন্ন হয়, নবতত্ত্ব-বিয়োগে দেহলয়ে স্বরূপে স্থিতি ঘটে। স্বরূপটা কি? তাহা প্রত্যক্ষ অনুমান দ্বারা কথঞ্চিৎ জানা যায়। সবাই প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহ অচেতন। দেহে যতক্ষণ চেতন থাকে ততক্ষণ জীবন ব্যাপার। ইহাতে চেতনের অবস্থিতি অনুমেয়। প্রকারান্তরেও এইটী জানা যায়। একটী বালক কেবল দুগ্ধ পান করে। সেই দুগ্ধ পেটের ভিতর গেলে সেখানে কোন কর্ত্তার প্রক্রিয়ায় নয় ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগে মল, এক ভাগে মূত্র এবং চর্ম্ম, মাংস, রুধির, হাড়, মজ্জা, স্নায়ু, চর্ব্বি, এই সপ্ত ধাতুতে পরিণত হয়। তেমনি যদি কেহ কেবল ফলের রস খায় তবে সেই রসকেও নয়ভাগে বিভক্ত করে। যদি কেহ ষোড়শ প্রকারের অন্নব্যঞ্জনাদি আহার করে তাহাও সে নয় ভাগ করে। অচেতন কর্ত্তা ধরায় দৃষ্ট হয় না।

চেতনই কর্ত্তা হয়, সুতরাং এই নয় ভাগ করেন যিনি তিনি চেতন কর্ত্তা নিশ্চয় হইবেন এ অনুমান অনিবার্য্য। শাস্ত্রে এই চেতন কর্ত্তার নাম বৈশ্বানরদেব। তেজোময় বৈশ্বানরদেব হৃদয়ে বাস করেন। যতক্ষণ দেহে থাকেন ততক্ষণ দেহ তাপযুক্ত হয় জীবন থাকে, ইনি উৎক্রমণ করিলে দেহে জীবন থাকে না, দেহ শীতল হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বব্যাপী, চেতন, অকর্ত্তা, অভোক্তা নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নিরিন্দ্রিয়, অমনা, নিরবয়ব, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্ত। দেহস্থ চেতন কর্ত্তা সক্রিয়-দেহ-মন-ইন্দ্রিয়-যুক্ত। তবে চেতন পরিবর্ত্তনশীল হইতেছে। শ্রুতি বলেন কোন বস্তুর স্বভাব বদলায় না। যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়বীয় পদার্থ। তাহাদের H_2O সংযোগে উহারা তরল জল হয়। এই সংযোগ মিশ্রির সরবৎবৎ স্বল্প সংযোগ নহে। ইহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেমিকেল কম্‌বিনেসন্‌ বলেন। ইহাতে মনে হয় H এবং O আপন বায়বীয় স্বভাব ত্যাগ করে, কিন্তু দেখা যায় উহাদের বায়বীয় স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে না। ইলেকট্রিক্‌ কারেন্ট পাশ করিলে জল আর জল থাকে না H এবং O বায়বীয় ভাব প্রাপ্ত হয়। তেমনি জল জ্বাল দিলে জল উত্তপ্ত হয় তাহাতে হাত দিলে হাতে ফোস্কা পড়ে। জল শৈত্যগুণ বিশিষ্ট তাহা হস্ত দগ্ধ করিতে পারে না, অগ্নির দাহিকা শক্তিতেই হস্ত দগ্ধ হয়। অগ্নি জলের শৈত্য সংযোগে আপনার দহন শক্তিচ্যুত হয় নাই। জল ও অগ্নি সংযোগে আপন শৈত্য ধর্ম্মচ্যুত হয় না। জল নাবাইয়া রাখিয়া দিলে

পুনঃ আপন শৈত্য ধর্ম্মসহ স্থিত হয়। ইনি অচ্যুত অক্ষিত। দেহস্থ চেতনে যে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব দৃষ্ট হয় তাহা চিত্তবিভ্রমে আরোপিত মাত্র। আবরকের ক্রিয়াশীলতা আবৃতে আরোপিত হইতে দেখা যায়। যেমন "চাঁদের নাচনি দেখলো স্বজনি বিমল জলের তলে।" এখানে দ্রষ্টার দুইটি বিভ্রম দৃষ্ট হয়। প্রথম জলের তলে চাঁদ নাই। দ্বিতীয় যে প্রতিবিম্ব আছে তাহা তাহার আকাশস্থ বিম্ব চন্দ্র না নাচিলে নাচিতে পারে না, কারণ প্রতিবিম্ব বিম্বের অনুকরণ মাত্র। জলের নাচনি চাঁদে আরোপ করতঃ চাঁদের নাচনি দেখিয়াছে। জীব পঞ্চকোষ বেষ্টিত। বেষ্টনীর ক্রিয়াশীলতা আবৃত জীবাত্মায় আরোপিত করিয়া জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বলা হয়। গীতায় ১৩।৩০ ভগবান বলিয়াছেন প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মানি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানম কর্ত্তারং স পশ্যতি। গী ৩।২৭ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। ইহাতে জীব শিবের একত্ব ঘটায়, মায়াতীতে নিত্য মুক্ত, ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরং। নিরাবিল আনন্দ, অমৃতত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভ ঘটে। একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। সুতরাং মানবের আকাঙ্খা ইচ্ছা অমূলক বা স্বাপ্নিক নহে। ইহাই মানবের ইষ্ট তাহা সাফল্য মণ্ডিত করিতে যে সাধন প্রয়োজন তাহা অত্যধিক ক্লেশপ্রদ হইলেও পশ্চাৎপদ হইবার কারণ নাই। ইহাই মানব জীবনের কৃত কৃত্যতা।

৬

চেতনই কর্ত্তা হয়, সুতরাং এই নয় ভাগ করেন যিনি তিনি চেতন কর্ত্তা নিশ্চয় হইবেন এ অনুমান অনিবার্য্য। শাস্ত্রে এই চেতন কর্ত্তার নাম বৈশ্বানরদেব। তেজোময় বৈশ্বানরদেব হৃদয়ে বাস করেন। যতক্ষণ দেহে থাকেন ততক্ষণ দেহ তাপযুক্ত হয় জীবন থাকে, ইনি উৎক্রমণ করিলে দেহে জীবন থাকে না, দেহ শীতল হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বব্যাপী, চেতন, অকর্ত্তা, অভোক্তা নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নিরিন্দ্রিয়, অমনা, নিরবয়ব, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্ত। দেহস্থ চেতন কর্ত্তা সক্রিয়-দেহ-মন-ইন্দ্রিয়-যুক্ত। তবে চেতন পরিবর্ত্তনশীল হইতেছে। শ্রুতি বলেন কোন বস্তুর স্বভাব বদলায় না। যেমন হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন বায়বীয় পদার্থ। তাহাদের $H_2 O$ সংযোগে উহারা তরল জল হয়। এই সংযোগ মিশ্রির সরবৎবৎ স্বল্প সংযোগ নহে। ইহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেমিকেল কম্‌বিনেসন্ বলেন। ইহাতে মনে হয় H এবং O আপন বায়বীয় স্বভাব ত্যাগ করে, কিন্তু দেখা যায় উহাদের বায়বীয় স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে না। ইলেকট্রিক্ কারেন্ট পাশ করিলে জল আর জল থাকে না H এবং O বায়বীয় ভাব প্রাপ্ত হয়। তেমনি জল জ্বাল দিলে জল উত্তপ্ত হয় তাহাতে হাত দিলে হাতে ফোস্কা পড়ে। জল শৈত্যগুণ বিশিষ্ট তাহা হস্ত দগ্ধ করিতে পারে না, অগ্নির দাহিকা শক্তিতেই হস্ত দগ্ধ হয়। অগ্নি জলের শৈত্য সংযোগে আপনার দহন শক্তিচ্যুত হয় নাই। জল ও অগ্নি সংযোগে আপন শৈত্য ধর্ম্মচ্যুত হয় না। জল নাবাইয়া রাখিয়া দিলে

পুনঃ আপন শৈত্য ধর্ম্মসহ স্থিত হয়। ইনি অচ্যুত অক্ষিত। দেহস্থ চেতনে যে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব দৃষ্ট হয় তাহা চিত্তবিভ্রমে আরোপিত মাত্র। আবরকের ক্রিয়াশীলতা আবৃতে আরোপিত হইতে দেখা যায়। যেমন "চাঁদের নাচনি দেখলো স্বজনি বিমল জলের তলে।" এখানে দ্রষ্টার দুইটি বিভ্রম দৃষ্ট হয়। প্রথম জলের তলে চাঁদ নাই। দ্বিতীয় যে প্রতিবিম্ব আছে তাহা তাহার আকাশস্থ বিম্ব চন্দ্র না নাচিলে নাচিতে পারে না, কারণ প্রতিবিম্ব বিম্বের অনুকরণ মাত্র। জলের নাচনি চাঁদে আরোপ করতঃ চাঁদের নাচনি দেখিয়াছে। জীব পঞ্চকোষ বেষ্টিত। বেষ্টনীর ক্রিয়াশীলতা আবৃত জীবাত্মায় আরোপিত করিয়া জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বলা হয়। গীতায় ১৩।৩০ ভগবান বলিয়াছেন প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মানি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানম কর্ত্তারং স পশ্যতি। গী ৩।২৭ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। ইহাতে জীব শিবের একত্ব ঘটায়, মায়াতীতে নিত্য মুক্ত, ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরং। নিরাবিল আনন্দ, অমৃতত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভ ঘটে। একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। সুতরাং মানবের আকাঙ্খা ইচ্ছা অমূলক বা স্বাপ্নিক নহে। ইহাই মানবের ইষ্ট তাহা সাফল্য মণ্ডিত করিতে যে সাধন প্রয়োজন তাহা অত্যধিক ক্লেশপ্রদ হইলেও পশ্চাৎপদ হইবার কারণ নাই। ইহাই মানব জীবনের কৃত কৃত্যতা।

বেদ

বিদ জ্ঞানে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বেদ জ্ঞান ভাণ্ডার। বেত্তিরূপং বিদ জ্ঞানে বিন্তু বিদ বিচারণে, বিদ্যতে বিদ-সত্বায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে॥ যাহা দ্বারা জ্ঞানস্বরূপকে জানা যায়, যাহাতে ব্রহ্ম বিচারিত, যাহার সত্বা চিরই বিদ্যমান থাকে, যাহা লাভ করিলে আর কিছু লভ্য থাকে না তাহারই প্রকাশক বেদ। বেদকে আম্নায়ও বলে। আম্নায়তে উপদিশ্যতে—ধর্ম্মোহনেনেতি আম্নায়ঃ। শ্রুয়তে ধর্ম্মোহনয়া সংজ্ঞায়াং ক্তি রিতি-শ্রুতিঃ। তেষামৃগ্‌ যত্রার্থবশেন পাদ ব্যবস্থাঃ। গীতিষু সামঃ শেষে যজুঃ শব্দ (গদ্য)। বেদকে ত্রয়ী বলে যেমন গী ৯।২১ এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা-লভন্তে। বিদ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে লভন্তে বা এভি ধর্ম্মাদি পুরুষার্থা ইতি বেদাঃ। অপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ। প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়োনবুধ্যতে। এবং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্‌ বেদস্য বেদতাঃ॥ যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানে জানা যায় না, অর্থাৎ অপ্রমেয় (অদ্বিতীয় ব্রহ্ম) তাহা বেদ দ্বারা জানা যায়। ইহাই বেদের বেদত্ব বা মহিমা। আপস্তম্ব বেদ ব্রাহ্মণয়ো র্বেদ নাম ধেয়ম্‌। অগ্নেঃ ঋগ্‌ (ইহ লোক) জয় হয়, যজুঃ বায়োঃ (ভুব লোক) জয় হয়, সাম আদিত্যাদ্‌ (সোম লোক) জয় হয়। জ্ঞান কাহাকে বলে ? কোন বস্তুর তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইলে

যে চিত্তবৃত্তির বিকাশ ঘটে তাহা জ্ঞান জন্য। যেমন দশমোঽহং এইটা উপলব্ধি হইলে—দশম বিষয়ক চিত্ত বিভ্রম নাশে জ্ঞানোদয় হয়। বস্তু কি? যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই বস্তু হইবে। যেমন সিনেমাহলে দৃষ্ট দৃশ্য সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জন্য বস্তু। যাহা মন বুদ্ধি গ্রাহ্য তাহাও বস্তু হইতে বাধা নাই। বন্ধ্যা পুত্র, শশশৃঙ্গ বস্তু হইতে বাধা নাই। বায়ু চক্ষুগ্রাহ্য না হইলেও স্পর্শেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য বটে। শুক্তিতে যে শ্বেতবর্ণ আছে তাহাতে রজত ভ্রমে কেহ ইদং রজতং বুদ্ধি জন্য গ্রহণ করে। পশ্চাৎ বিচারে চিত্তভ্রম নাশে নেদং রজতং জ্ঞান হইলে উহা ত্যাগ করে। এস্থলে যেমন বস্তু বলিয়া গ্রহণান্তর বিচারে উহা অবস্তু প্রমাণিত হওয়ায় ত্যাগ করে তেমনি অনেক কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জন্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, পশ্চাৎ বিচার সহ নহে জন্য অবস্তু বলিয়া ত্যাগ করেন দৃষ্ট হয়। যেমন সিনেমাহলে দৃষ্ট হস্তী, নর, বৃক্ষ, গো, ঘোটক, নদী, পর্ব্বত, সাগর, রেল, ষ্টীমারাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও এবং তৎদৃষ্টে সত্যকার হস্তী আদির জ্ঞান হইলে ও যেমন উহা বস্তু তস্তু অবস্তু। উক্ত হলে কোন কিছু নাই অথচ আঁধারে বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইলেই বস্তু হয় না। চন্দ্রের সূর্য্যবৎ স্বকীয় কোন রশ্মি নাই। অমার চন্দ্রমা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ শীতাংশুর কিরণ বলিয়া ইদং-রজতং বলিয়া গ্রহণকারীর ন্যায় বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ গ্রহণ

করেন। অভিধানে নীলাম্বু সমুদ্রের নাম বলিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি সমুদ্র দর্শন করে সে প্রত্যক্ষ করে যে সমুদ্র জল শ্বেতবর্ণ, শ্বেত বস্ত্রকে নীল করে না। প্রতি মিনিটে যে সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছে তাহা দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ, সুতরাং সমুদ্রকে নীলাম্বু বলা চিত্তবিভ্রম মাত্র। যখন সূর্য্যাস্ত হয় তখন বিভ্রান্ত চিত্তের মনে হয় যেন সূর্য্য তাঁর রশ্মি সকল সংযত করিয়া পেটিকায় আবদ্ধ করতঃ অস্তাচল পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হন না চিরই আকাশে উদীয়মান থাকেন। অস্তাচল বা উদয়াচল বলিয়া কোন পর্ব্বত নাই। তেমনি চিত্ত বিভ্রমে মরীচিকায় জল দেখে। আঁধারে যে রজ্জুখণ্ডে সর্পদেখে তাহাও চিত্তবিভ্রম মাত্র। কেহ কেহ বলেন তেমনি নিশ্চল চিন্ময় ব্রহ্মে সচল মৃন্ময় জগৎ চিত্ত বিভ্রম বশতঃ দৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন এই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই বস্তু, আর সবই অবস্তু অসৎ। এজন্যই গীতায় ২।১৬ নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ বাক্যটী ভগবান বলিয়াছেন। এই বস্তুজ্ঞানই জ্ঞান আর সব অজ্ঞান। মতান্তরে কেহ বলেন, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সব অজ্ঞান। ইহাতে চেতন পুরুষের জ্ঞানই জ্ঞান এবং অচেতন প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞান হইতেছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান দর্শন সবই জড় প্রকৃতি বা তার প্রকার ভেদের বিশ্লেষণ মাত্র। এজন্য উহা অজ্ঞানের প্রসারক মাত্র। অজ্ঞান প্রকৃতি বা ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষ সুখং দুঃখং সংঘাত শ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদাহৃতম্॥

বাইবেলে বলে For though I be absent in flesh yet I am with you in spirit. মায়িক দেহ-সংঘাত হইতে চিৎ স্বতন্ত্র। And things are not what they seem. বাইবেল, কোরাণাদি শাস্ত্রে একেশ্বরবাদ বর্ণিত। গীতার ভাষায় হিরণ্যগর্ভ অব্যক্তা মায়া সংযোগে ব্যক্তমধ্য অবস্থা মাত্র। ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা সম্বন্ধে ন্যায় বলেন আদাবন্তেযন্নাস্তিবর্ত্ত-মানেঽপিতত্তথা। আদিতে নাই অন্তে নাই মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য দেখা যায় যাহা তাহা তৎকালেও থাকে না। যেমন অজ্ঞান আঁধারে রজ্জুতে সর্প দর্শনস্থলে দর্শনকালেও সর্প থাকেনা। একেশ্বর বাদের ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকর্ত্তা সর্ব্ব শক্তিমান্। নিষ্কল নিশ্চল পুরুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্ অকর্ত্তা অভোক্তা। সৃষ্টি স্থিতি নাশ তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর নহে। শ্রুতি বলেন "অপ্রাণোহ্যমনাশুভ্রঃ", মন বাক্ প্রাণ তাঁর নাই কেবল জ্যোতিঃস্বরূপ। এই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সনাতন পুরুষ যাঁকে শ্রুতি সত্য জ্ঞান অনন্ত বলেন তিনিই আছেন আর সব অজ্ঞানজ। বেদই একমাত্র গ্রন্থ যাহা এই নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার পুরুষের কথা বলিয়া মহিমান্বিত।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে মন বুদ্ধির সচেতনতা স্বীকার্য্য। বেদের প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠতম মন্ত্রে "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" বাক্যে মন বুদ্ধি অচেতন বলিয়াছেন। কেন উপনিষদে মন ইন্দ্রিয়াদি অচেতন বলিয়াছেন। উহারা চেতন দ্বারা চালিত হয়। ইহাই কেন শ্রুতির বিষয়। পূর্ব্বোধৃত গীতার বচনে "চেতনা" শব্দের প্রয়োগ আছে তাহা স্ফুরিত বুদ্ধি বৃত্তিকে বুঝায়। জড়বুদ্ধি চিৎ সাক্ষাতে চেতনবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। এজন্য গীতায় উহা বিকার ক্ষেত্রের সম্পদ বলা হইয়াছে। যেমন সাধারণ প্রখর সূর্য্যকিরণে ছন, খড়, সোলা, কাগজ, দেশলাই, কাপড় প্রভৃতি অতীব দাহ্য পদার্থ জ্বলে না। তাহাতে জানা যায় সূর্য্য দাহ্য বস্তু দহন বিষয়ে নিষ্ক্রিয়। কানপুর; প্রয়াগাদি প্রদেশে গ্রীষ্মকালে খুব গরম হয়, তাহাতে অনেক লোকের সূর্য্যোত্তাপে মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাহাদের জামায় যে দিয়াশালাই, সিগারাদি থাকে বা গাত্রস্থ কাপড় তাহা জ্বলিয়া উঠে না। যতই গরম হোক্ সূর্য্য দাহ্য বস্তু দহন করে না। যদি দহন করিত তবে কেহ খরের বাংলা বা কাপড়ের তাম্বুতে বাস করিতে পারিত না। কিন্তু যদি ঐ সকল দাহ্য পদার্থ সূর্য্যকিরণে থাকাবস্থায় কেহ তদুপরি আতস-কাচ ধারণ করে তবে আতস কাচজনিত সূর্য্য-প্রতিবিম্ব-পাতে দাহ্য বস্তুতে তৎক্ষণাৎ দহন ক্রিয়া আরম্ভণ হয়। তেমনি বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিৎ অচেতন মনের চাঞ্চল্যের কারণ হয়। উক্ত দৃষ্টান্তে সূর্য্য দহন বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রতিবিম্বপাতের দহন গৌণীভাবে সূর্য্য

করেন এমত বলে। তদ্বৎ চিৎ নিক্রিয় হইলেও প্রতিবিম্বপাতে চিত্তের ক্রিয়াশীলতা উৎপাদন করেন। বিজ্ঞানে বলে Matter is a stage of motion. জগৎটাও matter, ইহাও কিছুর motion হইবে। জগৎ অর্থ নাশ গমনশীল। কাহার motion জন্য জগৎ ভাসে? তৎসম্বন্ধে নব্য বিজ্ঞান বলেন "প্রটাইলের" গতি বিশেষ। শাস্ত্র বলেন মনের গতি বিশেষে জগৎ ভাসে। কারণ দেখাযায় যখন যখন মন নিষ্ক্রিয় তখন তখন জগৎ ভাসে না। যেমন সুষুপ্তিকালে, মূর্চ্ছাকালে, সমাধি দশায়, ডাক্তার ক্লোরোফরম্ করিলে মন নিষ্ক্রিয় হয়, নিজ দেহ, কি পর দেহ, কি জগৎ দেহ ভাসে না। যখন মন সক্রিয় তখন জগৎ ভাসে যেমন স্বপ্নে ও জাগ্রতে। একই ঘোটকের যেমন একপ্রকার গমনশীলতাকে কদম্ বলে অন্য প্রকার গতিকে ধাপ্ বলে তেমনি একই মনের একপ্রকার গতিশীলতাকে স্বপ্ন বলে অন্য প্রকার গতিশীলতাকে জাগ্রত বলে। গতির তারতম্য থাকিলেও যেমন একই ঘোটকের গতি, তেমনি স্বপ্ন ও জাগ্রৎ একই মনের গতি, উপাধি ভেদ জন্য ভেদ ঘটে। ইহারা সমজাতীয়। যেমন একই কার্ব্বণ-গতি, তাপ, চাপের ব্যতিক্রমে কখন কার্ব্বণগ্যাস, কখন চারকোল, কখন গ্রেফাইট, কখন বা হীরকরূপে দৃষ্ট হয়, এও তেমনি। স্বপ্ন প্রাতিভাসিক এজন্য জাগ্রৎ ও একজাতীয়তা-হেতু প্রাতিভাসিক হইতেছে। এ কারণ ভগবদ্গীতায় সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না, অল্পজ্ঞ পরিচ্ছিন্ন জীব জগৎ ধারণ করে এমত বলিয়াছেন। গী ৯।৪, ৫, ও ৭।৫ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বব্যাপীর দেহ মন প্রাণ নাই, জগৎধারণও নাই। জীবের মন প্রাণ দেহ আছে, এজন্য জগৎ ধারণ করে। জীবত্ব পঞ্চ কোশাবৃত জন্য। মন মধ্যম কোশ। জীব সেই মনের চাঞ্চল্য দ্বারা জগৎধারণ করেন। পঞ্চদশ সহস্র উক্‌থবিশিষ্ট ঋক্‌বেদে অতি অল্প সংখ্যক মন্ত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বাদাত্মক্। আর সমগ্র বেদ কর্ম্ম বিষয়ক। মৌক্তিকং ন গজে গজে। মুক্তা ধারণকারী গজ সংখ্যা অতীব বিরল হয়। বেদ বর্ণিত পুরুষ অদ্বিতীয়। নেহ্ নানাস্তি কিংচন। ইনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। ইনি সর্ব্ব-ব্যাপী। নেতি নেতি করিয়া সব ত্যাগে যে অবাধিত সত্ত্বা বিদ্যমান থাকেন তাহাই সর্ব্বব্যাপী পুরুষ। সুতরাং নির্ব্বিশেষ জন্য বলিবার অল্পই থাকে। যথায় নানাত্ব তথায় উৎপত্তি, বিকার, সংস্কার ও সংহার আদি অনেক কিছু বলিতে হয়। বিশেষ যাহা অনির্ব্বচনীয় বা অচিন্ত্য তাহার নির্ব্বাচন অতীব দুরুহ ব্যাপার। যেমন কতিপয় শিক্ষিত নাগরিক মফঃস্বলে পাড়াগাঁয় সাইকেল চাপিয়া কোন কার্য্য উপলক্ষে গিয়াছিলেন। পাড়াগাঁয়ের অবস্থা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। সন্ধ্যার পর কার্য্য শেষে সাইকেল চালান অসুবিধাজনক জন্য সাইকেলসহ আঁধারে পথ হাঁটিয়া আসিতেছিলেন, যিনি অগ্রে ছিলেন তিনি বলিলেন সব থাম, সামনে একটা সাপ। সবাই দাঁড়াইলেন। পশ্চাৎ হইতে একজন একটু অগ্রসর হয়তঃ দেখিয়া বলিলেন না হে, সাপ নয়, উহা জলধারা। ঐ যে নিকটে পুকুর রয়েছে

কেহ জল নিতে জল পড়িয়া ঐ আকার নিয়াছে। তৃতীয় জন দেখিয়া বলিলেন, না উহা ছেঁড়া ফুলের মালা হইবে, অন্ধকার সভায় মালার ছড়াছড়ি ছিল। চতুর্থ বলিলেন, না উহা একখণ্ড পত্রহীন লতার টুকরা হইবে। পঞ্চম বলিলেন, না হে, ওটা একগাছি রজ্জুর টুকরা। এমন সময় এক ব্যক্তি একটী কাচমণ্ডিত দীপ নিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখা গেল যে উহা তীব্র গরমে রাস্তা ফাটিয়াছে সেই ফাঁটাল। তেমনি অজ্ঞান অন্ধকারে নানামতবাদী নানা যুক্তিসহ দ্বৈত স্থাপন প্রয়াসী হইয়া থাকেন। জ্ঞানালোকে অদ্বিতীয় সাব্যস্ত হয়। সব দর্শন শাস্ত্রই দ্বৈতবাদপূর্ণ। কেবল বেদ বেদান্ত অদ্বৈতবাদ সত্য বলেন। সিদ্ধ কপিল মুনি ও পতঞ্জলি বলেন সৎ প্রকৃতি হইতে বিকারে বা পরিণামে বুদ্ধি অহঙ্কার মন পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চ ভূতাদি বিকৃতি জাত হয়, তাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্যাপক সৎপ্রকৃতি এবং তদ্বিকার ও সৎ। সত্ত্ব রজ তমগুণযুক্তা প্রকৃতি গুণ সাম্যে অব্যক্তা প্রধানা বলিয়া উক্ত হন। কালে ক্ষোভিতা হইলে প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা হইয়া সৃষ্টি করেন। প্রমাণপটু ন্যায়কার গৌতম ও কণাদ সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অদৃশ্য অবিভজ্য সৎ' পরমাণু হইতে সৃষ্টি বলেন, যাহা পরমাণু সমষ্টিতে জন্মায় তাহা অসৎ। উক্ত পক্ষদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করিয়াছেন। জৈমিনী ও কপিল নিরীশ্বর। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা যদি বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ করেন তবে কুম্ভকারবৎ সৃষ্টি বলিতে হয়। কুম্ভকার বাহির হইতে

মৃৎ উপাদান সংগ্রহে ঘটশরাবাদি সৃষ্টি করে। কর্ত্তা কুম্ভকার পিতার পুত্র। কুম্ভকার মৃৎ উপাদান রাখিবার—ঘট, শরাবাদি রাখিবার ও আপনার বসিবার অধিষ্ঠান চায়। দণ্ড চক্রাদি করণ চায়। দৈব অনুকুল চায় এবং নানা প্রচেষ্টা কৌশল দ্বারা পাত্র বিশেষ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যদি দৈব অনুকুল না হয় তবে পোনে পোড়ানকালে শীলা বৃষ্টি হইয়া সব নষ্ট হইতে পারে। ঈশ্বরের পিতা কে? কোথায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া সৃষ্টি করেন। গীতায় বলে প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায়। উপাদান কাহার সৃজিত? দৈব কি? করণ কোথা হইতে পাইলেন। প্রচেষ্টাই বা কে শিখাইল? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনবস্থাদি দোষ আসিয়া পড়ে এজন্য উহা গ্রহণ না করাই সমীচীনবোধে অন্যবাদী উর্ণনাভ (মাকড়ী) যেমন নিজ হইতে রসরূপ উপাদান দিয়া সুত্র দ্বারা আপনার বাহিরে জাল নির্ম্মাণে বাস করে তেমনি ঈশ্বরের সৃষ্টি বলেন। ইহাতে কপিল কনাদাদি বাহিরের উপাদানে সৃষ্টি বাদী নিরস্ত। উর্ণনাভ বৎ সৃষ্টি বাদও নির্দ্দোষ হয় না। অন্যবাদী বলেন ভাল মাকড়ীকে রসত্যাগের পূর্ব্বে ওজন কর এবং রসত্যাগের পর ওজন কর। ওজনে কমবেশ হইতেছে; মাকড়ীর হ্রাস বৃদ্ধি আছে, ব্যয়শীল বিনাশশীল হয় তদ্‌বৎ ঈশ্বর ও উপাদান নিজ হইতে দিয়া সৃষ্টি করিলে ব্যয়শীল বিনাশশীল হইয়া পড়েন। মাকড়ীর জাল তাহার দেহের বাহিরে হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিও তাঁহার বাহিরে হইবে। তাহাতে ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন হইতেছেন।

যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা বিনাশশীল হয়। ঈশ্বরও তবে বিনাশশীল। ঈশ্বর চিন্ময় তাহা হইতে মৃন্ময় জগৎ বা তদুপাদান মিলিতেছে। অর্থাৎ যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তদুৎপত্তি ঘটে স্বীকার্য্য হইল। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি ঘটিতেছে শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মতই তবে সত্য। সুখ স্বরূপ পুরুষ হইতে এই দুঃখময় জগৎ আসিয়াছে। দুঃখের বীজ নিশ্চয়ই সেই পুরুষে নিহিত আছে। পুরুষ নিজের দুঃখ দূর করিবেন কি সংসারের দুঃখ দূর করিবেন। দুঃখময় সংসার রচনা করিয়া দুঃখ দূরের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবার বা কি প্রয়োজন ছিল ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব কাটাকাটি ব্যাপারটী সুবিধাজনক নয়; এজন্য অন্যবাদী বলেন, না ঈশ্বরের বাক্য অমোঘ, তাঁর বাক্যেই সৃষ্টি ঘটে। তিনি বলেন যে "হউক" অমনি হয়। বাইবেলে এইরূপ আছে। Let there be light and there was the light. Let there be dry land and there was the dry land ইত্যাদি। বাক্য-উপাদানে সৃষ্টি অর্থ বিনা উপাদানে সৃষ্টি। সেণ্ট পল বলিয়াছেন, flesh, blood worldly ঈশ্বরকৃত নয় and things are not what they seem. অন্যবাদী বলেন বাক্য শব্দ, শব্দ আকাশের গুণ এবং গুণ দ্রব্য সমবেত হইয়া থাকে সুতরাং বাক্য সৃষ্টি অর্থ আকাশাদি পঞ্চভূত সৃষ্টি করতঃ সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে সৃষ্টি বলিয়াছে। তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ু। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী ইত্যাদি। বাগিন্দ্রিয় না থাকিলে

বাক্য ফুটে না, মনে আলোচিত বিষয়ই বাক্যে প্রকাশ পায়। প্রাণ দেহে থাকিলে দেহ ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং মন বাক্ প্রাণ থাকা চাই তবে সৃষ্টি ঘটিতে পারে। পুরুষ নিষ্কল, অবাক্ অমনা এমন কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। গীতায় ভগবান মন বাক্ প্রাণ বিকার ক্ষেত্রের সম্পদ বলিয়াছেন। নির্বিকার ঈশ্বরে এই সকল যদি থাকে তবে তাহা ক্ষেত্র হইতে ধার করিয়া বা ক্ষেত্র সহ মিলিয়া মিশিয়াই পাইতে হয়। কেহ বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্টি ও লয় ঘটে। যেমন পুরাণে রাসলীলার সময় ১৬০০০ গোপী ও ১৬০০০ কৃষ্ণ সৃষ্টি ও লীলা অন্তে তাহার কিছু অবশেষ না থাকা বর্ণিত। অন্যত্র ব্রহ্মার গো ও রাখাল অপহরণ ব্যাপারে কৃষ্ণের ইচ্ছায় গো ও রাখাল সৃষ্টি ঘটে আবার বর্ষ পরে ব্রহ্মা গো ও রাখাল প্রত্যর্পণ করিলে কৃষ্ণের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি উধাও হইয়া যায়। ইহা মন উপাদানে সৃষ্টি তৎ সম্বন্ধে বাইবেলও বলে Paul, Hebrew IIch৩v The world were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

ইচ্ছা মানস ব্যাপার অর্থাৎ মন উপাদানে সৃষ্টি। যেমন স্বপ্নে ঘটে, জাগ্রৎ ও দীর্ঘস্বপ্ন। ঈশ্বর সর্ব্বপূর্ণ তাঁর কোন অভাব নাই। অভাব বোধেই অভাব মোচন জন্য লোকে কর্ম্ম করে। তিনি এমন কদর্য্য সৃষ্টি করেন কেন? দেব নর তির্য্যকাদি ভেদ বাইবেলাদিতেও দৃষ্ট হয়। এ্যানজেল

নর হইতে উচা দরজার তৈজস সৃষ্টি। স্বর্গ, নরক, পৃথিবী ভেদইবা কেন করেন ? দেশ ভেদ, ভাষা ভেদ, বর্ণ ভেদ, হিংস্র, অহিংস্রাদি ভেদ কেন করা ? বিশেষ বুদ্ধিভেদ। বুদ্ধি ভেদ জন্যই নানারূপ উচ্চনীচাদি গোলযোগের সৃষ্টি। অথচ উপাসকগণ সবাই ঈশ্বরকে সর্ব্ব কল্যাণগুণযুক্ত করুণাময় বলিয়া স্তুতি করেন। ইতিপূর্ব্বে যে তৈত্তিরীয় শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে আত্মা হইতে আকাশ উৎপত্তি বলা হইয়াছে। ইহা কি বিবর্ত্তবাদে না বিপরিণাম বাদে ঘটে ? আত্মা অবিকারী অচল, তাহা হইতে সচল জগৎ আসিয়াছে। বিপরিণাম হইলে নির্ব্বিকার পুরুষ বিকারী হইতেছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ তিন ভাগে বিভক্ত প্রথম শিক্ষাবল্লী, দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী এবং তৃতীয় ভৃগুবল্লী বলিয়া অভিহিত। ব্রহ্মানন্দবল্লীতে ব্রহ্মই গ্রন্থের বিষয়। সৃষ্টি বর্ণন উপনিষদের বিষয় হয়না। ব্রহ্মই উপনিষদের লক্ষ্য এজন্য পুরুষকে 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে বলিয়াছেন। বৃ আ ৩।৯।২৬।

অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই যেখানে বলিবার বিষয় তথায় দ্বৈত বা সৃষ্টি ব্রহ্মের বিপরিণামে ঘটে বলা অযৌক্তিক। যে খণ্ডে এই সৃষ্টি বিবৃত তাহা, ব্রহ্মানন্দ বল্লীর প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্"। তদেষা অভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥ তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ

সম্ভূতঃ। ব্রহ্মবিৎ জীব ভাব ত্যাগে পরকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন উদ্দেশ্য। শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্ত অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পুরুষ সৎ এবং অভেদে সর্ব্বব্যাপী। জীবভাবে পুরুষ অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বভূতের বুদ্ধিরূপ গুহাতে হার্দ্দাকাশে স্থিত হন। এই জীব ব্রহ্মের একতা যিনি জানেন তিনি কামচারী হন। যেমন ছান্দোগ্যে ৭।২৫ আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি সবা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাট্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুঃ অন্য রাজানস্তে ক্ষয্য লোকা ভবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি। কেন উপনিষদে সৎ কে বুঝাইবার জন্য বিদিতা ও অবিদিতা প্রকৃতির অবতারণবৎ তৈত্তিরীয়ে সৃষ্টির অবতারণ। বুদ্ধিরূপ গুহা বলায় তৎ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বুদ্ধিরূপ গুহায় স্থিতি। গুহা কোথা হইতে এলো। তথায় কি প্রকারে অনু-প্রবেশ ঘটিল ইত্যাদি সাধারণ বুদ্ধির জন্য বলিতে হয়। হৃদয়ে বুদ্ধিরূপ দর্পনে যে চিতের প্রতিবিম্বপাত হয় তাহাই "তৎ সৃষ্ট্বা তদবানু প্রাবিশৎ" বাক্যের তাৎপর্য্য। ইনিই অন্তর্য্যামী। অন্তরে থাকিয়া সব ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। সৃষ্টি বিষয়ক শ্রুতি সৃষ্টির যথার্থ্য প্রকাশক নহে। শ্রুতি সৃষ্টি বলেন বুদ্ধি তীক্ষ্ণী করিবার জন্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না হইলে ক্ষণ-ভঙ্গুর জগতের ও অব্যক্তের ব্যক্তমধ্য অবস্থা কিসে ঘটে তাহা

হৃদ্‌বোধ হয় না। বিবর্ত্ত অর্থ বস্তুর স্বরূপচ্যুতি না হইয়াও অন্যথা দর্শন যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শন। অতস্মিন তজ্‌ জ্ঞানম্‌। বিপরিণাম বস্তুতে বিকৃতিবশতঃ স্বতন্ত্ররূপে স্থিতি। যেমন সাংখ্যের প্রকৃতি বিকৃত হইয়া মহৎ হয়। যেমন দুগ্ধ বিকৃতি প্রাপ্তে দধি হয়। দুগ্ধের ধবলতা মাখন দধিতে রহিয়াছে কিন্তু বহিরাগত তেতুল সংযোগে দধিতে গুণ ব্যত্যয় ঘটে। যে রোগীকে দুধ দেওয়া যায় তৎস্থলে দধি দেওয়া যায় না। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলিয়াছে আত্মা হইতে আকাশ হয় অর্থাৎ আত্মা কারণ আকাশ কার্য্য। যেমন কারণ দুগ্ধের ধবলতা ও মাখন কার্য্য দধিতে দৃষ্ট হয়। তেমনি কারণ আত্মার অস্তিতায় আকাশের অস্তিতা। আকাশ সুক্ষ্ম ও ব্যাপক, লম্বা রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তিবৎ সূক্ষ্মতম সর্ব্বব্যাপী পুরুষে আকাশ ভ্রম হয়। কারণে অন্য বিশেষ না থাকায় কার্য্যে যে বিশেষ দৃষ্ট হয় তাহা বহিরাগত ইহা সুনিশ্চিত। যেহেতু কারণ হইতে আসে নাই। আকাশে শব্দগুণ রহিয়াছে যাহা পুরুষে নাই। যেমন দধিতে অম্লত্ব। কার্য্য দধির অম্লত্ব, কারণ দুগ্ধ হইতে আসে নাই বহিরাগত। তেমনি কার্য্য আকাশের শব্দগুণ বহিরাগত হইবে, কারণ নির্গুণ আত্মা হইতে উহা আসে নাই। অতএব (কার্য্য) আকাশের শব্দগুণ বহিরাগত ইহা সুনিশ্চিত। কার্য্যরূপ দধিতে যে অম্লত্ব তাহা কারণ দুগ্ধ হইতে আসে নাই। দুগ্ধে অম্লত্ব নাই তৎ বিপরীত শর্করা দুগ্ধ হইতে মিলে, যাহাতে হোমিওপ্যাথীক্‌ ঔষধ দেয়। তেমনি আকাশ কারণ, বায়ু

কার্য্য। আকাশ কারণে স্পর্শগুণ নাই অথচ কার্য্য বায়ুতে স্পর্শগুণ রহিয়াছে—সুতরাং স্পর্শগুণ বহিরাগত। বায়ু কারণ, অগ্নি কার্য্য। অগ্নিতে রূপ আছে বায়ু কারণে উহা নাই সুতরাং রূপ বহিরাগত। যাহা কারণে নাই কার্য্যে দৃষ্ট হয় তাহা বহিরাগত হইয়া থাকে, ইহা ন্যায়। তদনুসারে অগ্নির রূপ বহিরাগত। অগ্নি কারণ, অপকার্য্য। অপে কার্য্যে রসগুণ আছে কারণ অগ্নিতে নাই সুতরাং রস বহিরাগত। অপ-কারণ, ক্ষিতি কার্য্য। ক্ষিতি কার্য্যে গন্ধ আছে অপে কারণে গন্ধ নাই সুতরাং গন্ধ বহিরাগত। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গুণ বা মাত্রাগণ বহিরাগত। আবার গুণ একলা গতাগতি করে না। গুণ দ্রব্য সমবেত হইয়া থাকে এবং দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ সহ গতাগতি করে। যেমন দধিতে তেতুলের সূক্ষ্মাংশ সহ অম্লত্ব দধিতে সংক্রামিত হয় তেমনি শব্দাদি দ্রব্য সমবেত হইয়াই আসিয়াছে অর্থাৎ শব্দ গুণযুত আকাশ বহিরাগত। আত্মা সাক্ষী। যে দ্রব্য হইতে আকাশ আসিয়াছে তাহা মায়া বা তম। সৃষ্টি-মায়িক illusory. ব্রহ্মে আরোপিত। যেমন জলের নীচে চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচে, জলের নাচুনি চাঁদে আরোপিত হয়। কারণ আকাশের চাঁদ না নাচিলে জলস্থ প্রতিবিম্ব নাচিতে পারেনা। প্রতিবিম্ব বিম্বের অনুকরণ মাত্র। আকাশে চাঁদ নাচে নাই অথচ প্রতিবিম্ব নাচিতেছে ইহা বিভ্রান্ত চিত্তের কথা। বিচারশীল জানেন জলের নাচনি চাঁদে আরোপিত মাত্র। স্বরূপচ্যুতি না হইয়াও

নানাত্ব ঘটায়, ইহার দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই। যেমন হেমন্তে শিশিরে নদী হ্রদাদির জল অদৃশ্য বাষ্পরূপে বায়ুতে লয় হয়। সেই বায়ু উষ্ণতা প্রযুক্ত ঊর্দ্ধগামী হইলে উপরের আকাশের শৈত্য সংযুক্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আকারে দৃশ্য বাষ্পরূপে দৃষ্ট হয়। পশ্চাৎ আরও শৈত্য সংযোগে তরল বারিধারারূপে পতিত হইতে থাকে। তৎকালে আরও শৈত্য সংযোগ ঘটিলে শ্বেতবর্ণ শিলারূপে পতিত হয়। এখানে জলের জলত্বের কোন হানি হয় নাই অথচ শৈত্য জন্য নানাত্ব ঘটিয়াছে। শৈত্যে কোন বস্তু নহে তাপাভাব। শৈত্যরূপ অসৎ অভাব সংযোগে যেমন জলের নানাত্ব, তেমনি অসৎ মায়ার সংযোগে চিতের ঈশ্বর চৈতন্য, হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য, বিরাট চৈতন্যাদি ভাব ঘটে। মায়া কিছু বস্তু নহে, ভাগবৎ পুরাণে বলে অবিদ্যমানো-হপি অবভাসতে যো। ভাগবৎ পুরাণে ২।৯।৪৪ শ্লোকে মায়ার লক্ষণ দিয়াছে ঋতেহর্থংযৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ। যেমন দর্পন জলাদিতে সূর্য্যাভাস, জলে বৃক্ষাদির ছায়াভাস। আভাস কিছু বস্তু নহে। বিম্ব ব্যতিরিক্ত প্রতিবিম্বের স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই। যেমন তমঃ রাহুচ্ছায়া দ্রষ্টা পুরুষ বা দৃশ্য সূর্য্যে থাকেনা আসে যায় তেমনি মায়া অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে। সিনেমাহলে দৃষ্ট দৃশ্য-বৎ। এই মায়া জন্য চিতের নানাত্ব। ঋ ১।৫৩।৮ রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্। ঋ ১।৫।১৫ ত্বং মায়াভি রপ মায়িণোহধমঃ স্বধাভির্যে অধিশুপ্তা বজুহ্বত। ঋ ৬।৪৭।১৮ রূপং

রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে। ঋ ১০।১৭৭।১ পতঙ্গমক্রমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসাবিপশ্চিতঃ। সুতরাং মায়াবাদ অভিনব নহে। অদ্বিতীয়বাদ ও ঋ ১০।১২৯।২ আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃকিঞ্চনাস। ঋ ১০।১১৪।৫ সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভি রেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি। ঋ ১।১৬৪।৪৬ একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ জগৎ ধারণ করেন না, যেমন গীতায় ৯।৪,৫ শ্লোকে উক্ত তেমনি ঋ ১।১২৯।৭ মন্ত্রে আছে। পুরুষের অজ্ঞাতে সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন চণ্ডীতে সুষুপ্তিগত বিষ্ণুর নাভিকমল ও কর্ণমল হইতে ব্রহ্মা ও মধু কৈটভের সৃষ্টি বলিয়াছে। কর্ম্মপ্রকৃতি করে পুরুষ নিষ্ক্রিয় যেমন গীতায় ৩।২৭ ও ১৩।৩৩ শ্লোকে উক্ত। তেমনি স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ ঋ ১০।১২৯।৫ self supporting principle beneath and energy aloft পুরুষ অন্তরালে স্থিত প্রকৃতি উপরে ক্রিয়ান্বিতা। যেমন গীতায় ২।২৮ ভগবান্ ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা বলিয়াছেন। তেমনি ঋ ১০।১২৯।৪ অসতের দ্বারা সতের বন্ধনকেই সৃষ্টি বা ব্যক্তমধ্য অবস্থা বলিয়াছেন। ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে অসৎকে তুচ্ছ্যা বলায় অনির্ব্বচনীয়া বলা হইয়াছে। কারণ যাহা তুচ্ছ তাহার পরীক্ষার্থ বিচারশীল ব্যর্থ সময় ব্যয় করেন না। যেমন কাকদন্ত পরীক্ষা কেহ করে না। যাহা পরীক্ষার অযোগ্য তাহাই তুচ্ছ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঋগবেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ তাহাতে অদ্বিতীয়

জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম তত্ত্ব ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। সর্ব্ব বেদের সমন্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশে। তাই বেদান্তসূত্রে "তৎতু সমন্বয়াৎ" সূত্রটী সূত্রিত হইয়াছে। কর্ম্ম যে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে তাহা ঋ ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে পাওয়া যায় ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি যইত্তদ্বিদুস্তইমেসমাসতে। ঋক্ মন্ত্রে যে পরম ব্যোমস্থিত অক্ষর পুরুষ উক্ত, যাঁর দেহে সমস্ত দেবগণ বাস করেন, তাঁকে যে জানে না তার ঋক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া কি ফল? তাঁকে যে জানে তিনি তাঁতেই প্রবিষ্ট হন। গী ১১।৫৪ ও ১৮।৫৫ শ্লোকেও জীবের ব্রহ্মে প্রবেশে একত্ব উক্ত। সেই অশরীর ব্রহ্ম পুরুষের বিরাটরূপী দেবদেহে স্তম্ব হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণের বাস ইহা গী ১১।১৫ শ্লোকেও আছে। পশ্যামি দেবাং স্তব দেবদেহে সর্ব্বাং স্তথা ভূত বিশেষ সংঘান। ব্রহ্মানমীশং কমলাসনস্থং ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্। বেদে কেবল অধ্যাত্ম বিদ্যা বলিয়াই পরিসমাপ্ত নহে। জ্যোতিষেও উন্নত ছিল। পৃথিবী সূর্য্য হইতে আগত ঋ ১০।১১০।৭। চন্দ্র পৃথিবী জাত ঋ ৯।৮২।৪। সব গ্রহ উপগ্রহাদি সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া স্ব স্ব কক্ষায় পরিভ্রমণ করে ঋ ১।৬৫।৬, ঋ ১০।৯৯।২। নক্ষত্রাদির নাম ও পরিদৃষ্ট হয়। চন্দ্রমা সূর্য্যালোকে আলোকিত ঋ ১।৮৪।১৫। চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার ভাটা হয় ঋ ১০।৮০।১। পৃথিবী গতিশীলা ঋ ৩।৩০।৯, ৫।৩২।৯, ৫।৮৪।১, ৭।৩৫।৩ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। বেদে যজ্ঞাদি

কর্ম্ম করিবার বিধি ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানের কথা ও আছে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং তৎপর বিচার বুদ্ধিতে কর্ম্মে অনাস্থা উপস্থিত হয়, তখন সদগুরু সমীপে গিয়া জ্ঞান পথের পথিক হয়। কর্ম্ম প্রকৃতি পরবশে ইন্দ্রিয় পরিচালিত ব্যাপার। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির কার্য্য রুদ্ধ করিলে স্বপ্রকাশ জ্ঞানের বিকাশ হয়। জ্ঞানযোগীর অভিলষিত হইতেছে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম চিন্তনে ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া। এজন্য জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। একই সময়ে ইন্দ্রিয় কর্ম্ম করিবে ও ইন্দ্রিয় কার্য্য রুদ্ধ থাকিবে তাহা হইতে পারেনা। গীতায় ও ভগবান দ্বিবিধা নিষ্ঠা বলিয়াছেন। জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাম্ কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। ব্রহ্ম সহস্র সূর্য্য তুল্য জ্যোতিস্বরূপ, "বরেণ্যং ভর্গঃ", "ন তত্র সূর্য্যোভাতি" প্রকৃতি তম আঁধার। তম ও প্রকাশের একত্রাবস্থান সম্ভব নহে। তমাবরণে বক্ত-মধ্য অবস্থায় যোগমায়ার যোগৈশ্বর্য্য জন্য ভগবান্ সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ত্তা হন। মায়া অপগতে স্ব স্বরূপে স্থিতি। ঘন অপগতে ঘনাচ্ছন্নার্কবৎ। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে ॥' বাইবেলেও ৯ থেসে-লোনিয়ানস্ ৫ অ ৫ বচনে—Ye are all children of light and the children of day. We are not of the night, nor of darkness. রোমান্স্ ১৩ অ ১১ বচন Let us therefore cast off the works of darkness ; and let us put on the armour of light. ১৪ জন ৫ অ ৩৫ বচন He

was burning and shining light. গীতায় ১১।১২ দিবিসূর্য্য সহস্রস্য ভবেৎ যুগপদুত্থিতা। যদিভাঃ সদৃশী সাস্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ। এজন্য সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক ব্রহ্ম চিন্তা কর্ত্তব্য। যিশু খৃষ্টের ১২ জন শিষ্য কেহ বিবাহ করেন নাই, ভগবৎ চিন্তায়ই জীবন কাটাইয়াছেন। গীতায় বলে 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি। যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্। অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগীপরং স্থান মুপৈতি চাদ্যম্॥

ইহাই শ্রুতির শিক্ষা। গীতা উপনিষদের সারাংশ। এজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তু মিহার্হসি। অতএব অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বেদ যে ঔপনিষদপুরুষের বর্ণনায় তৎপর তৎ চিন্তনে মানব জীবনের কৃতকৃত্যতা। বর্ত্তমানে ভারতে কৃষ্ণ উপাসকের সংখ্যা গরিষ্ঠ দৃষ্ট হয়। উহা বস্তুতঃ শ্রুতির ইন্দ্রের উপাসনা। ইন্দ্র স্থলে কৃষ্ণ পদ যোজিত। কারণ হিরণ্যগর্ভদেহতমাবরণ মাত্র এজন্য বলরাম শুভ্র, জগন্নাথ ভদ্রা মায়ার ছায়াপাতে কৃষ্ণবর্ণ। তমযুত দেহের কৃষ্ণত্ব জন্য কৃষ্ণ নাম অথবা যাঁহার আকর্ষণে সূর্য্যচন্দ্র গ্রহাদি স্বস্বকক্ষে বিচরণ করে তিনিই কৃষ্ণ। পুরাণে ভগবান্ কৃষ্ণের যে সব মহিমা বর্ণিত তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদে পরম দেবতা ইন্দ্রের

মহিমা বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। বেদে ইন্দ্র পরম দেবতা। তিনি বাসব অর্থাৎ বাসুদেব সর্ব্বদেহে অন্তর্যামীরূপে বাস করেন। ঋ ১০।৪৩।৬, ঋ ১০।৫৫।৩, ঋ ১০।৫৪।৬, ঋ ৫।৩৩।৬, ঋ ২।১৬।২, ঋ ১।৫৭।৩ দ্রষ্টব্য। ইন্দ্র দেহে সব বাস করে জন্য তিনি বাসব ইহা ঋ ৩।৩২।৮, ঋ ৩।৩৮।৪, ঋ ৬।৪৭।১৮, ঋ ১০।৫৪।২ মন্ত্রে উক্ত। কৃষ্ণ অগ্নি হইতে চক্র প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র সূর্য্যাগ্নি হইতে চক্র গ্রহণ করেন ঋ ১।১৭৫।৪, ঋ ৪।২৮।২ দ্রষ্টব্য। দ্বেষকারী শিশুপালকে কৃষ্ণ চক্র দ্বারা বধ করেন, তেমনি ইন্দ্র দ্বেষকারী অসুরের বধ চক্রদ্বারা করেন ঋ ৮।৯৬।৯। কৃষ্ণ শকট ভঙ্গ করেন। ইন্দ্র শকট ভঙ্গ করেন। ঋ ৪।৩০।১০ ঋ ১০।৭৩।৬। কৃষ্ণের পুতনাবধবৎ ইন্দ্র বধ্যোদ্যতা স্ত্রীবধ করেন ঋ ৪।৩০।৮। কৃষ্ণের গ্রাসকারী অঘাসুর বধের ন্যায় ইন্দ্র গ্রাসকারী কুষবাকে বধ করেন। ঋ ৪।১৮।৮। হ্রদজলে কৃষ্ণ কালীয় সর্প-দমন করেন, তেমনি ইন্দ্র অহিকে জলাবৃত প্রদেশে হনন করেন, ঋ ৮।৩৬।১, ৪, এবং ২।১১।৯। কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণবৎ ইন্দ্রের পর্ব্বত ধারণ বিষয়ে ঋ ৬।১৮।৫, ঋ ২।১২।৯, ঋ ৪।১৬।৮ দ্রষ্টব্য। দধিক্ষীর প্রিয়তা ঋ ৯।৬৮।৯, ঋ ৯।৬৬।১৩, ঋ ৮।৬৯।৬, ঋ ৪।৫৮।৪। ইন্দ্র গোপতি ঋ ৪।৩০।২২, ঋ ১০।১১১।৩। ব্রহ্মহৃত গো উদ্ধারবৎ ইন্দ্র কর্ত্তৃক গো উদ্ধার ঋ ৩।৪৪।৫, ঋ ৮।৬৩।৩, ঋ ১।৩৩।১০। বলরাম সহায়ে ধেনুকবধ বৎ বিষ্ণু সহায়ে অসুর বধ ঋ ৬।২০।২ দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রের পাঞ্চজন্য ধারণ ঋ ১।১০০।১২। ইন্দ্র কৃষ্ণের ন্যায় গরুত্মান্ ঋ ১।১৬৪।৪৬।

ইন্দ্র নাভিতেবিশ্ব ঋ ১০।৮২।৬ কৃষ্ণ পদ্মনাভ। ঋ ১।৪৪।৩, ঋ ১০।৯৬।৪ মন্ত্রে ইন্দ্র হরি বলিয়া উক্ত। পুরাণে ব্যাধের বাণ বিদ্ধকৃষ্ণবৎ ইন্দ্রকে ব্যংস বাণবিদ্ধ করে ঋ ৪।১৮।৯। ইন্দ্র গোবিন্দ ঋ ১।৮২।৪, ঋ ১০।১০৩।৬। ইন্দ্র সখা আর্জ্জুনেয় কুৎস ঋ ৪।১৬।১০, ঋ ৫।২৯।১। কৃষ্ণ অষ্টম গর্ভজাত বলে বস্তুতঃ সপ্তম। ইন্দ্র আদিত্যগণের সপ্তম। অষ্টম গর্ভের কৃষ্ণ নন্দগৃহে ত্যক্ত তেমনি অষ্টম মার্ত্তণ্ডঅদিতিত্যক্ত ঋ ১০।৭২।৮। সর্ব্বদেব নমস্কার ইন্দ্রে যায় ঋ ১।৭।৭। কৃষ্ণ গীতা কহেন ইন্দ্র যজ্ঞ পদ্ধতি করেন ঋ ১০।৪৯।৬। শারদীয় পূর্ণিমায় রাসোৎসববৎ শারদীয় পূর্ণিমা বৃত্র বধোৎসব তিথি, ঋ ৪।১৯।৩ ঋ ২।১২।১১ দ্রষ্টব্য। সর্ব্ব প্রাণীর সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রই দর্শনাদি করেন। ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যাতে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্রতানি ত আবৃণে। ঋ ৩।৩৭।৯। সর্ব্বদেহে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা ইন্দ্র। সর্ব্ব ক্ষেত্রে ইন্দ্র ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহাতে বর্ত্তমানে আমরা বেদের ইন্দ্রকেই কৃষ্ণ নামে পুরাণে বর্ণিত হইয়া পূজন রত ইহা বলা যায়।

হয়গ্রীব

হয় অর্থ=অশ্ব তদ্বৎ গ্রীবা যাঁর তিনিই হয়গ্রীব। যেমন মহাভারত আদিপর্ব্বে ১২৪ অ ৩০ শ্লোকে সিংহগ্রীবা মনুষ্যেন্দ্রো বব্ধুর্দ্দেববিক্রমঃ। তেমনি হয়বৎ লম্বা গলদেশযুক্ত গৃহীত হইলে নরাকৃতি থাকিতে বাধা হয় না। হয়গ্রীব উপনিষদে ধ্যানে হয়গ্রীবমুপাস্মহে বাক্য আছে। এবং শঙ্খ চক্র মহামুদ্রা পুস্তকাঢ্যং চতুর্ভুজম্ বাক্য থাকায় নরাকার হয়গ্রীব মাত্র গ্রহণে বাধা হইত না, কিন্তু উক্ত উপনিষদে অন্যত্র বলিয়াছেন ঋগ্ যজু সামরূপায় বেদাহরণ কর্ম্মণে। প্রণবোদ্গীথবপুষে মহাশ্ব শিরসে নমঃ স্বাহা স্বাহা নমঃ। মহাভারত শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মানুপর্ব্বে ৪৪৭ অ হয়শিরে বেদাহরণ করেন বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলে যখন কারণ সলিলার্ণবে বিষ্ণু মহামায়া প্রভাবে নিদ্রিত ছিলেন তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামা দৈত্যদ্বয় ও নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই বেদ রচনা করেন, মধুকৈটভ তাহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া রসাতলে লইয়া যান। ব্রহ্মা এইরূপে আক্রান্ত হইয়া মহামায়ার স্তব করিলে দেবী বিষ্ণু নেত্র ত্যাগ করিলে বিষ্ণু উত্থিত হইয়া ব্রহ্মার বিপদের কথা শ্রবণ করিলেন এবং ব্রহ্মার দুঃখ মোচনার্থ বেদ আহরণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিবেন এরূপ আশ্বাসিত করতঃ হয়শির হইয়া পাতালে গমন

করেন এবং তথায় বেদ পতিত দেখিয়া তাহা আহরণ করতঃ চলিয়া আইসেন। এবং উহা ব্রহ্মাকে দেন। তখন মধু ও কৈটভ বেদ অপহৃত হইয়াছে জানিয়া হয় শিরের পশ্চাৎ অনুসরণ করেন এবং তৎসহ যুদ্ধ করতঃ নিহত হন।

ভাগবৎ পুরাণে ২।৭।১১ শ্লোকে বলে—

সত্রেমমাস ভগবান্ হয়শিরষাথো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষ স্তপনীয় বর্ণঃ।
ছন্দোময়োমখময়োঽখিল দেবতাত্মা
বচো বভুবুরুশতীঃ শ্বাসতোঽস্যনস্তঃ॥

ব্রহ্মা বলিয়াছেন আমার দীর্ঘ সত্রে ভগবান হয় শির যিনি সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ স্বুবর্ণ বর্ণ ছন্দোময় মখ (যজ্ঞ) ময় অখিল দেবগণের আত্মাস্বরূপ তাঁহার নাসা হইতে শ্বাস ত্যাগ সহ কমনীয় বাণী (বেদ) বহির্গত হয়। বৃ আ ২।৪।১০ অস্য মহতো ভুতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ। ইহাতে হয়গ্রীব অর্থ হয়শিরই বুঝিতে হয়। শাস্ত্রে সিংহশির, গজশির, অশ্বশির, গোশির দেবগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সূর্য্য সপ্তাশ্ব। অশ্বরূপী প্রজাপতি, অশ্বরূপী সূর্য্য, অশ্বমুখ দধিচীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অশ্বমুখে দধিচী অশ্বিনীদ্বয়কে মধুবিদ্যা বলেন। বাজীরূপে সূর্য্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রদান করেন। যাঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিকারী নহেন ব্রাহ্মণাদি তাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভার্থ কালরূপী প্রজাপতিকে অশ্ব কল্পনায় আপন

হৃদয়ে তৎধ্যানে অশ্বমেধের ফল পাইতে পারেন বৃ আ ১।২ অহ র্বা অশ্বং। এমন বৃ আ ১।১ বর্ণিত দেখা যায়। সূর্য্যই কালরূপী অশ্ব। ন+শ্ব=অশ্ব। ন তু শ্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী মাত্রং অর্থাৎ অনন্ত কাল স্থায়ী যাহা তাহাই অশ্ব। ঋ ১।১১৫।১ সূর্য্য আত্মাজগতস্তস্থুষশ্চ এই বাক্য হইতে সূর্য্য অক্ষয় অব্যয় আত্মা। বৃ আ ১।১।২ বলে হয়ো ভুত্বা দেবানবহৎ। বাজী গন্ধর্ব্বাণ্ অর্ব্বা অসুরান্ অশ্বো মনুষ্যান্। সমুদ্র যোনিঃ। ইহাতে পাওয়া যাইতেছে স্বর্গস্থ দেব, অন্তরীক্ষস্থ গন্ধর্ব্বাদি, পৃথিবীস্থ মনুষ্য ও পাতালস্থ অসুরগণ অশ্বকে আশ্রয় করিয়া স্থিত। যেমন পৃথিবী আমাদিগকে বহন করে তেমনি সর্ব্বব্যাপী পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন। ভাগবৎ পুরাণে ১২।৬।৪৪ তেনাসৌ চতুরোবেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈ র্বিভুঃ। সব্যাহৃতিকান্‌সোঙ্কারাংশ্চাতু র্হোত্র বিবক্ষয়া। ব্রহ্মা বেদ বলেন, হয়শির হইতে শ্রবণান্তর বলিলেই সামঞ্জস্য হয়। ছা ২।২৩।২ মন্ত্রে প্রজাপতির্লোকা-নভ্যতপৎ তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যাস্ত্রয়ীবিদ্যাসংপ্রাস্রবৎ। প্রজাপতির সুদীর্ঘ দৃঢ় তপস্যায় জগৎ তাপিত হইলে ত্রয়ী বিদ্যা তাঁহার কর্ণবিবরে প্রাস্রাবিত হয়। "হ" ও "ন" অক্ষরদ্বয় অস্তি ও নাস্তি বাচক। হ অস্তি যাহা, তাহাই হয়। হয় ব্রহ্মবাচী হওয়ায় হয়শির অজমুণ্ড ব্রহ্ম প্রকাশকরূপে গৃহীত। পুরাণে হয়গ্রীব, নৃসিংহ বিষ্ণুর অবতার বলে। বিষ্ণু বিশ্বব্যাপী পুরুষেরই নামান্তর। এজন্য হয়গ্রীব ব্রহ্ম হইতে বাধা নাই।

দশ

এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যার বিভেদ দৃষ্ট হয়। এই নব সংখ্যামূলক অন্য সব সংখ্যা, নয়ের পর দশ। এক অদ্বিতীয়কে বুঝায়, তাহাতে নব যোগে দশ হয়। দশমত্ব একে শূন্য যোগে। নবই শূন্যরূপে একোপরি উদ্ভাসিত বলিতে হয়। পুরাণেও দৃষ্ট হয় মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকার মায়ো বিরাট্। বিরাট পুরুষের স্থূলদেহখানি মায়া ও অষ্টতত্ত্ব (পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) এই নব দ্বারা নির্ম্মিত। ব্যষ্টি জীব দেহ বিরাটের অংশভূত জন্য উহাও নব তত্ত্ব নির্ম্মিত অর্থাৎ নব বেষ্টনী মধ্যে স্থিত জীব দশম স্থানীয়। যে ব্যক্তি এই নব তত্ত্বকে নিষেধিত করিয়া দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয় সেই মানব দশম ভাব ত্যাগে একে স্থিত হইয়া ব্রহ্ম বিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি তখন তাহার জীবন কৃত কৃত্যতা লাভ করে। তিনি প্রকৃতি বিজয়ী পুরুষ দশমোজনঃ। প্রথিত কীর্ত্তি রামচন্দ্রের পত্নীর উদ্ধার, সীতা হরণকারী দশাননের নাশে, শারদীয়া শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে ঘটিয়াছিল। এখনও রাম রাজ্যের স্মৃতিরূপে শুক্লপক্ষের প্রারম্ভ হইতে রামলীলা গীত হয় এবং দশমীতে বিজয়োৎসব মানা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী দশহরা দশপাপনাশিনী গঙ্গাদেবীর উৎসব মানা হয়।

ঋ ১০।৯০।১ পুরুষসূক্তে বলে

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥

মানবের দুই হস্তে দশ অঙ্গুলি দৃষ্ট হয়। তাহা দ্বারা দশদিক্ প্রদর্শন করে। সেই দশদিক্ অতিক্রমে সেই বিশ্বব্যাপী পুরুষ যাঁর অনন্ত শির, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত পাদ, তিনি বিরাজমান আছেন। অথবা কেহ বলেন নাভি উৎপত্তি স্থান, কারণ নাভির পার্শ্বেই স্ত্রী পুং যোনি স্থিত যাহা আশ্রয়ে জীবের জন্ম ঘটে এবং মানবশিশুর নাভি সহ এক নাড়ী থাকে যাহা দ্বারা মাতৃ দেহ হইতে বায়ু জল অন্নরস আকর্ষণে অণ্ডাবস্থায় জীব জীবন ধারণ করে। ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষ্ণু নাভি কমলে হয় প্রসিদ্ধি আছে। সেই নাভি হইতে দশ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে প্রতি হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে পুরুষ অবস্থিত থাকেন এই অন্তর্য্যামীত্ব মায়িক। ঋগ্বেদে বৃত্রের দশমসংস্কার সহ দেবগণের উৎসব শারদীয় পৌর্ণমাসীতে হইয়াছিল বিবৃত আছে। বঙ্গদেশে একটী প্রবাদ আছে দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। প্রাচীনকালে রোমের বর্ষ দশ মাসে শেষ হইত জানা যায়। ঋগ্বেদে দেবগণের ছয় মাসের দিন ছয় মাসের রাত্রি থাকায় ছয় সূর্য্য বর্ণিত। অঙ্গিরাগণ দশ শাখায় বিভক্ত ছিলেন। অঙ্গিরাগণ ইন্দ্র পূজার প্রবর্ত্তক। তাহাদের কোন শাখা সপ্ত সূর্য্যবিশিষ্ট স্থানে বাস করায় সপ্তগু কেহ অষ্ট সূর্য্য জন্য অষ্টগু ও কেহ নবগু কেহ বা দশগু বলিয়া অভিহিত। দশগ্বগণের দশ মাসে দীর্ঘ সত্র শেষ হইত। তাঁহারা দশ সূর্য্যবিশিষ্ট দেশে অবস্থান করিতেন। সূর্য্যের-দশত্বাদি ভ্রান্তি মাত্র।

দশ মহাবিদ্যা বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রিত না

হওয়ার জন্য শিব সতীকে দক্ষালয়ে যাইতে নিষেধ করেন। সতী দশদিকে আপনাকে দশ মহাবিদ্যা কালী; তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা রূপে বিকাশিত করিলে শিব তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হন। কারণ উহাতে সমাজের উন্নতি ও অবনতি, সাধ্যমূর্ত্তি ও সাধনাত্মক মূর্ত্তিসকল পরিদৃষ্ট হয়। এবং দেবীর পিত্রালয়ে যাইতে আর বাধা দেন নাই। কোন পুরাণে পঞ্চমুখ শিবের দশভুজ থাকা বলে। দশভুজা দেবী সম্বন্ধে বঙ্গে প্রচলিত কবিতায় বলে দশভুজ দেখে তুমি ভাবিছ রূপেরই শেষ, অন্তরে ভাবিয়ে দেখ মা আমার অনন্ত বেশ। দশ কথার কথা ভক্তিবাদী কোন মতবাদীগণ দশভাব বলেন দশম ভাব মহাভাব। এর বারা আর নাই। বহিস্করণ দশটী তাহাদের গ্রাহ্য বিষয়কেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ বলে। প্রপঞ্চের জাতি অস্বীকারকারী সন্ন্যাসীগণের মধ্যে মঠ চতুষ্ঠয়ে দশ নাম বিশিষ্ট দশ বিভাগ দৃষ্ট হয়। তদ্ যথা—গিরি, পর্ব্বত, সাগর নাম, আনন্দবার, তোটকাচার্য্য, অথর্ব্বেদ যশী মঠে। বন, অরণ্য নাম ভোগবার, পদ্মপাদ আচার্য্য, ঋগ্বেদ গোবর্দ্ধন মঠে। পুরী, ভারতী, সরস্বতী নাম, ভূরিবার, পৃথ্বিধর আচর্য্য, যজুর্ব্বেদ, শৃঙ্গেরী মঠে। আশ্রম, তীর্থ নাম, কীটবার, বিশ্বরূপসুরেশ্বরাচার্য্য, সামবেদ, শারদামঠে। ঋগ্বেদ দশমণ্ডলে বিভক্ত। তাহার প্রথম ও দশমমণ্ডল নানা ঋষি দৃষ্ট মন্ত্রে পূর্ণ। দ্বিতীয় মণ্ডল গৃৎসমদ ভার্গব দৃষ্ট। তৃতীয় মণ্ডল কুশিকগণের বিশ্বামিত্র দৃষ্ট। চতুর্থে রাহুগণ গৌতম

বামদেব ঋষি দৃষ্ট। পঞ্চমমণ্ডল আত্রেয়। ষষ্ঠমণ্ডল আঙ্গিরস ভরদ্বাজ দৃষ্ট। সপ্তমমণ্ডল বশিষ্ঠ ও তৎ বংশীয়গণের দৃষ্ট। অষ্টম মণ্ডল কান্বগণের দৃষ্ট, নবমমণ্ডল কাশ্যপ প্রধান পরিদৃষ্ট হয়। অষ্ট অষ্টক স্থলে দশভাগে বিভাগ রজগুণাত্মক মাত্র। দশাবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামণ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি। মৎস্য প্রলয়েবেদ রক্ষা করেন। কূর্ম্ম সমুদ্র মন্থনে মন্থন দণ্ডস্বরূপ মন্দার পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। বরাহ হিরণ্যাক্ষ বধ অনন্তর সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে উত্তোলন করেন। নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। বামন অসুর রাজ বলীর যজ্ঞে ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া এক পাদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পাদে স্বর্গ আক্রমণ করেন, তৃতীয় পদে বলীর মস্তকে পদ স্থাপন করিয়া পাতালে বলীকে স্থিত করেন। পরশুরাম হৈহয় বংশীয় সহস্রভুজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দুর্ব্বব্যহারে উত্যক্ত হইয়া তাহাকে বধ করেন ও ১৮ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। রাম দাশরথি দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সভ্যতার বিস্তার করেন। রাক্ষস রাজ রাবণ সীতা হরণ করায় তাহাকে সবংশে নিধন করেন। বলরাম হলধারী কৃষির প্রসার করেন। ইনি যদু বংশে অবতীর্ণ হন, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ। বুদ্ধ যজ্ঞে পশুহিংসার বিরোধ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের হেতু হন। কল্কী ম্লেচ্ছ বধ করিবেন। আর্য্য ধর্ম্মের পুনরভুত্থান ঘটিবে। অবতার বাদ বুদ্ধি অবতারণায় কল্পিত। কেহ কেহ এই দশবতারে পৃথিবীর অবস্থান্তর কল্পনা করেন। ঋগ্বেদে ১০।১১০।৯ মন্ত্রে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি ঋ ৯।৮২।৪

মন্ত্রে পৃথিবী হইতে চন্দ্রোৎপত্তি বলে। ইহাকে বিস্ফুলিঙ্গ বৎ স্থষ্টি বলে। সূর্য্য অদ্যাপি জ্বলন্ত বাষ্পরাশি। এজন্য পৃথিবী যখন সূর্য্য হইতে বহির্গত হয় তখন জ্বলন্ত বাষ্পময়ী ছিল। কেবল শৈত্য সংযোগে বাষ্প ভাব আংশিক ত্যাগে (কারণ অদ্যাপি বায়ুমণ্ডল বিদ্যমান) মিশ্র জলময় হয়। আরও শৈত্য যোগে সেই মিশ্র জল হইতে ছাকরা পড়িয়া স্থলের উদ্ভব ঘটে। জলে মৎস্যাদি থাকে এজন্য মৎস্য প্রথম স্থষ্টি। পশ্চাৎ মন্দর পর্ব্বতাদি সহ স্থল হইলে তাহা ডিম্ব পাড়িবার উপযোগী হইতেই কচ্ছপাদি হয়। পশ্চাৎ স্থলে কচু আদি তৃণ গুল্মাদির উৎপত্তি ঘটিলে তাহা আহারে জীবন ধারণকারী প্রাণীগণের উৎপত্তি হয়। শূকরাদি জন্মে, তাই কল্পনা শূকর যেন দন্ত দ্বারা জল হইতে স্থল বা পৃথিবীর উত্তলোন করে। স্থলাংশ কঠিন হইল বনস্পতি সকলের উদ্ভব হয় তাহাতে সিংহাদির উৎপত্তি হয়। তখন নরহরি মূর্ত্তি কল্পিত। পশ্চাৎ মানব উৎপত্তি ও জঙ্গলা ভূমির স্বল্প আবাদ হয় তৎকালে বামন অবতার। তৎপর পরশুরাম অবতার। ইনি আবাদের সুবিধার জন্য লৌহিত্যনদ (পরশুরাম কুণ্ড) হইতে খাল কাটিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের স্থষ্টি করেন। হিংস্র ক্ষত্রগণের বহুল নাশ করেণ তৎপর রাম অবতার। রাম রাজ্য বিদ্যা ধনে জনে ঐশ্বর্য্যে শিল্পবানিজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। রাম দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সভ্যতার বিস্তার করিয়া পুষ্পকবিমানে আকাশ পথে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বলরাম হলধর প্রমুখ যদুগণ শূর সেন রাজ্য

ও তৎ রাজধানী মথুরা ত্যাগে, সম্রাট জরাসন্ধ্যের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া বাস্তুহারার ন্যায় যশলম্মীর যোধপুরাদির মরুভূমি অতিক্রমে সমুদ্র তীরে কুশস্থলীতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, যাহার নাম দ্বারকা। বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিয়া বিহার সকল স্থাপন করান। যাহাতে সুপ্রসিদ্ধ নালন্দার বিহার উৎপন্ন হয়। ও বিহার প্রদেশের নামই বিহার হইয়াছে। কল্কী ম্লেচ্ছগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতঃ আর্য্য সভ্যতার পুনঃ উত্থান কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। মানব দেহ নব তত্ত্ব নির্ম্মিত ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাহার বেষ্টনী বা পাশ ছেদন কার্য্যে যমাদি দশের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন হয়। অহিংসা সত্য মস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং। ক্ষমা ধৃতি র্মিতাহারঃ শৌচানিচ ইতি যমাদশ ॥ তপঃ সমাষাস্তিক্যং দানেশ্বর পূজনং। সিদ্ধান্ত শ্রবণং হ্রীর্মতিস্ত জপো ব্রতং ইতি দশ নিয়মাঃ। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি যোগশাস্ত্রের অষ্টঅঙ্গ তাহা অবলম্বনে চিত্ত শুদ্ধিলাভ ঘটে। চিত্ত শুদ্ধির পর বিচার জন্য বৈরাগ্য (দশম দশা কর্ম্মের দশম সংস্কার) উপস্থিত হইলে সে জ্ঞান পথের পথিক হয় এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় শ্রবণ মননাদি করতঃ কৃতকৃত্য হয়। একেতে নব সংযোগে যে দশ হয় তাহা আপ্য। দ দমন ও শ শম। মনের দমন ও দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহে চিত্তের শমতা ঘটিলে শূন্যস্বরূপ নব উপাধি বিদূরিতে একের স্বরূপেস্থিতি হয়।

দেহ

দেহ দহ ভস্মী করণে। যাহার শেষ পরিণতি ভস্মে তাহাই দেহ। দ+ঈহ দেহ, দ দমনই ঈহ লক্ষ্য জন্য দেহ। এই দুঃখপ্রদ দেহ আর না হউক এই মানব জীবনের লক্ষ্য। দ দানে, যাহা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মৃত্যুকে দানই অবশ্যম্ভাবী। দ দয়া হইলে যাহার দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া সব দর্শনশাস্ত্র দয়াপরায়ণ হয় তাহাই দেহ। প্রাণী মাত্রেই এই দেহ রক্ষণ-পোষণে সদা ব্যস্ত। মানব শ্রেষ্ঠ প্রাণী, সেও দেহ রক্ষার্থ মহাব্যাকুল। মিশর দেশে ঔষধাদি দ্বারা মৃতদেহ রক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। 'মামী' তাহার পরিচায়ক। দেহের প্রতি মমতা বশতঃ কবরে রক্ষিতদেহের জন্য ব্যবহার্য্য তৈজস পত্রাদি কবরে স্থাপন করিত। রাজার মৃত্যু ঘটিলে তাহার দেহ-রক্ষার্থ কতিপয় ব্যক্তিকে তৎসহ কবর দিবারও বিধান ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে স্বর্গপতি ইন্দ্র ও দৈত্যপতি বিরোচন প্রজাপতির নিকট উপনিষৎ জানিবার জন্য গমন করেন। ৩২ বর্ষকাল ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করতঃ বিরোচন 'অক্ষিস্থ পুরুষ আত্মা' এই উপদেশের অর্থ দেহই আত্মা বুঝিয়া গেলেন। জীবিতে আত্মার পরিচর্য্যা কর, মৃতে "প্রেতস্য শরীরং মিক্ষয়া (মাল্যাদি) বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্ব্বন্তি এতেন হি অমুং লোকং জেষ্যন্তোমন্যন্তে"। আর্য্যগণ দেহের মলিনত্ব বিচারে ভস্ম করার ব্যবস্থা করেন। মূত্রদ্বারে নির্গত পিতৃবীর্য্য মাতৃরজ সহ কুৎসিত

গর্ভে জন্ম নিয়া পশ্চাৎ মুত্রদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া ইহা সদাই মলপূর্ণই হইয়া থাকে। শুধু পেটে মল নয়। উত্তমাঙ্গে সপ্তমল-নির্গমদ্বারের মল ত আছেই, হিরণ্ময় কপালটী হইতে যে ঘর্ম্ম নির্গত হয় তাহাও দুর্গন্ধপূর্ণ। কেননা চর্ম্ম-নিম্নে যাহা আছে তাহা কুৎসিত মলপূর্ণ। এজন্য সন্ন্যাসী স্নানান্তে দেহ ভস্মাচ্ছাদিত করে। আর যারা দেহকে সাচ্চা মনে করে তাহারা ইহাকে চন্দনাদি চর্চ্চিত করে। ভাগ-পুরাণে ১০।১০।১১ বলে "দেহ কিং অন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ মাতুর্পিতুর্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপিবা। দেহ হইতে জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহাদি সহ উৎক্রমণ করিলে দেহ পুতি গন্ধময় হয়, তখন তাহা নিজগৃহে রাখিতে কেহই সম্মত হয় না।

তাই প্রশ্ন যে কে কে রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। অন্নদাতা যার অন্নে দেহটী এতদিন প্রতিপালিত হইত, (স্বদেশ, স্বগৃহ, স্বদেহ, বলে যে) স্ব, বীর্য্যনিষেক্তা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা, মাতামহের প্রিয় দাদু হয়, সেনাপতি যিনি যুদ্ধে কয়েদী করেন, দেহের ক্রেতা স্বঅর্থদ্বারা খরিদ্দার, ইহার কেহই মৃত দেহ গৃহে রাখিতে রাজী নহেন। অগ্নি ও কুকুর গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয় না। এই দেহ ষোলআনা আমার এমন বুদ্ধি অনেকে পোষণ করেন। দেহ মধ্যে শ্বেতবর্ণ লম্বা কৃমি, ক্ষুদ্রাকার কৃমি সহস্র বাস করে। এই কৃমি প্রবল হইলে আমি নামক দেহীকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। দেহী সর্ব্বস্বহারা হইয়া আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভুত নিরাশ্রয় হয়েন। ইহাকেই কৃমি বিকারে

মৃত্যু বলে। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মার জীবাণুও দেহখানি দখল করত দেহীকে (আমি নামাব্যক্তিকে) অল্প সময় মধ্যে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কখন যে রেফুইজী হইতে হইবে তাহার ঠিকানা নাই। দেহকে স্ত্রীগণ সালঙ্কৃত করে, সুন্দর মাল্যাদি ধারণ করে সুদৃশ্য বস্ত্রাবৃত করে ভীল সাঁওতাল হইতে সভ্যাভব্যা রমণীগণও করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীহীনতা রোধার্থই করিয়া থাকেন। কেহ কেহ রমণীদেহ রমণীয় কমনীয় পরমভোগ্য বোধে রমণীর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকেন। সেই ব্যস্ততার ফলে মাতাদিরও নির্ব্বাসন ঘটে।

রমণী রমণীয়া ইহা বিচার সহ নহে। প্রকৃতির রাজ্যে পুরুষই সুন্দর দৃষ্ট হয়। স্ত্রী তুলনায় কুৎসিত না হইলেও পুরুষ হইতে শ্রীযুক্ত হয় না। যেমন সিংহ ও সিংহী, সিংহ কেশর ফুলাইয়া দণ্ডায়মান হইলে তথায় সিংহী শ্রীযুক্ত মনে হয় না, দীর্ঘ দন্ত বিশিষ্ট নর হস্তী সমক্ষে হস্তিনীগণ সমভাব প্রাপ্ত হয় না। ষাঁড় আপন ককুদ ফুলাইয়া দাঁড়াইলে তৎসমীপস্থ গোমাতাগণ আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বানররাজ সমীপে বানরীকে কুৎসিত দেখায়। ময়ূর পেখম মেলিলে পেখমহীন ময়ূরীর মলিনতা স্বতঃই দৃষ্ট হয়। কুক্কুট আপন উজ্জ্বল পালক ফুলাইয়া যখন স্থিত হয় তখন অনুজ্জ্বল কুক্কুটীর নিঃস্ব অবস্থা কাহার না প্রতীত হয়। প্রাণিগণ মধ্যে সর্ব্বত্র পুরুষ সুশ্রী। কেবল মনুষ্যে তাহার ব্যত্যয় ঘটে এরূপ মনে করা অজ্ঞতা মাত্র। এই জন্যই শ্রীরূপিণী সীতা রাধা শ্যামাঙ্গ রাম কৃষ্ণে আসক্তচিত্তা।

দেহের উৎপত্তি হয় বিনাশের জন্য। একারণ বলিতে হয়, জন্মগ্রহণের অর্থ শ্মশানযাত্রী হওয়া। দিন যায় শ্মশান নিকটবর্ত্তী হয়। বয়সের বৃদ্ধি নাই দিন দিন হ্রাস হয়। এই "অত্যন্ত মলিনে দেহে দেহী চাত্যন্ত নির্ম্মলং"। মলিন দেহচিন্তা হ্রাস করতঃ নির্ম্মল দেহীর চিন্তা প্রসারিত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যাহা শ্মশানে ভস্ম হয় তাহাই আমি, এমন ধারণা অনেকে হৃদয়ে পোষণ করেন। যাহা ভস্ম হয় তাহা দেহীর বহিরাবরণ মাত্র। যেমন শীতকালে অনেকে একটী গেঞ্জি পরে, তত্নপরি সার্ট, তত্নপরি ওয়েষ্টকোট তত্নপরি কোট্ ও তত্নপরি আলষ্টার পরিধান করেন অর্থাৎ পাঁচটী আবরণে আবৃত হয়। তেমনি প্রতি দেহের দেহী পাঁচটী আবরণে আবৃত হন। যেমন অলেষ্টারটীর নাশে অন্য চারিটী নাশ পায়না তেমনি দেহের বহিরাবরণ মাত্র মৃত্যু বা বিনাশ গমন করে, অন্য চারিটী অটুট থাকে। এই বহিরাবরণের নাম অন্নময় কোষ। তৎনিম্নে প্রাণময় কোষ; তৎনিম্নে মনোময় কোষ; তাহার মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ; তন্মধ্যে আনন্দময় কোষ বা কারণ শরীর থাকে। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষত্রয়কে একত্র সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গ শরীর বলে। যেমন নারিকেলের উপরের পালিশ আবরণ, আবরণের নিম্নে ছোবরা থাকে, তৎ নিম্নে মালাই, তৎমধ্যে নারিকেল, তৎপর জল এবং জলমধ্যে প্রাণযুক্ত ফোঁপরাটী বা শাঁস বাস করে। তেমনি দেহী পঞ্চকোষ বা দেহত্রয়ে অবস্থিত। অন্নময় কোষটী মাত্র

ভস্মীভূত হয়। অন্য চারিটী কোষসহ জীবাত্মা স্বর্গাদিতে উৎক্রমণ করেন, সেজন্য ইহাকে সুপর্ণা বলে। এহেন কদর্য্য দেহে আসক্তি অল্পবুদ্ধির পরিচায়ক। এজন্য গীতায় ২।৫৭ "যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥" গী ১৩।১০ "অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।' মায়া স্নেহডোরে বন্ধন করে। দেহে মমত্ববুদ্ধিই স্নেহ। গীতায় অর্জ্জুনের এইরূপ বুদ্ধি ছিল তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ—যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নোরাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ। তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানিচ। ইহা অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি জন্য দেহে প্রীতির প্রকাশক। শ্রুতি বলেন দেহে নয় দেহীতে প্রীতিকর। বৃআ ১।৪।৮ তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্ অন্তর তরং যদয়মাত্মা।

অনিত্য ত্যাগে নিত্যে প্রীতিকর। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।" "ইদং সর্ব্বং জগত্যাং জগৎ" বিনশ্বর জানিয়া ত্যাগ করতঃ অবিনশ্বর ঈশ চিন্তামগ্ন হও। জগৎ মায়িক, ধন কোথায় যে গৃধ করিবে। পূতিগন্ধদেহে আসক্তি ত্যাগে পবিত্র দেহীতে আসক্ত চিত্ত হও। দেহে আসক্তি জন্যই স্ত্রী পুত্রাদির আলিঙ্গন কাম্য হয়। স্ত্রী দেহ আলিঙ্গন করিতে গেলে স্ত্রী তাহার প্রতিশোধার্থ যে মূল্য গ্রহণ করে তাহা মৃত্যুজনক। মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ফলে লোকে জাতিস্মর হয়। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি

আসে। ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতিতে কত অনিষ্ট হয়। বর্ত্তমানে যে টি. বি.র উৎপাতে দেশ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে তাহা বীর্য্যহানির জন্য ঘটে। এজন্য হিন্দি ভাষায় এক দোহা প্রচলিত ; তাহা এই :—দিনকী মোহিনী রাতকী বাঘিনী পল পল লহু চোষে। আদ্‌মি সব বাউরা হোকর ঘর ঘর বাঘিনী পোষে। বাঘিনী যখন সন্তান প্রসব করে তখন নিজ দেহের সবলতা সাধন ও বাচ্চার জন্য রক্তপানের বন্দোবস্ত করে। মাংস বেশী খায় না। বহুপ্রাণী বধ সাধন দ্বারা রক্তপানের পিপাসার শান্তি করে। আলিঙ্গন দায়িনী স্ত্রীও বাঘিনীর ন্যায় বীর্য্যসহ রক্ত শোষণ করে। আলিঙ্গন ফলে যে বীর্য্যহানি হয় তাহা অতীব মূল্যবান পদার্থ। বিশতোলা রক্ত মথন করিলে অর্দ্ধতোলা বীর্য্য উৎপন্ন হয়। বীর্য্য সর্ব্বাঙ্গসারভূত, তাহার বিনাশ শরীরকে জীর্ণ করে। অর্দ্ধতোলা বীর্য্য জন্য বহু রক্ত ক্ষয় হওয়ায় দোহায় বলিল, 'পল পল লহু চোষে'। প্রায় চারি তোলায় এক পল হয়। বিশ তোলায় পাঁচ পল রক্ত ক্ষয় ঘটে। বীর্য্য উর্দ্ধগামী হইলে ওজঃ জন্য স্মৃতি মেধাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর বীর্য্য অধোগত হইলে ওজঃ অভাবে স্মৃতি মেধাদির বিলোপ ঘটে। এজন্য ভগবান অচ্যুতকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন গী ৪।৫ "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥" ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৮।৪।৩ মন্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়ে বলিয়াছেন, "তদ্‌য এব এতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেনানুবিন্দতি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু

লোকেষু কামচারো ভবতি॥” ব্রহ্মচর্য্যে বেদাধ্যয়ন সহ গুরুসেবা, বীর্য্যধারণ, স্বাবলম্বন, তিতিক্ষাদি অত্যন্ত প্রয়োজন। সনৎ কুমারাদি চিরব্রহ্মচারী জন্য দেব সদৃশ মাননীয় হইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যব্রতেই কৃতকৃত্যতার পথে লইয়া যায়। উহাতেই দেহের সদ্‌ব্যবহার, যৌন সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রাণী সাধারণে প্রবৃত্তিমূলক পশুধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণে তাহার নিবৃত্তিতে দেবত্বলাভের উপায়ভূত। মানব স্থান ভ্রষ্ট দেবতা, বিষ্ণুর পরমপদই তাহার স্থান। দেবত্বলাভের পন্থাত্যাগে কোন্ বুদ্ধিমান পশুত্বে মগ্ন হইতে চায়। কুৎসিত মলিনদেহে আকৃষ্ট হইয়া দুর্লভ মানবজীবন পশুভাবে কাটাইবার বুদ্ধি যে বুদ্ধির স্বল্পতাজ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রীদেহে মাতৃত্বের বাস। শ্রুতি বলেন, মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব। মাতৃত্ব অর্থ মা। মা নিষেধে যিনি অহরহঃ সন্তানদেহের দুঃখ দৈন্য নিষেধকারিণী তিনিই মা পূজ্যা। মাতৃত্বেও দোষ আছে। মমতাধিক্যতাই মাতৃত্ব। কতিপয়মাত্র দেহে আত্মবুদ্ধিতা সংকীর্ণতার উদ্ভব করে, সেজন্য কলহের আকর হয়। এজন্য দারাশব্দের উৎপত্তি বলে ভাইয়ে ভাইয়ে যে মিলন থাকে তাহা দারয়তি ভেদকরে, আত্মকলহ উৎপন্ন করে। মমতা বুদ্ধি গোগাধাবানরেও দৃষ্ট হয়। মাতৃত্ব যে মমত্ব বিষ ছড়ায় তাহাতে সমাজ পর্য্যন্ত জীর্ণ হয়। গীতা বলেন নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ সশান্তিং অধি গচ্ছতি। প্রকৃতির রাজ্যে দেহের ভাব উদ্ভব হেতু যাহা, তাহাতে একটা প্রিয়তার

ছাপ লাগান থাকে। এজন্য কঠ, শ্রুতি প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ পথদ্বয় বলিয়া যে প্রেয়কে বরণ করে সে মৃত্যুকে পুনঃ পুনঃ বরণ করে বলেন। শ্রেয়ঃ মানবকে নবতত্ত্বের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া স্বপদে স্বস্বরূপে স্থাপন করে। নবতত্ত্ব মায়া, পঞ্চভূত ও মন বুদ্ধি অহঙ্কার। এজন্য স্ত্রীত্যাগই জগৎত্যাগ বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন। স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্ত্যক্তং জগত্ত্যক্তা সুখী ভব। মহোপনষৎ ৩।৪৮।

হিন্দু রাষ্ট্র

হিন্দু শব্দটী সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ। স স্থলে হ হইয়াছে ফাইলোলজি ব্যাকরণাংশমতে; যেমন সংস্কৃত সরমা শব্দ গ্রীক্ হেলেনা শব্দে পরিণত। তাহাতে স স্থানে হ হইয়া হরমা হয়। র ল অভেদে র স্থানে ল হইয়া হলমা হয়। পশ্চাৎ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, অনুনাসিক বর্ণের ম স্থানে ন হইয়া হলনা হয়। হলনা হইতে হেলেনা শব্দের উৎপত্তি ঘটে। তেমনি এখানে স স্থলে মাত্র হ হইয়াছে। ইরানিয়ান্ আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠতম দেবতা অহুরমজদা, উহার সংস্কৃত নাম অসুরোমহদ্। এখানেও স স্থানে হ হইয়াছে। ইনি আপন উপাসক ভক্তজনের সুখ সুবিধার্থ ক্রমে ষোলটী স্থান নির্ম্মাণ করেন। অঙ্গিরামন্যু যিনি শতমন্যু শতক্রতুর উপাসনার প্রবর্ত্তক, তিনি ইন্দ্রের বিদ্বেষ্টা অসুর উপাসকগণের উক্ত ষোলটী স্থানই বিধ্বস্ত করেন। এমন জোরোষ্ট্রিয়ানদের জেন্দ ভাষায়, অবস্তা ঋষি প্রণীত জেন্দাবস্ত নামক গ্রন্থে বিবৃত আছে। উহার মধ্যে একটী স্থানের নাম হপ্তহেন্দু ছিল, সংস্কৃতে সপ্তসিন্ধু বলা যায়। হপ্তহেন্দুর অবস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ আফগানিস্থানের সপ্তস্রোতা হরুৎনদী, যাহার পূর্ব্বনাম হরাবতী (সংস্কৃত সরস্বতী) তাহার তীরে অহুর মজদা স্থাপিত হপ্তহেন্দু বলে। অন্য কেহ বলেন ছয়টী ক্ষুদ্র নদী ও উক্ত হরুৎ নদী একই হ্রদে পতিত দৃষ্ট হয়; উহারা যে দেশ দিয়া প্রবাহিত

তাহাই সপ্তসিন্ধু। অন্য কেহ পঞ্চনদ বিশিষ্ট সিন্ধু ও সরস্বতী দৃষদ্বতী বিধৌত দেশকে সপ্তসিন্ধু বলিতেছেন। হপ্তহেন্দু ভারতীয় আর্য্যগণের বীজস্থান নহে। অসুর উপাসকগণের অধিবাস। তাহাদিগকে পরাস্ত করতঃ যদি ভারতীয় আর্য্যগণ তাহা দখল করিয়া থাকেন তবে উহা উপনিবেশ মাত্র। এই হেন্দু শব্দই হিন্দু শব্দের মূল বলিতে হয়। নতুবা সিন্ধু তীরবাসীকে হিন্দু বলিতে হয়।

কেহ বা ইন্দু শব্দ হইতে হিন্দু শব্দ হইয়াছে বলেন। ইন্দু বা চন্দ্রবংশীয়দের আবাসস্থল আর্য্যাবর্ত্ত বা হিন্দুস্থান। চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠান নগরী, হস্তিনা পুরী, হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভ গত হইলে কৌশাম্বী নগরে রাজত্ব করেন। ভারতীয় আর্য্যগণের আবাস সিন্ধুতীর হইলেও তথায়ই চিরনিবদ্ধ রহেন নাই। তাঁহাদের নৌযান সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে বিচরণ করিত। পূর্ব্বে ইন্দোচীন, মালয়, যাভা, সুমাত্রা, পশ্চিমে ফনিসিয়া (পনিগণের উপনিবেশ ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব তীরে) কার্থেজ, রোম এমন কি সুদূর আমেরিকার মেক্সিকো দেশেও আর্য্য চিহ্ন মিলিয়াছে। এসিরিয়া, বেবেলোনিয়া, মিশর, সুদান সবই আর্য্য উপনিবেশ। ভারতীয় আর্য্যগণের ব্রাহ্মী অক্ষর (দেবনগরাগত জন্য দেবনাগরি)। সংস্কৃত ভাষায় উদিত ঋগ্বেদের মন্ত্রসকল হইতে প্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নাই। ভারতের হিন্দু সেই আর্য্য জাতীয় সভ্যতার কিয়দংশ রক্ষা করিয়া অদ্যাবধি জীবিত আছে। রাষ্ট্র শব্দ শ্রেষ্ঠ দেশ বাচী রাজশব্দ হইতে নিষ্পন্ন। উহা শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশক। ধনে জনে

বিদ্যাবুদ্ধিতে, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকারের শ্রেষ্ঠতা যাহা সভ্যতার সূচক তাহাতে পূর্ণ ছিল। রামরাজ্য আদর্শস্থানীয় রাজ্য বলিয়াই কীর্ত্তিত। রাম পুষ্পকরথে আকাশপথে সীতাসহ অযোধ্যা গমন করেন। লোকে বলে 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভূভারতে।' মহাভারত, বেদ, উপনিষৎ, ধর্ম্মসূত্র, রামায়ণ হইতে প্রাচীন না হইলেও পঞ্চ সহস্র বর্ষের প্রাচীন। কুরুযুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৩৩৩২ অব্দে ঘটিলেও তৎসহ ১৯৫০ যোগে ৫২৮২ বর্ষ হয়। তাহাতে আমরা রাষ্ট্র গঠন সম্বন্ধে এরূপ দেখিতে পাই। মহা শান্তিপর্ব্ব-৫৯ নৈবরাজ্যং ন রাজাসীন্ন দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ। ধর্ম্মেণৈব প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষন্তিস্ম পরস্পরম্ ॥ পাল্যমানা স্তথান্যোন্যং নরা ধর্ম্মেণ ভারত ॥ খেদং পরমুপাজগ্মুস্তত স্তান্মোহ আবিশৎ। বিপ্লুতে নরলোকে বৈ ব্রহ্মচৈব ননাশ হ। নাশাচ্চ ব্রহ্মণো রাজন্ ধর্ম্মো নাশ মথাগমৎ ॥ ব্রহ্ম অর্থ বেদ। মহা দ্রোণ পর্ব্ব ৬৭ অ বর্ণিত, ঋষিগণ প্রথম বেণকে দলপতি করেন। বেণ অত্যাচারী হওয়ায় তাহার বধসাধন ও তাহার স্থানে তৎপুত্র পৃথুকে নিযুক্ত করেন। পৃথু অতি উত্তম ভাবে শাসন করায় প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইয়া পৃথুকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।

পৃথুং বৈণ্যং প্রজা দৃষ্ট্বা রক্তাঃ স্মেতি যদব্রুবন্।
ততো রাজেতি নামাস্য অনুরাগাদ জায়ত ॥ ৩

এ বিষয়ে ভাগবত পুরাণে ৪।১৬।১৫ রঞ্জয়িষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ। অথামুমাহু রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ।

ঋগ্বেদে স্বায়ম্ভুবমনুকে প্রভু প্রজা সৃষ্টি বৃদ্ধি ও রক্ষার্থ

আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সুশাসন জন্য ঋ১।১১৪।২ মন্ত্রে কুৎসআঙ্গিরস, ঋ ১।৩০।১৬ মন্ত্রে রাহুগণ গৌতম, ঋ ২।৩৩।১৩ মন্ত্রে গৃৎসমদ ভার্গব, ঋ ৮।৩০।৩ মন্ত্রে বৈবস্বতমনু পিতা স্বায়ম্ভুবমনু প্রদর্শিত পথ হইতে যেন ভ্রষ্ট না হই প্রার্থনা করিয়াছেন। ঋ ১।৩১।১১মন্ত্রে মনুষ্য শাসনজন্য ইলা পদ্ধতি করিয়াছেন। মনুর এই সকল পদ্ধতি লক্ষ্য করতঃ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে ২।২।১০ মন্ত্র বলে যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎতদ্ ভেষজং। মহা আদি ২২০ অ দ্বারকায় যাদবগণের প্রজা সভার নাম সুধর্ম্মা ছিল তাহার নির্দ্দেশানুসারে যাদবগণ কুরুযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। মহা আশ্রম বাসিক পর্ব্বে ৯অ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ অবলম্বনে বনে যাইতে অভিলাষী হইয়া প্রজা সভার আহ্বান করেন ও প্রজাগণের নিকট কোন অন্যায় করিয়া থাকিলে তজ্জন্য ক্ষমা চাহিয়া প্রজাগণের অনুমতি চাহিতেছেন। রামায়ণে রামচন্দ্রের যৌব-রাজ্যে অভিষেক করিবার পূর্ব্বে প্রজাসভা ডাকিয়া তাহার অনুমতি লওয়া হইয়াছিল বর্ণিত আছে। খৃষ্টের ৭৫০ অব্দে বা তৎ নিকটবর্ত্তীকালে অরাজকতাময় মগধ দেশের প্রজাবর্গ পূর্ব্ব দক্ষিণ দেশীয় রাজাগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গোপাল দেবকে রাজা করেন। ইহাতে বর্ত্তমান যুগের প্রেসিডেণ্ট স্থলে দলপতি বা রাজার নিয়োগে প্রজাবর্গের হাত ছিল জানা যায়। সুতরাং প্রজাতন্ত্র শাসন যন্ত্র কিছু নূতন নহে। পুরাতনকে মার্জ্জিত ঘর্ষিত করিয়া অভিনব বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে। রামরাজ্যে দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়াদি জাতি, পার্ব্বত্য কোল, ভীল,

সাওতালগণ ও আফগান প্রান্তে হুনাদি ছিল। মহারাজ চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের রাজ্যেও ছিল মহাভারত পাঠে জানা যায়। সুতরাং নানাজাতির নানাধর্ম্মীর এক শাসন তন্ত্রের অধীনে থাকা কেবল রুশিয়ায় দৃষ্ট হয় না। রাষ্ট্র স্বাধীন হইলেই রাষ্ট্রপদ বাচ্য হয়। কোন বৃহত্তর ক্ষমতার ইঙ্গিতে যাকে চলিতে হয় তাহা বস্তুতঃ রাষ্ট্র হয় না। রাষ্ট্রের রাজদণ্ডের ভয়ে অন্য সব জাতি যদি চিন্তিত থাকে তবেই তাহা জাগ্রত রাষ্ট্র। জাগ্রত ভাব বিনষ্ট হইলেই উহা দেহের জড়তার ন্যায় জড়ভাবাপন্ন হয় ও পরমুখাপেক্ষী হয়। যখন কোন রাষ্ট্র জাগ্রত হইতে চায় তাহাকে পররাষ্ট্র নির্জ্জিত করিয়াই তাহা লাভ করিতে হয়। মহাভারতের বর্ণিত রাজসূয়াদির মহিমার ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা পররাজ্য লোলুপতা নহে। সভ্যতার বিকাশ করিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন।

অস্মদ্দেশের শাস্ত্রে রাজা প্রজার আচার ব্যবহার সবই রাজ ধর্ম্মের অন্তর্গত। এজন্যই মহাভরেতে শান্তি পর্ব্বে রাজধর্ম্ম আপদ ধর্ম্ম ও মোক্ষ ধর্ম্ম বলিয়াছে। মোক্ষ ধর্ম্ম বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর উপযোগী। আপদ ধর্ম্ম সব্ব র্ণের ব্যাপার এবং আপৎ কালে প্রয়োজন হইলে, চারি বর্ণেরই অস্ত্র ধারণ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অস্ত্রধারণ রাষ্ট্র রক্ষার্থই প্রয়োজন। অস্ত্রধারীর অস্ত্র প্রয়োগসহ যে প্রাণীগণের ক্লেশ উৎপাদনাত্মক হিংসা তাহা সঙ্গতও শাস্ত্র সম্মত। রজবহুলে বিশ্বের উৎপত্তি ঘটে জন্য হিংস্র প্রকৃতি নরগণের সংখ্যাধিক্য হয় তাহা হইতে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধারণের ও প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। অহিংসাপরায়ণ মানব সমাজ

হইতে পারে না। কারণ প্রকৃতি প্রেরণা হিংসাত্মক। মৎস্য মাংসাদি আহারে প্রবৃত্তি অধিকাংশের থাকায় অহিংসা পরমধর্ম্ম অতীব সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। এজন্য শাস্ত্রে যুদ্ধ যজ্ঞে দেহত্যাগের ফলে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিবার সামর্থ্য জন্মে বলিয়াছে। যুদ্ধ অনিবার্য্য জন্য যুদ্ধে অর্জ্জুনকে নিযুক্ত করিবার জন্য ভগবান গীতা বলিয়াছেন। এ কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন। অহিংসন্ অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। ক্ষেত্র চাষে চাষীকে কিছু হিংসা করিতে হয়। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষার্থ যোদ্ধাকে নরহত্যা করিতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার অহিংসাব্রত পালন পরিপন্থী। অহিংসার মহিমা শ্রুতি জানিতেন। "মাহিংসাৎ সর্ব্বভূতানি" বাক্য শ্রুতিতে রহিয়াছে। সেই অহিংসা আচরণার্থ মানব জীবন দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত গার্হস্থ্যে সমাজ স্বদেশ পরিচর্য্যায় অহিংসা সম্ভবপর নহে। সেজন্য পঞ্চাশোর্দ্ধে বনংব্রজেৎ বিধি। শতবর্ষ পরমায়ুর শেষার্দ্ধ কাল অহিংসা ব্রত পূর্ণমাত্রায় আচরণে জীবন যাপনের ব্যবস্থা।

মহাভারত রাজধর্ম্ম প্রকরণে ১৪ অ বলে ঃ—

নক্লীবো বসুধাংভুঙ্‌ক্তে নক্লীবো ধনমশ্নুতে।
নক্লীবস্য গৃহে পুত্রা মৎস্যাঃ পঙ্কইবাসতে ॥
নাদণ্ডঃ ক্ষত্রিয়ো ভাতি নাদণ্ডোভূমিমশ্নুতে।
নাদণ্ডস্য প্রজা রাজ্ঞঃ সুখং বিন্দন্তি ভারত ॥

অসতাং প্রতিষেধশ্চ সতাঞ্চ পরিপালনং।
এষ রাজ্ঞাংপরো ধর্ম্মঃ সমরে চাপলায়নম॥

মহা শা ১২ অ ঃ—

রাজ্ঞঃ প্রমাদদোষেণ দস্যুভিঃ পরিমুষ্যতাম্।
অশরণ্যঃ প্রজানাং যঃ স রাজা কলিরুচ্যতে॥ ২৯

মহা শা ২৩ অ ঃ—

ভূমি রেতৌ নিগিরতি সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্॥ ১৫

এই পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে প্রজাগণ আত্মরক্ষা করিয়া একাকী চলিতে পারে না এজন্য দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এক এক দলবদ্ধ জনগণকে জাতি বলে, যেমন হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি। দলপতি দল পরিচালন করেন তাঁহার নাম প্রিমিয়র, প্রেসিডেণ্ট, সিজার, রাজা বা আর কিছু বল, দলপতি নিঃস্বার্থপরায়ণ ও ত্যাগী হইলেই দল উন্নতি করিতে পারে ও প্রজা সুখী হয়। দলপতি ভ্রষ্ট চরিত্র ভীরু প্রকৃতি, ক্ষমতাপ্রিয় হইলে সেই দলের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমানে ছলে বলে এক পার্টি অবলম্বনে একের শাসন রূপ প্রজাতন্ত্রনামধেয় রাষ্ট্র সকল চলিতেছে। এজন্য প্রজার দুঃখ কষ্টের শেষ নাই। ভগবান কবে এই প্রজাগণের দুর্দ্দিন দূর করিবেন, শান্তি ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন, সে আশারই আশায় থাকা ভিন্ন গত্যান্তর নাই। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীমদ্ ভাগবৎ পুরাণের প্রথম শ্লোক

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। মঙ্গলাচরণ জন্য দেবতার স্মরণ ও নতি করার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। উদ্দেশ্য গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি। ভগবৎ অর্থ ভগযুক্ত। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ জ্ঞানবৈরাগ্যযোশ্চৈব" এই ছয়টীকে ভগ বলে। পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত যিনি তিনিই ভগবৎ শব্দ বাচ্য ভগবান্। বসুদেবের অপত্যইব যিনি তিনি বাসুদেব তাঁহাকে নমস্কার। "বসতি প্রতিদেহে" ইতি বাসু। অন্তর্যামীরূপে যিনি প্রতিদেহে বাস করেন তিনিই বাসুদেব। অথবা যাঁহার দেহে সব বাস করে তিনিই সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব। এজন্য গীতায় বলে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভঃ।

ভাঃ পুঃ প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক।

জন্মাদ্যস্যযতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তিযৎসূরয়ঃ।
তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্রত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদানিরস্তকুহকং সত্যংপরং ধীমহি ॥১॥

প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেও শেষে অর্থাৎ উপক্রমে ও উপসংহারে অনুবন্ধ চতুষ্টয় অর্থাৎ গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী নির্ণয় করিতে হয়। এই শ্লোকের প্রথমে বেদান্ত সুত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের

দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের যে তটস্থলক্ষণ উক্ত তাহা উদ্ধৃত করায় এই গ্রন্থের বিষয় পরমহংসগণের আদরনীয় বেদান্ত হইবে ইহা সূচিত হইয়াছে। সুরয়ঃ মুহ্যন্তি অর্থাৎ দেবগণেরও যে বিষয়ে মোহ তাহা পরিস্ফুট করিয়া কৈবল্য লাভই প্রয়োজন। ইহাই গ্রন্থের "প্রয়োজন" প্রকাশক। যেমন কঠ উপনিষদে দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতংপুরা। ঋ ১০।১২৯।৬ অর্ব্বাগ্ দেবাঅস্য বিসর্জ্জনেনাথাকো বেদ যত আবভুব। যিনি অন্বয় ও ব্যতিরেকী হেতুবাদে নিরস্ত কুহক হইতে ইচ্ছুক তিনিই অধিকারী। ধীমহি বাক্যটী সুপ্রসিদ্ধ ঋগ্বেদীয় গায়ত্রী মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, সুতরাং গ্রন্থ বেদানুগ অর্থাৎ শাস্ত্রসহ সঙ্গত সম্বন্ধ যুক্ত। এই গ্রন্থের উপসংহারে ১২।১৩।১২ শ্লোকে এইরূপ স্পষ্ট উক্তি দৃষ্ট হয়। তৎ যথা সর্ব্ববেদান্তসারংযদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্॥ বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্॥ এই শ্লোকটী বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রবৎ অদ্বৈত ব্রহ্ম অনুধ্যানাত্মক। এবং দৃশ্য প্রপঞ্চও মায়ার কুহক মাত্র জন্য ত্যজ্য যেমন ঋ ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রে বলে ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। অন্বয়—সদা নিরস্ত (মায়া) কুহকং স্বেন ধাম্না (স্বরূপেন) (তিষ্ঠন্তং) পরং সত্যং ধীমহি। সত্যকিরূপ ? জন্মাদি (জন্মস্থিতিলয়) অস্য (জগতঃ) যতঃ (ভবতি) তৎ সত্যং। যদ্ অন্বয়াদ্ ইতরতশ্চ (নিশ্চিতংস্যাৎ) যাহা অন্বয় ও ব্যতিরেকী হেতুবাদে নিশ্চিত হয়। যঃ অর্থেষু (অকৃত কারণেষু এবংকৃত আকাশাদি কার্য্যেষু) অভিজ্ঞঃ (এতদ্বারা অজ্ঞ প্রধানা সৃষ্টি কর্ত্রী নহে এজন্য ধ্যেয় নহে বলা

হইল, কেন না বেদান্ত সূত্রের ১।১।৫ সূত্রে ঈক্ষতে র্নাশব্দং ন্যায়ে ঈক্ষনাদি অচেতন প্রধানাতে সম্ভবেনা সুতরাং যাঁর ঈক্ষনাদি শক্তি আছে, তিনিই ধ্যেয় হইবেন)। জীবও ঈক্ষণ সমর্থ তবে কি তিনিই জগৎ কারণ এবং ধ্যেয়? না। জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই জন্য স্বরাট্ হয় না, যিনি স্বরাট্ তিনি কারণ তিনিই ধ্যেয় এজন্য স্বরাট্ শব্দের প্রয়োগ। তবে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎকারণ স্বরূপে ধ্যেয়? না। ব্রহ্মাও সৃষ্ট, এইটী প্রতিষেধের জন্য (যঃ) হৃদাআদি কবয়ে ব্রহ্মতেনে, বাক্যটী বলা হইয়াছে। হৃদামনসা এব আদি কবয়ে (ব্রহ্মাকে) ব্রহ্ম (বেদ ব্রহ্ম বিদ্যা) তেনে (ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদের বিস্তার করেন) অর্থাৎ যিনি স্বয়ং প্রকাশবান্ তিনিই জগৎ কারণ তিনিই ধ্যেয়। বৃ আ ২।৪।১০ মন্ত্রে বলে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ইত্যাদি। ভাগ পুরাণে ২।৭।১১ বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্যনস্তঃ। হয়গ্রীবরূপী নারায়ণের নিশ্বাস হইতে বেদবাণী প্রকাশ পায় এজন্য নারায়ণই ধ্যেয়। যৎ (যস্মিন্ ব্রহ্মণি) সূরয়ঃ (অপি) মুহ্যন্তি। যত্র (ব্রহ্মণি) ত্রিসর্গঃ অমৃষা তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়ঃ। তিনিই ধ্যেয়। ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণময়ী মায়াকৃত সৃষ্টি অমৃষা না হইলেও অবিদ্যা অজ্ঞান বশে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। যেমন বৃ আ ১।৬।৩ শাস্ত্রে প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাং অয়ং প্রাণঃ ছন্নঃ। বৃ আ ২।৩।৬ মন্ত্রে প্রাণাবৈসত্যং তেষামেষ সত্যম্। সত্যস্য

সত্যমিতি, মায়ার আবরণে ঘনাচ্ছন্নার্কবৎ সত্য আবৃত। যেমন ঈশা উপনিষদে বলিয়াছেন হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যা পিহিতং মুখং। ত্রিসর্গের মৃষাত্ব প্রদর্শনার্থ তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়ঃ বাক্য বলা হইয়াছে। বিনিময় অর্থ ব্যত্যয়। অন্যস্মিন্ অন্য অবভাসঃ। অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান। মহাভারতে সভাপর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভা গৃহ যাহা মায়াবী ময়দানব নির্ম্মিত তাহাতে রাজা দুর্য্যোধনের জলে স্থল-ভ্রম ও স্থলে জলভ্রম ঘটিয়াছিল। তেমনি মরীচিকায় তেজে বারি বুদ্ধি, মৃন্ময় কাচে বারিবুদ্ধি, বারিতে কাচ (মৃৎ) বুদ্ধি। রজ্জু অধিষ্ঠানে সর্প বুদ্ধি যেমন তেমনি সত্য বস্তুতে ত্রিসর্গ বুদ্ধি। এজন্য উহা অধ্যাসরূপ, চিত্তবিভ্রম মাত্র সুতরাং সিনেমা গৃহের দৃশ্যবৎ মৃষা। দৃশ্য প্রপঞ্চমৃষা হইলে যাহা সত্য নিরস্ত কুহক তাহাই চিন্তনীয়। বেদের বাণী অনেকটা সূত্রাকারে নিবদ্ধ। তাহা বিশিষ্ট অভিজ্ঞ গুরু হইতে বুঝিয়া নিতে হয়। আর্য্যগণ সূত্র ব্যাখ্যান কালে মূলে যাহা অস্পষ্ট থাকে তাহাতে কিছু শব্দ যোজনা পূর্ব্বক উহা বিশদীকৃত করেন। গায়ত্রী মন্ত্রসহ সাদৃশ্য থাকিলেও এবং আকারে শ্লোকটী দীর্ঘ হইলেও ইহা বুঝিতে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। দৃষ্টান্তাদি দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলে হৃদ্‌বোধ করা দুরূহ। ভাগবৎ পুরাণের উপসংহার অংশ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটী সুস্পষ্ট। তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের একতা বলায় পঞ্চ কোশাবৃত জীবভাব যে মায়ার আবরণ জন্য তাহা গ্রন্থের স্বীকৃত বিষয়। মায়ার আবরণ মুক্তে স্বরূপে স্থিতিই

নিরস্ত কুহক বাক্যের তাৎপর্য্য। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-তত্ত্বই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। দ্বৈত বা কল্পিত ব্যক্তমধ্যভাব অবিদ্যা জনিত।

শ্রুতি বলেন উপাসকানাং হিতার্থং ব্রহ্মনো রূপকল্পনা। যেমন রজ্জুতে সর্পত্ব। এ কারণ এই গ্রন্থের শেষভাগে ১২।১১ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তমধ্যরূপটী কি ভাবে কল্পিত হইয়াছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তৎ যথা মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকার ময়ো বিরাট্। নির্ম্মিতোদৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্ ॥৫ ইহার ১০-১৪ শ্লোকে কৃষ্ণের গলে কৌস্তুভটী আত্মজ্যোতি, শ্রীবৎস লাঞ্ছন তাঁহার ব্যাপিনীপ্রভা, বনমালাটী ত্রিগুণময়ী মায়া সর্পের মালা, অসতের দ্বারা সতের বন্ধন, যাহা ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে বলিয়াছে তাহাই উক্ত। পীত বসন ছন্দ, মকর কুণ্ডল সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রদ্বয়, পারমেষ্ঠ্যপদই চূড়া, অব্যাকৃতা প্রকৃতি অধিষ্ঠান। সত্ত্বগুণাত্মক ধর্ম্মজ্ঞানাদি তাঁর হস্তের পদ্ম, ওজসহমুখ্যতত্ত্ব তাঁর গদা, অপতত্ত্ব শঙ্খ এবং তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন। লোকে বলে গোপীগণ কাম দ্বারাই মুক্ত হন ভাগ, পুঃ ৭।১।৩০ গোপ্য কামাদ্ ভয়াৎকংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। বাক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা অর্থবাদ মাত্র কারণ কৃষ্ণউপনিষদে বলে এই গোপীগণ রামাবতারে বনের তপস্বী মুনিগণ, রামবাক্যে স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণে ও ভগবানের আলিঙ্গনাকাঙ্ক্ষী মাত্র। পূর্ব্ব জন্ম কৃত তপস্যাদির সংস্কার তাঁহাদের সঞ্চিত ছিল। তাহাই ইহ গোপীদেহে প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন গীতায় তত্রতং

বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং। শুদ্ধ চিত্ত থাকায় পবিত্র তীর্থ কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে ভগবান স্বয়ং আচার্য্য হইয়া তাঁহাদিগকে অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা সেই অধ্যাত্ম বিদ্যা মনন নিদিধ্যাসনে মোক্ষ লাভ করেন।

ইহা ভাগবৎ পুরাণের ১০।৮২।৪৭ শ্লোকে বিবৃত আছে—

অধ্যাত্ম শিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ
তদনুস্মরণ ধ্বস্তজীব কোশাস্ত মধ্যগন্॥
মননাদি দ্বারা জীব কোশ বিধ্বস্তে তংব্রহ্মং অধ্যগন্ প্রাপুঃ
এই পুরাণের মধ্যেও বেদান্তই বিবৃত তৎ যথা

২।৬।৪০ বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্॥
২।৭।৪৭ শশ্বৎ প্রশান্ত মভয়ং প্রতিবোধ মাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দোনযত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখেচবিলজ্জ মানা।
তদ্বৈপদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্ বিদুরজস্রসুখং বিশোকং॥

২।৯।১ আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।
নঘটেতার্থ সম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা।
অর্থাৎ দৃশ্যমান দেহাদি।

২।১০।৩৫ অমুনী ভগবদ্ রূপেময়া তেহ্যনু বর্ণিতে

উভেঅপি নগৃহ্নন্তি মায়া সৃষ্টে বিপশ্চিতঃ।

২।১০।৪৫ নাস্ত কর্ম্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।

কর্ত্তৃত্ব প্রতিষেধার্থং মায়য়া রোপিতং হিতৎ॥

৩।৭।১১ যথাজলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদি স্তৎকৃতোগুণঃ।

দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ॥

৩।২৯।২১,২২ অহংসর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।

তমবজ্ঞায় মাংমর্ত্ত্যঃ কুরুতে হ র্চ্চাবিড়ম্বনম্॥২১

যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।

হিত্বার্চ্চাং ভজতেমৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতিসঃ॥ ২২

১১।১২।৪ একস্যৈব মমাং শস্য জীবস্যৈব মহামতে।

বদ্ধোঽস্যাবিদ্যায়ানাদি বিঁদ্যয়া চতথেতরঃ॥৪

অনাদি অবিদ্যাজন্য জীবভাব, বদ্ধভাব, বিদ্যাদ্বারা মোক্ষ।

১১।১৩।২৭ জাগ্রৎস্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চগুণতোবুদ্ধি বৃত্তয়ঃ।

তাসাং বিলক্ষণোজীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ।

১১।১৩।৩৪ ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসোবিলাসং

দৃষ্টং বিনষ্টমতি লোলমলাত চক্রম্।

বিজ্ঞানমেক মুরুধেব বিভাতি মায়া

স্বপ্নস্ত্রিধাগুণ বিসর্গকৃতো বিকল্পঃ॥

১১।১৫।৩৬ অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।

যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা॥

এই সকল পুনরুক্তি হইতেও গ্রন্থখানি ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লিখিত বলিতে হয়। ব্রহ্মবিদ্যায় কার্য্য ব্রহ্মাদি

দ্বৈত প্রপঞ্চের স্থান নাই। জীব অজীবাত্মক দৃশ্যপ্রপঞ্চের মৃষাত্ব স্থাপিত। এজন্যই বলে ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ। উক্ত জন্মাদ্যস্য যতঃ বাক্যের ব্যাখ্যানে কেহ কেহ জন্ম আদ্যস্য যতঃ পাঠ বলেন। ইহা হইতে আদ্যের জন্মগ্রহণ করিলে জগতের জন্ম আত্মা হইতে বলিতে হয়। নির্ব্বিকার পুরুষ হইতে জগতের জন্ম হয় না, আত্মার জন্মও সম্ভবে না। পুরুষের সান্নিধ্যে আত্মার আবির্ভাবকেই জন্ম বলিতে হইতেছে। যেমন ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে মৃত্যু বা তম রহিত অদ্বৈত পুরুষের অবস্থিতি বর্ণিত। পশ্চাৎ ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তম আসীৎ তমসা গূঢ়হমগ্রেহ্ প্রকেতং সলিলং সর্ব্ব মাইদং বাক্যে তমের আবির্ভাব বলা হইয়াছে। যেমন ঋ ১০।১৯০। সূক্তে ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত। মুণ্ডকোপনিষদে তপসাচীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্ন মভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণঃ ততঃ সত্যং। বৃ আ ৩।৯।৯ বলে প্রাণ (ব্রহ্ম) উপচীয় মান হইয়া অধ্যর্ধ হন। অধ্যর্ধ হইতে প্রাণ ও অন্ন দেবতাদ্বয় হন। বৃ আ ১।৪।৩ একাকী নরমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ সহৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাং। এই সব মন্ত্রে অখণ্ডৈকরস অশরীর অক্ষয় অব্যয় নিস্ক্রিয় নিত্য সত্য নির্ব্বিকারে বিকার উপস্থিত হওয়া ও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হওয়া এবং দুইখণ্ডে বিভক্ত হওয়া, তন্মধ্যে একখণ্ডে চিন্ময় একখণ্ডে মৃন্ময় হওয়া ইত্যাদি বিবৃত। যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে

তত্বুৎপত্তি রূপ অঘটন না ঘটিলে দ্বৈত স্থাপিত হয় না। ঋ ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রে ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে বলে। সেই অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়াই অসৎ তম রাত্রি অন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। অচ্যুত পুরুষ অবিকৃতই থাকেন, মায়া জন্য ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। সৎ হইতে সৎ বা অসৎ হয় না। অসৎ হইতে অসৎ বা সৎ হয় না। এই কারণ গীতায় ১১।১৫ শ্লোকে বিরাট বৈশ্বানর বর্ণনে বলে—পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে সর্ব্বাং স্তথা ভূতবিশেষ সংঘান্। ব্রহ্মাণ মীশং কমলাসনস্থ মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাং শ্চদিব্যান্। স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব সেই দেব দেহে চিত্রিত। এই দেহ সম্বন্ধে ভাগ পুরাণে বলে—১২।১১।৫ মায়ষ্ছৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকার ময়ো বিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকেভুবনত্রয়ম্॥ মায়া ও অষ্টতত্ত্ব এই নবতত্ত্ব। গীতায় ৭।৪ বলে—ভূমিরাপোঽ-নলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মেভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। মায়া, পঞ্চভূত মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই নব তত্ত্ব দ্বারা সমষ্টি বিরাট দেহ নির্ম্মিত। ব্যষ্টি জীব দেহও তদ্বারাই রচিত। গী ৪।৬ বলে অজোঽপিসন্ অব্যয়াত্মা ভুতানামী-শ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া। ইহাই শ্বেতাশ্বতরে ১।৩ তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম শক্তিং স্বগুনৈঃ নিগূঢ়াম্। দেবতার আত্মশক্তি নিজ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় দ্বারা সংবৃত। ইহা অব্যক্তা প্রকৃতি ত্রিগুণের সাম্যা-বস্থা গত কেন উপনিষদে তৎকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছে

তৎবিদিতাদথ অবিদিতাদধি। অব্যাকৃতা অব্যক্তা অবিদিতা প্রকৃতি ক্ষোভিতা অর্থাৎ ক্রিয়াশীলা হইলে বিদিতা হন, দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হন। যেমন গীতায় অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাপ্রভবন্তি অহ রাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে। স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্ বাক্যটী ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তমআসীৎ তমসা গূঢ়হমগ্রেহ্ প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্ বাক্যের অনুবাদ মাত্র। ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে নমৃত্যুরাসীদমৃতং নতর্হিনরাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। বাক্যে মৃত্যু বা তম না থাকায় অমৃত অর্থাৎ দেবতা হিরণ্যগর্ভও ছিলেন না। কাল ছিল না উক্ত। তবে কি শূন্য ছিল? তদুত্তরে ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলিলেন আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস। অন স্বস্বরূপে একমেবদ্বিতীয়ং ছিলেন। অনঅর্থ ব্রহ্ম, যাঁহার অস্তিতা চির অবাধিত তিনি ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পুর্ণমদঃ মন্ত্রে—পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে বাক্যটী রহিয়াছে। উহার অর্থ অ: পূর্ণ হইতে ইদং পূর্ণ মায়াবৃত হইয়া পৃথকরূপে যেন আবির্ভূত হন। এবং পূর্ণস্য পূর্ণ মাদায় বাক্যে ইদং পূর্ণের পূর্ণত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশাদি পূর্ণশক্তিমত্তা যদি আদায় বা অপসৃত হয় তবে ঘটভঙ্গে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয় মহাকাশ মাত্র অবশেষ থাকে তেমনি মায়ার আবরণনষ্টে ইদং পূর্ণ অদঃ পূর্ণে লীন হন। অদঃ পূর্ণমাত্র অবশেষ থাকেন। ইদং পূর্ণ ভাবটী কিয়ৎকালের জন্য। ইহাই গীতায় ব্যক্তমধ্য অবস্থা বলিয়া

উক্ত। যাহা আদিতে নাই অন্তে নাই মধ্যে থাকে (যেমন রজ্জুতে সর্প) তাহা মধ্যে দৃশ্যকালেও থাকেনা। সিনেমাহলের দৃশ্য যেমন আঁধারেই দৃষ্ট হয় আলোকসহ নহে তেমনি দৃশ্য প্রপঞ্চ অজ্ঞান আঁধারেই দৃষ্ট হয় জ্ঞানালোকসহ নহে। এজন্য ভাঃ পুঃ প্রথম শ্লোকে অমৃষাবৎ প্রতীত হইলেও প্রপঞ্চ বস্তুতঃ মৃষা বলিয়াছে। এবং তেজো বারিমৃদাং দৃষ্টান্ত দ্বারা মৃষাত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পুরুষ চিরই অপরিরর্ত্তন শীল অব্যয় তাহা গীতায় ১৩।৩০ শ্লোকে সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে প্রকৃত্যৈবচ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানং অকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ আত্মাচির অকর্ত্তাজন্য জগৎ রচনা তাঁহা হইতে ঘটিতে পারে না। প্রকৃতি বা মায়াই কর্ত্তা। শ্বেত ৪।১০ মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনংতু মহেশ্বরম্। বাক্যে মায়া ও প্রকৃতি এক হওয়ায় গীতার মতেও জগৎ মায়িক বিনাশশীল অসৎ জন্য তাহার ভাব আদৌ ঘটে না।

গী ২।১৬ বলে নাসতো বিদ্যতে ভাবো। এজন্য মায়ার কুহকে দৃশ্য প্রপঞ্চ সিনেমার দৃশ্যের ন্যায় অমৃষাবৎ প্রতিভাত হয় মাত্র। কুহক অপগতে পুরুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাহাই সত্য তাহাই ধ্যেয়। যাহা নাই তাহার আবার ধ্যান কি? মায়া যোগে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি জন্য সৃষ্টি বা উৎপত্তি। মায়া বিয়োগে পুরুষ একক। এই মায়ার স্পর্শ রহিত অবস্থাকে অস্পর্শ যোগ বলে। ইহা গীতায় ৬।২৩ শ্লোকে বিবৃত দেখিতে পাই—তংবিদ্যাদ্ দুঃখ সংযোগ বিয়োগং

যোগ সংজ্ঞিতম্॥ দুঃখপ্রদ মায়া যোগে সংসার, সংসারী জীব কল্পিত হয় তৎবিয়োগে অদ্বয় ব্রহ্ম যিনি তৈত্তিরীয়ে সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত। মায়া চিন্তার বিষয় নহে। তৎচিন্তনে ব্যর্থ সময় ক্ষেপ হয় মাত্র এজন্য ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তম বা মায়াকে তুচ্ছ্যা বলা হইয়াছে। তুচ্ছ্য কাক বিষ্ঠা বারান্দায় দেখা গেল। উহা কি দাঁড়কাকের বিষ্ঠা কি পাতিকাকের বিষ্ঠা। স্ত্রী বা পুং কাকের বিষ্ঠা সুস্থ বা অসুস্থ কাকের বিষ্ঠা। বালক যুবক বা বৃদ্ধ কাকের বিষ্ঠা। কাক কোথা হতে কেমনে এলো কেন এলো ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব কেহ অনুসন্ধান করে না। ঝাঁটা ও জল দিয়া ধুইয়া ফেলে। তেমনি জ্ঞানরূপ সম্মার্জ্জনী ও ভক্তিরূপ গঙ্গাজল দিয়া তুচ্ছ্যা মায়াকে দূর করিতে হয়। কবে কেমনে এলো এরূপ বিতর্কে ব্যর্থ সময় নষ্ট করা মাত্র। মায়া যখন বিদূরিত তখন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।

মৃত্যু

মৃ ধাতু ত্যুক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। মৃ মরণে। একটী প্রবাদ বাক্য শ্রুত হয় যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ। কঠ উপনিষদে বলে সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। সেই ব্যক্তির রাস্তা চলা শেষ হয় যে তৎ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বিষ্ণুপদে বিশ্রাম আর গতাগতির শ্রম নাই। বিশ্রামে আনন্দ শ্রমে দুঃখ। এই সংসারের আগমনও কর্ম্মকরা শ্রম, দুঃখ। ফলে পুনঃ স্বর্গাদি লোকে গতি। পুণ্য ক্ষয়ে পুনঃ ইহলোক প্রাপ্তি। যদি বিশ্রাম স্থান বিষ্ণুপদ হয় তবে তাহাই মানবের আদি স্থান। সংসার স্বর্গাদি প্রবাস। প্রবাস ক্লেশপ্রদ হয়। পুরুষ স্বরূপে আনন্দময়, স্বরূপ ভ্রষ্টে এই দুঃখ। সবাই মরণে দুঃখ দেখে। মৃত্যু কেহ চায় না। অমৃতই আকাঙ্ক্ষিত। মায়াবা দুঃখ যোগে সংসার তৎ বিয়োগে আনন্দ সহযোগ। গী ৬।২৩ তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। মায়ার কুহকে সংসারী-জীব মরণ বা মৃত্যুভীত হয়। শ্রুতি বলেন বৃ আ ১।৩।২৮ তমই মৃত্যু। মায়া বা তম মৃত্যু হওয়ায় তমাবৃত পঞ্চকোষাবৃত জীবভাবই মৃত্যু গ্রস্ত অবস্থা। সুতরাং ইহলোকে জীবন ধারণই মৃত্যুর কবল গত হওয়া মরণ। আর সেই তম বা মায়ার

বিয়োগে জীবভাবের মরণে আনন্দস্বরূপে স্থিতিই বিষ্ণুপদে বিশ্রাম। বৃহদারণ্যক ১।২।১ বলে অশনায়া হি মৃত্যু। অশিতং নয়তে ইতি অশনায়, অপ এব অশিতংনয়ন্তে এজন্য অপই মৃত্যু। প্রলয়ে সব অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয় হয়। এজন্য অব্যক্তাই মৃত্যু। অব্যক্তা কারণ সলিল বা মায়া। উৎপত্তির কারণ মায়া, জগৎ কার্য্য। কারণ লয়ে কার্য্য লয় হয়। এজন্য বৃ আ ৫।৫।১ মন্ত্রে আপ এবেদমগ্র আসু স্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম। ঐতরেয় উপনিষদে সোহদ্ভ্যএব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য অমুর্চ্ছয়ৎ ঋ১০।১২৯৩ মন্ত্রে তম অসীৎ তমসাগূঢ়হমগ্রেঽ প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং। বাক্যসকল দৃষ্ট হয়। বৃ আ ৩।২।১০ মন্ত্রে যদিদং সর্ব্বং মৃত্যোরন্নং কাস্বিৎসা দেবতা যস্যামৃত্যুরন্নমিতি অগ্নির্বৈমৃত্যুঃ সোঽপা মন্ন মপপুনর্মৃর্ত্যু জয়তি। যজ্ঞাগ্নিতে সব বৈদিককর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তাহা অব্যক্তায় লয় হয় অব্যক্তা জ্ঞানঅগ্নিদগ্ধ হয়। মায়া বা তম জ্ঞানালোক সহ নহে মায়া অপ্ বা কারণ সলিল তাহা জ্ঞানসূর্য্য নাশ করে। এজন্য কঠ উপনিষদে প্রশ্ন যথাচমরণংপ্রাপ্য আত্মাভবতি গৌতম। মরণ বা মৃত্যু হইতেছে দেহনাশী-অব্যক্তার অন্ন সব দেহ। দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ঋষি, নর, পশু, পক্ষী, গুল্মলতা, বৃক্ষ সব দেহ প্রলয়ে অব্যক্তা গ্রাস করে। মহা প্রলয়ে গ্রসিষ্ণু দেবতা, তম বা অব্যক্তাকেও গ্রাস করিয়া একাকী বিরাজমান থাকেন। এই গ্রসিষ্ণু দেবতার উল্লেখ ঋ ১০।৮১।১ য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষি র্হোতা ন্যসীদৎ পিতানঃ। ঋ১০।১২৯।২ মন্ত্রে

মৃত্যু

মৃ ধাতু ত্যুক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। মৃ মরণে। একটী প্রবাদ বাক্য শ্রুত হয় যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ। কঠ উপনিষদে বলে সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। সেই ব্যক্তির রাস্তা চলা শেষ হয় যে তৎ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বিষ্ণুপদে বিশ্রাম আর গতাগতির শ্রম নাই। বিশ্রামে আনন্দ শ্রমে দুঃখ। এই সংসারের আগমনও কর্ম্মকরা শ্রম, দুঃখ। ফলে পুনঃ স্বর্গাদি লোকে গতি। পুণ্য ক্ষয়ে পুনঃ ইহলোক প্রাপ্তি। যদি বিশ্রাম স্থান বিষ্ণুপদ হয় তবে তাহাই মানবের আদি স্থান। সংসার স্বর্গাদি প্রবাস। প্রবাস ক্লেশপ্রদ হয়। পুরুষ স্বরূপে আনন্দময়, স্বরূপ ভ্রষ্টে এই দুঃখ। সবাই মরণে দুঃখ দেখে। মৃত্যু কেহ চায় না। অমৃতই আকাঙ্ক্ষিত। মায়াবা দুঃখ যোগে সংসার তৎ বিয়োগে আনন্দ সহযোগ। গী ৬।২৩ তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। মায়ার কুহকে সংসারী-জীব মরণ বা মৃত্যুভীত হয়। শ্রুতি বলেন বৃ আ ১।৩।২৮ তমই মৃত্যু। মায়া বা তম মৃত্যু হওয়ায় তমাবৃত পঞ্চকোষাবৃত জীবভাবই মৃত্যু গ্রস্ত অবস্থা। সুতরাং ইহলোকে জীবন ধারণই মৃত্যুর কবল গত হওয়া মরণ। আর সেই তম বা মায়ার

বিয়োগে জীবভাবের মরণে আনন্দস্বরূপে স্থিতিই বিষ্ণুপদে বিশ্রাম। বৃহদারণ্যক ১।২।১ বলে অশনায়া হি মৃত্যু। অশিতং নয়তে ইতি অশনায়, অপ এব অশিতংনয়ন্তে এজন্য অপই মৃত্যু। প্রলয়ে সব অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয় হয়। এজন্য অব্যক্তাই মৃত্যু। অব্যক্তা কারণ সলিল বা মায়া। উৎপত্তির কারণ মায়া, জগৎ কার্য্য। কারণ লয়ে কার্য্য লয় হয়। এজন্য বৃ আ ৫।৫।১ মন্ত্রে আপ এবেদমগ্র আসু স্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম। ঐতরেয় উপনিষদে সোঽম্ভ্যএব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য অমুর্চ্ছয়ৎ ঋ১০।১২৯৩ মন্ত্রে তম অসীৎ তমসাগূঢ়হমগ্রেঽ প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং। বাক্যসকল দৃষ্ট হয়। বৃ আ ৩।২।১০ মন্ত্রে যদিদং সর্ব্বং মৃত্যোরন্নং কাস্বিৎসা দেবতা যস্যামৃত্যুরন্নমিতি অগ্নির্বৈমৃত্যুঃ সোঽপা মন্ন মপপুনর্মৃর্ত্যু জয়তি। যজ্ঞাগ্নিতে সব বৈদিককর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তাহা অব্যক্তায় লয় হয় অব্যক্তা জ্ঞানঅগ্নিদগ্ধ হয়। মায়া বা তম জ্ঞানালোক সহ নহে মায়া অপ বা কারণ সলিল তাহা জ্ঞানসূর্য্য নাশ করে। এজন্য কঠ উপনিষদে প্রশ্ন যথাচমরণংপ্রাপ্য আত্মাভবতি গৌতম। মরণ বা মৃত্যু হইতেছে দেহনাশী-অব্যক্তার অন্ন সব দেহ। দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ঋষি, নর, পশু, পক্ষী, গুল্মলতা, বৃক্ষ সব দেহ প্রলয়ে অব্যক্তা গ্রাস করে। মহা প্রলয়ে গ্রসিষ্ণু দেবতা, তম বা অব্যক্তাকেও গ্রাস করিয়া একাকী বিরাজমান থাকেন। এই গ্রসিষ্ণু দেবতার উল্লেখ ঋ ১০।৮১।১ য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষি র্হোতা ন্যসীদৎ পিতানঃ। ঋ১০।১২৯।২ মন্ত্রে

নমৃত্যু রাসীদ মৃতংনতর্হি নরাত্র্যাহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস॥ দেহ মৃত্যুর কবল গত হয়। দেহী অমৃত স্বরূপ। স্থূলদেহ নাশে যে মৃত্যু হয়। তাহা মুর্চ্ছাজাতীয়। সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের নাশই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা জ্ঞানীর জ্ঞান লাভে ঘটে। মানব মায়ার আবরণরূপ যে দেহ ধারণ করে তাহাই দেহ ত্রয়, পঞ্চকোশ, বা নবতত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। দেহ ত্রয় কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। কোশপঞ্চক, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময়। অন্নময় কোশ স্থূলদেহ, আনন্দময় কোশ কারণ দেহ। প্রাণ মনও বিজ্ঞানময় কোশত্রয়কে সূক্ষ্ম শরীর বলে।

নবতত্ত্ব পঞ্চমহাভূত, মনবুদ্ধি অহঙ্কার ও মায়া। ইহার দ্বারা বিরাট দেহ ও নির্ম্মিত। ভাগবৎ পূরাণে ১২।১১।৫ শ্লোকে মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকার ময়ো বিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্। এই নবতত্ত্বকে মা বা নিষেধিত করিয়া (অপসৃত করিয়া) যে স্ব স্বরূপে স্থিতি লাভ করে সেই মানব। অর্থাৎ মায়ার মরণই প্রকৃত মৃত্যু। দেহী সৎকর্ম্ম করিলে তৎফলে স্বর্গে দেবগণ সহ স্বর্গ সুখভোগ ঘটে। অসৎকর্ম্ম করিলে নরকের মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। স্বর্গসুখ লাভের জন্য স্বর্গের দেবতার পূজন, স্তব স্তুতি পঠন, নমস্করণ উপায় বলিয়া উক্ত হয়। মৃত্যুকালে দেবতার নামরূপ স্মরণ স্বর্গ লাভার্থ প্রয়োজন। মৃত্যু অর্থ দেহ নাশ কারক। রজ্জুস্থ সর্পবৎ যে দেহ তৎ নাশে ভয়ের কি কারণ আছে। সত্য যাহা তাহার প্রকাশই প্রয়োজন অসত্যে অনাস্থাই কার্য্য।

———

সর্ব্বস্ব হারা

বর্ত্তমানে ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় যে পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে পাকিস্থানে হিন্দুগণের বাস করা অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে, এজন্য তথাকার হিন্দুগণ দলে দলে আপন পূর্ব্ব পুরুষের গৃহ ক্ষেত্রধনাদি ত্যাগে সর্ব্বস্বহীন অবস্থায় হিন্দুস্থানে আসিতে বাধ্য হইয়াছে এবং হইতেছে। এই বাস্তু-হারাগণের দুর্দ্দশা এক বিষম সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। লোকে বলে ইতিহাস একইরূপ ঘটনার দেশ কালভেদে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন। একথাটী মিথ্যা নয়। পুরাণে আমরা দেখিতে পাই দেবগণ সর্ব্বস্বহারা বাস্তুহারা হইয়া স্বর্গ ত্যাগে মর্ত্ত্যাদিলোকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ফিরিতেছেন। যাহা চণ্ডীতে বিশেষভাবে বর্ণিত। মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভাসুর, তারকাসুর প্রভৃতি দৈত্যগণ প্রচণ্ড শক্তি সংগ্রহে ত্রিভুবন দখল করিয়া দেবভোগ্য সকল ভোগ করিতেছেন। দেবগণ অনাহারক্লিষ্ট দেশভ্রষ্ট। ইহা সত্যযুগের ঘটনা বলিতে হয়। দেবগণ মহা-লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া স্বপদে স্বস্থানে স্থিত হন। ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র (যাঁর নাম একবার উচ্চারণ করিলে সর্ব্ব পাপ হরে) তিনি বনবাসে সর্ব্বস্বহারা হইয়া সস্ত্রীক বাস কালে তাঁহার স্ত্রী সীতাদেবীকে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ রাবন হরণ করেন।

ভগবান রামচন্দ্র তৎকালে অযোধ্যাপতি ভরতের নিকট সৈন্য বা অর্থ সাহায্য প্রার্থী হন নাই। বনমধ্যে যে অসভ্যগণ ছিল তাহাদের সাহায্যেই স্ত্রীরত্ন উদ্ধারে প্রযত্নশীল হন এবং অকালে শরৎকালে দেবগণের নিশা কালে মহাদেবীর উপাসনা করিয়া তৎফলে সীতা উদ্ধারে কৃতকার্য্য হন। যেমন ইদান্তীন কালে শিবাজী মাউলি সৈন্য সহায়ে সুশিক্ষিত মোগল বাহিনী বিদ্ধস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য আপন শাসনাধীনে আনয়ন করেন তেমনি রামচন্দ্র লঙ্কাধিপতিকে, সবংশে বধ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করেন। দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কংস বধ করিলে, জামাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মগধরাজ জরাসন্ধ্য দশলক্ষ সৈন্যসহ শূরসেন রাজ্য ও তৎ রাজধানী মথুরা অবরোধ করিলে, এই সেদিন ইংরাজ যেমন জাপ সেনাপতি টোজোর প্রবল আক্রমণে বিদ্ধস্ত হইয়া বর্ম্মদেশ ও রাজধানী রেঙ্গুন ত্যাগে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সর্ববস্ব ত্যাগে ভারতে চলিয়া অসেন এবং বঙ্গদেশের আধিপত্যেও জলাঞ্জলি দিয়া রাঁচি পাটনাতে থাকিয়া আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করেন, তেমনি কৃষ্ণ বলরামাদি প্রমুখ যাদবগণ রাজধানী মথুরা শূরসেন রাজ্য ত্যাগে জসল্মীর যোধপুরের জল শস্যহীন মরু দেশ পার হইয়া সুদূর সমুদ্রতীরে কুশস্থলীতে উপস্থিত হইয়া দ্বারকানগরী নির্ম্মাণে নিরাপদে বাস করেন। মহাভারতে কৃষ্ণের দেহ ত্যাগের পর যখন ভারতে ক্ষাত্রশক্তি হীন হইয়াছিল তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাখিবার জন্য দ্বারকা

হইতে আসিতেছিলেন সে সময় গাণ্ডীব ধন্বা মহাবীর অর্জ্জুনের রক্ষিত কতক স্ত্রীগণকে ইতর লোকে অপহরণ করে। ক্ষত্রিয় অভাবে অর্জ্জুন তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহারা রাজ্য ত্যাগে মহাপ্রস্থান করেন। স্ত্রীআদি রক্ষণার্থ ক্ষাত্রধর্ম্ম চাই দেবতার দৈব বলে বলীয়ান হওয়া চাই। বর্ত্তমানে সর্ব্বস্বহারাগণের দেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা করিবার সময় নাই সেজন্য দৈব কোপে দেশে জল প্লাবন ভূমিকম্প, রেলের দুর্ঘটনাটি দ্বারা ভারতবাসী পুনঃপুনঃ ক্লিষ্ট হইতেছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃসৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্ব মেষবোঽস্তিষ্ট কামধুক্॥ দেবান্ ভাবয় তানেন তে দেবাভাবয়ন্তুবঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ চতুর্বিধা ভজন্তেমাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুনঃ। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ॥ অর্থাৎ কাঙালের ঠাকুর।

ভাগবৎ পুরাণে ১০।৮৮।৮ শ্লোকে বলে যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যেতদ্ধনং শনৈঃ। আমি যারে দয়া করি আগে তার সর্ব্বস্ব হরি। অর্থাৎ নশ্বর পার্থিব সম্পদ ত্যক্তে অপার্থিব পারমার্থিক সত্ত্বার অনুভূতি ঘটে। যেমন ঈশা উপনিষদে "তেনত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"। কৈবল্যে "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্ব মানশুঃ"। পাশ্চাত্যদেশেও পাদরিগণ সংসার ধর্ম্ম বিবাহাদি ত্যাগে ভগবানের শরণাগত হইয়া জীবন যাপন করেন। চণ্ডীতে সুরথ রাজা রাজ্যহীন সর্ব্বস্বহারা হইয়া সুমেধাঋষির শরণাগত

হন এবং তাহার উপদেশে মহামায়া দেবীর উপাসনা করিয়া রাজ্যাদি প্রাপ্ত হন। সমাধি নামক বৈশ্যও সর্ব্বস্বহারা হইয়া উক্ত সুমেধা নামক ঋষির কৃপায় মহামায়ার উপাসনায় জ্ঞান লাভ করেন। সর্ব্বস্বহারার দেব উপাসনাই একমাত্র সম্বল যাহা কেহ কাড়িয়া নিতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে পৃথিবীতে কেমন এক তরঙ্গ আসিয়াছে সর্ব্বত্র কেবল ধন চাই ধন চাই ধ্বনি। তাহার জন্য ঈশ্বরকেও ভুলিয়া নানা তুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। ভগবানের যে আশ্বাসবাণী "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং"। যোযো যাংযাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্। সতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধন মীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্। চণ্ডীতেও "শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে। সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে"॥ তাহাতে কাহারও আস্থা নাই। সেই দুঃখ হরণকারী হরির চিন্তা ব্যতীত দুঃখ দৈন্য দূর করার আর অন্য উপায় নাই।

দশ।

এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যার বিভেদ দৃষ্ট হয়। এই নব সংখ্যামূলক অন্য সব সংখ্যা, নয়ের পর দশ। এক, অদ্বিতীয়কে বুঝায় তাহাতে নব যোগে দশ হয়। পুরাণেও দৃষ্ট হয় মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকার ময়ো বিরাট্। বিরাট পুরুষের স্থূল দেহখানি মায়া ও অষ্টতত্ত্ব (পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) দ্বারা নির্ম্মিত। ব্যষ্টি জীবদেহ বিরাটের অংশভূত জন্য উহাও নবতত্ত্ব নির্ম্মিত অর্থাৎ নব বেষ্টনী মধ্যে বদ্ধ জীব দশম স্থানীয়। যে ব্যক্তি এই নবতত্ত্বকে নিষেধিত করিয়া দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয় সেই মানব দুঃখ দৈন্য পূর্ণ দশম ভাব ত্যাগে একেস্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈবভবতি তাহার জীবন কৃত-কৃত্যতা লাভ করে। তিনি প্রকৃতি-বিজয়ী পুরুষ দশমোজনঃ। প্রথিত কীর্ত্তি রামচন্দ্রের পত্নীর উদ্ধার, সীতাহরণকারী দশাননের নাশ শারদীয়া শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে ঘটিয়াছিল। এখনও রাম-রাজ্যের স্মৃতিরূপে শুক্লপক্ষের প্রারম্ভ হইতে রামলীলা গীত হয় এবং দশমীতে বিজয়োৎসব মানা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লদশমী দশহরা দশপাপনাশিনী গঙ্গাদেবীর উৎসব মানা যায়। দশমত্ব একে শূন্য যোগে। নবই শূন্যরূপে একপার্শ্বে উদ্ভাসিত বলিতে হয়।

ঋ ১০।৯০।১ পুরুষ সূক্তে বলে—

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

মানবের দুই হস্তে দশ অঙ্গুলি দৃষ্ট হয়। তাহা দ্বারা দশদিক্ প্রদর্শন করে। সেই দশদিক্ অতিক্রমে সেই বিশ্বব্যাপী পুরুষ, যাঁর অনন্তশির, অনন্তচক্ষু, অনন্ত পাদ তিনি বিরাজমান আছেন। অথবা কেহ বলেন নাভি উৎপত্তি স্থান, কারণ নাভির পার্শ্বেই স্ত্রী পুং যোনি স্থিত যাহা আশ্রয়ে জীবের জন্ম ঘটে এবং মানবশিশুর নাভি সহ এক নাড়ী থাকে যাহা দ্বারা মাতৃদেহ হইতে বায়ু জল অন্নরস আকর্ষণে অণ্ডাবস্থায় জীব জীবন ধারণ করে। ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষ্ণুর নাভি কমলে হয় প্রসিদ্ধি আছে। সেই নাভি হইতে দশ অঙ্গুলি উর্দ্ধে, প্রতি হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে পুরুষ অবস্থিত থাকেন। ঋগ্বেদে বৃত্রের দশম সংস্কার সহ দেবগণের উৎসব শারদীয় পৌর্ণমাসীতে হইয়াছিল বিবৃত আছে। বঙ্গদেশে একটি প্রবাদ আছে দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। প্রাচীন কালে রোমের বর্ষ দশ মাসে শেষ হইত জানা যায়। ঋগ্বেদে দেবগণের ছয় মাসের দিন, ছয় মাসের রাত্রি থাকায় ছয় সূর্য্য বর্ণিত। বিরূপ অঙ্গিরাগণ দশ শাখায় বিভক্ত ছিলেন। আঙ্গিরাগণ ইন্দ্র পূজার প্রবর্ত্তক। তাহাদের কোন শাখা সপ্তসূর্য্য বিশিষ্ট স্থানে বাস করায় সপ্তগু, কেহ অষ্ট সূর্য্য জন্য অষ্টগু ও কেহ নবগু কেহবা দশগু বলিয়া অভিহিত। দশগ্বগণের দশমাসে দীর্ঘ সত্র শেষ

হইত অর্থাৎ দশ সূর্য্য বিশিষ্ট দেশে অবস্থান করিতেন। অদ্ভুত দশমহাবিদ্যা বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। দক্ষ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হওয়ার জন্য শিব সতীকে দক্ষালয়ে যাইতে নিষেধ করেন। তখন দেবী দশদিকে দশমহাবিদ্যারূপে 'কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মতঙ্গী, কমলা', রূপে আবির্ভূতা হইলে শিব তাহার অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হন। কারণ উহাতে সমাজের উন্নতি, অবনতি, সাধ্যমূর্ত্তি ও সাধনাত্মক-মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। এজন্য দেবীর পিত্রালয় যাইতে আর বাধা দেন নাই। কোন পুরাণে পঞ্চমুখ শিবের দশভুজ থাকা বলে। দশভুজাদেবী সম্বন্ধে বঙ্গে প্রচলিত কবিতায় বলে দশভুজ দেখে তুমি ভাবিছ রূপেরই শেষ অন্তরে ভাবিয়ে দেখ মা আমার অনন্ত বেশ। ভক্তিবাদী কোন মতবাদীগণ দশভাব বলেন দশম ভাব মহাভাব। এর বাড়া আর নাই। বহিস্করণ দশটী। তাহাদের গ্রাহ্য বিষয়কেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ বলে। প্রপঞ্চের জাতি অস্বীকারকারী সন্ন্যাসীগণের মধ্যে মঠ চতুষ্টয়ে দশনাম বিশিষ্ট দশ বিভাগ দৃষ্ট হয়।

তদ্ যথা—গিরি, পর্ব্বত, সাগর, আনন্দবার, ত্রোটকাচার্য্য, অথর্ব্ব বেদ যশী মঠে। বন, অরণ্য, ভোগবার, পদ্ম পাদ আচার্য্য ঋগ্বেদ গোবর্দ্ধন মঠে। আশ্রম, তীর্থ, কীটবার, বিশ্বরূপসুরেশ্বরাচার্য্য সামবেদ শারদা মঠে। পুরী, ভারতী, সরস্বতী, ভূরিবার, পৃথ্বিধর আচার্য্য, যজুর্ব্বেদ শৃঙ্গেরী মঠে।

ঋগ্বেদ দশ মণ্ডলে বিভক্ত তাহার প্রথম ও দশম মণ্ডল নানা

ঋষি দৃষ্ট মন্ত্রে পূর্ণ। দ্বিতীয় মণ্ডল গৃৎসমদ ভার্গব দৃষ্ট। তৃতীয় মণ্ডল কুশিকগণের, বিশ্বামিত্র দৃষ্ট। চতুর্থ মণ্ডল রাহুগণ গৌতম বামদেব ঋষি দৃষ্ট। পঞ্চম মণ্ডল আত্রেয়, ষষ্ঠ মণ্ডল আঙ্গিরস ভরদ্বাজ দৃষ্ট, সপ্তম মণ্ডল বশিষ্ট ও তৎ বংশীয়গণের দৃষ্ট। অষ্টম মণ্ডল কান্বগণের দৃষ্ট, নবম মণ্ডল কাশ্যপ প্রধান পরিদৃষ্ট হয়। দশাবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি,। মৎস্য প্রলয়ে বেদ রক্ষা করেন। কূর্ম্ম সমুদ্র মন্থন কালে মন্থন দণ্ড স্বরূপ মন্দার পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। বরাহ হিরন্যাক্ষবধ ও সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে উত্তোলন করেন। নৃসিংহ হিরন্যকশিপুকে বধ করেন। বামন অসুররাজ বলীর যজ্ঞে ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়া একপদে পৃথিবী দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আক্রমণ করেন। তৃতীয় পদ বলীর মস্তকে রাখিয়া পাতালে বলীকে স্থিত করেন। পরশুরাম হৈহয় বংশীয় সহস্রভুজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দুর্ব্ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বধ করেন ও ১৮ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। দাশরথি রাম দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সভ্যতার বিস্তার করেন এবং রাক্ষসরাজ রাবন সীতা হরণ করায় তাঁহাকে সবংশে নিধন করেন। বলরাম হলধারী কৃষির প্রসার করেন। ইনি যদুবংশে অবতীর্ণ হন কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ। বুদ্ধ যজ্ঞে পশুহিংসার বিরোধ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের হেতু হন। কল্কী ম্লেচ্ছ বধ করিবেন। আর্য্যধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটিবে। কেহ কেহ এই দশ অবতারে পৃথিবীর অবস্থান্তর কল্পনা করেন। তাঁরা বলেন ঋগ্বেদে ১০।১১০।৯ মন্ত্রে

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটে। ঋ ৯।৮২।৪ মন্ত্রে পৃথিবী হইতে চন্দ্রোৎপত্তি বলে। ইহাকে বিস্ফুলিঙ্গবৎ সৃষ্টি বলে। সূর্য্য অদ্যাপি জলন্ত বাষ্পরাশি। এজন্য পৃথিবী যখন সূর্য্য হইতে বহির্গতা হয়, তখন জলন্ত বাষ্পময়ী ছিল। কালে শৈত্য সংযোগে বাষ্পভাব কতকটা ত্যাগে (কারণ অদ্যাপি বায়ুমণ্ডল বিদ্যমান) মিশ্র জলময় হয়। আরও শৈত্যযোগে সেই মিশ্র জল হইতে ছাকরা পড়িয়া স্থলের উদ্ভব ঘটে। জলে মৎস্যাদি থাকে এজন্য মৎস্য প্রথম সৃষ্টি। পশ্চাৎ মন্দার পর্ব্বত সহস্থল হইলে তাহা ডিম্ব পাড়িবার উপযোগী হইতেই কচ্ছপাদি হয়। পশ্চাৎ স্থলে কচু আদি তৃণ গুল্মাদির উৎপত্তি ঘটিলে তাহা আহারে জীবনধারণকারী প্রাণীগণের উৎপত্তি হয়। শূকরাদি জন্মে। তাই কল্পনা শূকর যেন দন্ত দ্বারা জল হইতে স্থলের (পৃথিবীর) উত্তোলন করে। স্থলাংশ কঠিন হইলে বনস্পতি সকলের উদ্ভব হয় তাহাতে সিংহাদির উৎপত্তি হয়। তখন নরসিংহ মূর্ত্তি কল্পিত। পশ্চাৎ যখন মানব উৎপত্তিও জঙ্গলা ভূমির স্বল্প আবাদ হয় তখন বামন অবতার। তৎপর পরশুরাম অবতার। ইনি আবাদের সুবিধার জন্য লৌহিত্য নদের পরশুরামকুণ্ড হইতে খাল কাটিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সৃষ্টি করেন। হিংস্র ক্ষত্রগণের বহুল নাশ করেন। তৎপর রাম অবতার। রাম রাজ্য বিদ্যা ধনে জনে ঐশ্বর্য্যে শিল্প-বানিজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। রাম দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করেন। বলরাম হলধর প্রমুখ যদুগণ শূরসেন রাজ্য ও তৎ রাজধানী মথুরা ত্যাগে সম্রাট জরাসন্ধের

আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া বাস্তহারার ন্যায় যশল্মীর যোধপুরাদির মরুভূমি অতিক্রমে সমুদ্রতীরে কুশস্থলীতে উপনিবেশ স্থাপন করেন যাহার নাম দ্বারকা। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার করিয়া বিহার সকল স্থাপন করান। যাহাতে সুপ্রসিদ্ধ নালন্দার বিহার স্থাপিত হয় ও বিহার প্রদেশের নামও বিহার হইয়াছে। কল্কী ম্লেচ্ছগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতঃ আর্য্য সভ্যতার পুনঃ উত্থান কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। মানব দেহ নব তত্ত্ব নির্ম্মিত উহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহার বেষ্টণী বা পাশ ছেদন কার্য্যে যমাদি দশের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন হয়। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্ম-চর্য্যং দয়ার্জ্জবং। ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমাদশ॥ তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যদানেশ্বর পূজনং। বেদান্ত শ্রবণং চৈব হ্রী র্মতিশ্চ জপো ব্রতা ইতি দশ নিয়মাঃ। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি যোগশাস্ত্রের অষ্ট অঙ্গ তাহা অবলম্বনে নবম চিত্তশুদ্ধি লাভ ঘটে। চিত্তশুদ্ধির পর বিচার জন্য দশম বিষম বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে সে কর্ম্মত্যাগে জ্ঞান পথের পথিক হয় এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় কৃতকৃত্য হয়। একেতে নব সংযোগে যে দশ হয় তাহার তাৎপর্য্য দ দমন ও শ শম। মনের দমন ও দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহে চিত্তের শমতা ঘটিলে শূন্যাত্মক নব উপাধি বিদূরিতে একের স্বরূপে স্থিতি ঘটে।

———

বিধবা

বিহীন ধব যিনি তিনিই বিধবা। ধব অর্থ পতি রক্ষা-কর্ত্তা। যিনি রক্ষণ করেন তিনি শাসনও করেন। ঈশ্বর অর্থ বর শ্রেষ্ঠ-শাসন কর্ত্তা। তিনি সুকৃতের রক্ষণ দুষ্কৃতের নাশের জন্য শাসন কার্য্য পরিচালনার্থ গদাচক্রাদি ধারণ করেন, সেই জগৎপতির উপর শাসন দণ্ড পরিচালনকারী অন্য কেহ নাই এজন্য তিনিও বিধব মাধব। শাস্ত্রে বলে দ্বিদলবৎ পতি ও পত্নী খণ্ডদ্বয় মিলিয়া এক হয়। অপত্নীক যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারী হয় না। রামায়ণে দেখিতে পাই রাম নৈমিষে যজ্ঞ করিতে গিয়াছেন। প্রধান ঋত্বিক বলিলেন যজমান সপত্নী হইয়াই যজ্ঞ করার বিধি। সীতাদেবী অনুপস্থিতে আপনি একক যজ্ঞ করিতে অধিকারী নহেন। যদি সীতাদেবীর উপস্থিতি অসম্ভব হয় তবে আর একটা বিবাহ করুন তৎসহ যজ্ঞ করিবেন। রাম মহা বিপদে পড়িলেন; তিনি প্রাণসমা সীতাদেবীকে আনিতে পারিতেছেন না, দ্বিতীয় দার পরিগ্রহেও সম্মত নহেন। তখন গুরু বশিষ্টদেবের নিকট নিবেদন করিলেন এই অবস্থায় কি করা যায়। বশিষ্টদেব বলিলেন সুবর্ণ নির্ম্মিতা সীতাকে বামে রাখিয়া যজ্ঞ করিতে পার। রাম বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। আর্য্যগণের প্রথা মতে স্বামী স্ত্রীতে অকাট্য সম্বন্ধ। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ কেবল নিষ্ঠুরতা

নহে পশূচিত ব্যবহারও বটে। আদর্শ পুরুষ রাম, তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের অসৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনে অস্বীকৃত হইয়াছেন। স্ত্রী জাতি অবলা হয় এজন্য কোন বলবানের রক্ষণাধীনে থাকার বিধি দৃষ্ট হয়। পিতা রক্ষতি কৌমারে পতি রক্ষতি যৌবনে। বার্দ্ধক্যেচ সুতো রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি॥ বিধবা মাতারা নজ পুত্রের রক্ষণাধীনে থাকার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বিবাহ অর্থ কৌমারে পিতার রক্ষণাধীনে যে কন্যা ছিল তাহার রক্ষন ও বহন ভার অদ্যাবধি বর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন। বিশেষরূপে বহনার্থে যে প্রতিজ্ঞা তাহাই বিবাহ। বিবাহ দ্বারা কন্যার গোত্রান্তরে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। অদ্যাবধি পতি কুলের সুখে দুঃখে সুখিণী দুঃখিণী হইতে হইবে। পতিকুলে নিজের অজ্ঞাত কেহ মৃত হইলে অশৌচাদি ভোগ করিতে হয়। পত্নী ধর্ম্মের সহায়ক জন্য ধর্ম্মপত্নীও বলে। পিতা যদি যথা সময় বিবাহ না দিতে পারেন যুবতী কন্যা স্বয়ং পতি নির্ব্বাচনে অধিকারিণী হয়। যেমন সাবিত্রী-সত্যবান্ স্থলে দৃষ্ট হয়। সাবিত্রী নিজে সত্যবান্‌কে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া আসিয়া পিতাকে বলিলে, পিতা সত্যবানের দেহগেহদেশাদি জানিতে সচেষ্ট হন। তখন শুনিলেন অতি অল্প সময় মধ্যে সত্যবানের দেহ ত্যাগ ঘটিবে। রাজা অন্য বর বরণ করিতে কন্যাকে অনুরোধ করিলে সতী সাবিত্রী তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না। মনে মনে বরণই পতিত্বের হেতু। গত্যন্তর অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। সেই পবিত্র বিবাহ ব্যাপারটী অধুনা নামে মাত্র পর্য্যবসিত

হইতেছে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, তিনি কুমারী যুবতী বিধবা-গণের প্রতি দয়া করিয়া মহোৎসাহে মহোদ্যমে বিধবা বিবাহ প্রচারের জন্য জীবনের বহুমূল্য সময় ব্যয় করিয়াছেন। বিদেশী-রাজের আইনের চক্ষে উহা বিধি সঙ্গত করিয়া দিলেও দেশ তাহা গ্রহণ করে নাই। ইহার কারণ কি? পাশ্চাত্য জগতে বহু যুবক যুবতী বিবাহ করিলে স্বাধীনতার খর্ব্বতা ঘটে মনে করিয়া অবিবাহিত জীবন যাপন করেন। বিবাহ করিলে ধব বা পতির অধীনতা স্বীকার্য্য হয়। স্বামীর ও পত্নীর সহ বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ জন্য স্বাধীনতায় কিঞ্চিৎ গ্লানি ঘটে। এজন্য পাশ্চাত্য দেশে বিধবা বিবাহে কোন বাধা না থাকিলেও শত শত নারী বৈধব্য জীবন যাপন করেন। তাহাতে দেশের জনগণ মধ্যে কোন চাঞ্চল্য হয় না। স্বাধীনতা প্রিয় যাঁরা তাঁহারা স্বীয় স্বাধীনতার বিলোপে স্বেচ্ছায় পরাধীনতাকে বরণ করা কেহই সমিচীন মনে করেন না।

প্রবৃত্তি মার্গে সঙ্গ সুখের জন্য বিবাহ করা বা স্ত্রী গ্রহণ। পশু-পক্ষীও স্ত্রী গ্রহণ করে। সধবা অর্থ প্রবৃত্তি মার্গে পশুপক্ষী বৎ ভোগ পরায়ণতা, পুত্রোৎপাদনে, তাহার রক্ষণ জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া, আর বিধবা অর্থ নিবৃত্তিমার্গে ভগবৎ সেবাঙ্গরূপে জন-সেবা ভজন পূজনে রত থাকা। ভোগ ভোজন ব্যাপারে নিশ্চেষ্টতা বা তাহার সম্পূর্ণ ত্যাগ। শ্রুতি বলেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ। স্মৃতি বলেন অসঙ্গ-শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎপরি মার্গি তব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ। পতিহীনা

সাধ্বী জগৎপতিকে পতিরূপে ভজন করিয়া জাগতিক ভোগতৃষ্ণা ত্যাগে, তাঁহারই অনুধ্যানে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণে, ব্রহ্মলোক গমনের অধিকারিণী হয়েন। গীতায় বলে সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ। ধববিহীনা বিধবা, সধবা থাকা কালে আপনার যে স্বাধীনতা হারাইয়া ছিলেন সেই স্বাধীনতা পুনঃ লাভ করিয়া আর পুনরায় আপনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হন না। বিধবা অন্ন-বস্ত্র আসন ভূষণাদি যাহা সে মাতৃগর্ভ হইতে লইয়া আসে নাই তাহার ত্যাগেই স্বাধীনতা জানিয়া চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে যতি ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জানিয়া তাহাই প্রেমের সহিত গ্রহণ করেন। জগৎপতির আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি স্বহৃদয়ে করিয়া যে আনন্দ লাভ ঘটে তাহা সধবা স্বপ্নেও জানেনা। ভাল অশন ভূষণ কোন বস্তু নহে, যাহার অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ ও ব্যয়ে দুঃখ। সর্ব্ব হৃদয়েই রসোবৈ সঃ পুরুষ বিরাজমান আছেন সত্য কিন্তু চিত্ত রজঃ তমঃ গুণের দ্বারা ম্লান থাকায় উহার উপলব্ধি হয় না। রজগুণাদির ভোগ বৃত্তি ত্যাগে চিত্ত শুদ্ধ হইলে উহার উপলব্ধিতে যে স্বর্গীয় আনন্দ তাহা বিধবার করায়ত্ব। অর্জ্জুনের ন্যায় পুত্র পরিজনাদিতে অহঙ্কার বশে মমত্ব বুদ্ধিই সর্ব্বদুঃখের আকর। যে রস হৃদয়ে আছে অহঙ্কাররূপ ছিপি দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ। ভাল সোডার জল ছিপিযুক্ত বোতলে নিরীহ ভাবে থাকে, যখন ছিপি খুলে তখন সেই সোডার জল উর্দ্ধগামী হয়।

তেমনি অহঙ্কারের ছিপি খুলিলে হৃদিস্থ রস ঊর্দ্ধে উচ্ছসিত হয় তখন উপাসক সেই অমৃত রস পানে আনন্দে বিভোর হন।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধি গচ্ছতি॥ সধবার এই আনন্দ এই শান্তি ভোগের অধিকার নাই। ইহা মহারাজ যযাতি বলিয়াছেন নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে। সর্ব্বস্বত্যাগী বিধবার ইহাতে পূর্ণাধিকার। এই জগৎ দুঃখময় জানিয়া বিজ্ঞ লোকে অহরহ চিন্তা করে-ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণম্ স্বলক্ষণম্ শূন্যংশূন্যং। জগতের ইন্দ্রিয় ভোগ্য ভোগ-জনিত সুখ ক্ষণিক্। বিরহের সন্তাপ অনিবার্য্য। অধিক ইন্দ্রিয়-সেবী নানারূপ ব্যামোহ গ্রস্তও হয়। তজ্জন্য দুঃখ লাগিয়াই থাকে। ভোগে রোগ ভয় অনিবার্য্য। এই জাগতিক ভোগ ও তদভাবে যে দুঃখ সে দুঃখের কোন দৃষ্টান্ত নাই এজন্য স্বলক্ষণ বলা হয়। দৈহিক সুখ দেহ বিকল হইলে দুঃখেরই হেতু হয়। ভোগ অবশেষে দুঃখ হওয়ায় সব শূন্য বলিয়া মনে হয়। শূন্য পুরণ করেন যিনি সেই অনকে (ন+ন কে) আনন্দঘনকে ত্যাগী বিধবাই জানিতে, আনন্দ ভোগ করিতে অধিকারী। এজন্য বিধবা পুনঃ বিবাহ করিতে চায় না। সেজন্য দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের দয়ার কার্য্য ফলবতী হয় নাই। দেহধারীর স্ত্রী পুং ভেদ দৃষ্টি অল্প বুদ্ধির পরিচায়ক। উহা কষ্ট কল্পনা মাত্র। সব দেহ পাঞ্চ ভৌতিক। সব পাঞ্চ ভৌতিক দেহে অজ আনন্দ স্বরূপ আত্মা বিরাজমান।

সেই আনন্দ স্বরূপের প্রাপ্তি জন্য বিধবা গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী। সে জগৎপতিকে এইরূপ জানে ত্বমেব মাতাচ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥

সংসার ভব কারাগার ; তাহাতে জাতি বা সম্প্রদায় আরও একটি ক্ষুদ্র কারাগৃহ। জনগণকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বদ্ধ করিয়া রাখে। তন্মধ্যে পরিবার ভুক্ত হওয়া আরও নজর বন্দীর অন্ধকার-ময় কূপবৎ গহ্বরে বাস তুল্য। কেহই কূপ মণ্ডুক হইয়া বাস করিতে চাহে না। সবাই মুক্ত সমুদ্রবাসী হইতে চায়। সধবা কূপ মণ্ডুক। বিধবা সর্ব্বত্যাগী সাগর কূলে বাসকারিণী। সমাজকে নিবৃত্তি মার্গের শিক্ষাদাত্রী। বিধবার সেবা স্বার্থ ত্যাগ অতুলনীয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ পদবীতে স্থিত হইলেও বিধবা আপনাকে দীনহীনা মনে করে অর্থাৎ নিরহঙ্কার। সমাজ বিধবা হীন হইলে সমাজবাসী উচ্ছৃঙ্খল পথের পথিক হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের ত্যাগের মহিমায় ভারত কেন জগদ্ উদ্ভাসিত।

———

অস্তি

অস ধাতু ক্তিন্ প্রত্যয়ে অস্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ বিদ্যমান থাকা, ভাব যুক্ত সৎ। অভাবের অসতের বিপরীত সৎ। গী ২।১৬ নাসতো বিদ্যতে ভাবো। নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। অস্তি শব্দটি উচ্চারিত হইলে যদি কেহ তাহা শ্রবণ করে তবে বক্তা, শ্রোতা ও অস্তি শব্দ এই তিনের সম্ভাব দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিলেন তাঁর মন ও বাগ্ইন্দ্রিয় থাকাও স্বীকার করিতে হয়। যদি শ্রোতা থাকে তবে তাঁহারও শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও তৎ সহকারী মন থাকাও স্বীকৃত। কোন ইন্দ্রিয় মনের সহকারিতা ব্যতীত আপনা আপনি দর্শনাদি ব্যাপারে সক্ষম হয় না এজন্য বক্তা ও শ্রোতার মন থাকা স্বীকৃত। এই সকল ইন্দ্রিয় ও মন ইহারা জড় কারণ আপনা আপনি কিছু করিতে পারে না সুতরাং কর্ত্তা হয় না। তাহাদের পরিচালয়িতা কোন চেতন-কর্ত্তা থাকবেন ইহা সুনিশ্চিত। কেন উপনিষদে কর্ত্তা চেতন তৎ তাহা নির্ণীত হইয়াছে। সাধারণ ভাষায় তাঁহাকে হৃষীকেশ বলে। হৃষিক শব্দার্থ ইন্দ্রিয়। সদা পরিবর্ত্তন শীল দৃশ্য প্রপঞ্চ জড় তাহার দ্রষ্টা চেতন। মনেরও অবস্থান্তর দৃষ্ট হয়। কখনও কামার্ত্ত কখনও শোকার্ত্ত, কখনও ক্রোধান্বিত, কখনও হর্ষান্বিত হয়। এই পরিবর্ত্তনশীল মনের অবস্থা সকলের কেহ দ্রষ্টা হইবেন। দেহে দেহেস্থিত আমি নামক ব্যক্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা

বোদ্ধা হইয়া থাকে। সেই আমি মনের অবস্থান্তরের দ্রষ্টা। ইনি চেতন। মন জড় (দৃশ্যত্বাৎ)। কখন কখন মনের দৌর্ব্বল্য ঘটে, তখন ঔষধ পথ্য সেবনে তাহা বিদূরিত হয়। ঔষধ পথ্য পাঞ্চভৌতিক জড় সুতরাং তাহার সূক্ষ্মাংশই মনের হৃষ্ট পুষ্ট হইবার হেতু হয়। এজন্য মন পাঞ্চভৌতিক জড়। চিৎ পুরুষ নিরিন্দ্রিয় অপ্রাণ অমনা সুতরাং তাঁহার পক্ষে অস্তি বলা সম্ভবপর নহে। দেহে দেহে যে চেতন আছেন তাঁর স্বভাব যদি অপরিবর্ত্তিতই থাকে তবে তিনিও অস্তি বলিতে পারেন না। অস্তি শব্দ, উহা দ্বৈতেই সম্ভব। অদ্বৈতে উহার স্থান নাই। যদি চ কঠ শ্রুতিতে "অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্যতত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি" বাক্য রহিয়াছে। দ্বৈতাত্মক হইলেও শিষ্যের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করার জন্য ব্যবহৃত। শব্দ দ্বারা ব্রহ্মপ্রকাশিত হন না। ব্রহ্ম অপ্রমেয় স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে বেদান্ত সূত্রে শাস্ত্র যোনিত্বাৎ বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ শ্রুতি। সেই শ্রুতি বলেন অদ্বৈত ব্রহ্ম অস্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম শ্রুতি প্রমাণ মূলক। সৎস্থলে অস্তিশব্দের প্রয়োগ। গীতা ১৩।১৩ বলে অনাদি মৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে। তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না। এই বাক্য শ্রবণে অনেকের আপাততঃ মনে হয় যে উহা শ্রুতি বিরোধী বাক্য কারণ ঋ ১০।১৯২।৪ মন্ত্রে "সতোবন্ধুমসতি" বাক্যে তাঁকে সৎ বলিয়াছে, সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক মেবাদ্বিতীয়ম্ বাক্যে সৎ বলিয়াছে। সন্মুলং, সচ্চিদানন্দং ইত্যাদি বাক্যেও সৎ শব্দ শ্রুতি প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভগবান গীতায় সৎ বলা যায় না বলেন কেন! উহার অর্থ সৎ বা অসৎ শব্দ শব্দস্বরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করে না চিহ্ন স্বরূপে করে। শব্দ মাত্র হয় জাতি, নয় গুণ, নয় ক্রিয়া বা সম্বন্ধ নির্ণয় করে। অদ্বিতীয় পুরুষের স্বজাতীয় কেহ না থাকায় জাতি বাচক শব্দ তাঁকে প্রকাশ করিতে পারে না। নিগুর্ন হওয়ায় গুণ বাচক শব্দ তাঁর প্রকাশক হয় না। নিষ্ক্রিয় জন্য ক্রিয়াবাচক শব্দ প্রযোজ্য নহে। দ্বিতীয় সহ সম্বন্ধ ঘটে, দ্বৈতাভাবে সম্বন্ধ বাচক_ শব্দও অপ্রযোজ্য। যেমন卐স্বস্তিক চিহ্নটী ব্রহ্মকে প্রকাশ করে তেমনই সৎ শব্দ। সৎ অর্থ চির অবাধিত সত্ত্বা যুক্ত। সৎ চিৎ আনন্দ স্থলে অনেকে অস্তি ভাতি প্রিয় বলেন। যাহা অস্তি তাহাই ভাতি, অভাবের ভাতি হয় না। যাহা ভাতি তাহাই প্রিয় বা অপ্রিয় হইতে পারে। বৃ আ ২।৪।৮ তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়ো অন্য স্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। অয়ং আত্মা যাহা অন্তরে আছেন (অস্তি) তিনি সব হইতে প্রিয়। অর্থাৎ প্রিয়তম। নাস্তি বা অভাবের সহিত কেহ প্রীতি করে না। সবাই অভাব দূর করিতে বদ্ধপরিকর। বৈনাশিকশূন্যবাদী বৌদ্ধ শূন্য অভাব অসৎ হইতে উৎপত্তি বলেন তাহা কোন দর্শনকারের সম্মত নহে। ন্যায়কার অবিভজ্য অদৃশ্য পরমাণু হইতে সৃষ্টি বলেন, তাহাও ভাব হইতে উৎপত্তি অভাব হইতে নহে। শ্রুতির উক্তি অদ্বৈত পর হওয়ায় ন ইহ নানা অস্তি সাব্যস্ত হয়। ঋগ্বেদে অনশব্দ ব্যবহৃত। ১০।১২৯।২ মন্ত্রে আনীদবাতং। ছা ৩।১৪।১ তজ্জলানিতি বাক্যও অন দৃষ্ট

হয়। অনসহ প্র, অপ, বি, সম ও উৎ উপসর্গ যোগে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান বায়ু পঞ্চক অভিহিত। ণ+ন হইতে অন হয়। তাহার অর্থ নাস্তি নহে অর্থাৎ অস্তি। বৃ আ ৩।৯।৯ মন্ত্রে বলে কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তৎ ইতি আচক্ষতে। অস্তি শব্দ দ্বৈত পর হইলেও অদ্বৈতের জ্ঞাপক হইতেছে। অদ্বৈতের কোন ভাষা নাই। ভাষায় প্রকাশ মাত্রই দ্বৈত যুতে হয়। যেমন সিনীমায় হস্তী দৃষ্টে সেই দ্রষ্টা সত্যকার হস্তী দৃষ্টে ইহা হস্তী বলিতে পারে তেমনি দ্বৈতের অস্তি অদ্বৈতের প্রকাশক হয়।

ওঁ শান্তিঃ